অবোধ-বন্ধু।

মাসিক পত্র।

১ খণ্ড] ফাল্গুন, ১২৭৩ সাল। [১ সংখ্যা

স্বদেশের যে প্রকারে হোতে পারে হিত
সাধ্যমত চেষ্টা করা সবার উচিত।
তিল সম হেন কাজ যদি মনে লয়,
তথাচ নিরস্ত থাকা, যুক্তি যুক্ত নয়;
কি জানি সহস্র মাঝে যদি কোন জন
সামান্য সে ক্ষুদ্র কাজে উপকৃত হন।

আরম্ভ।

সূর্য্য যেমন অস্তমিত হইলে আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ এই অবোধ-বন্ধু এতাবৎকাল পর্য্যন্ত পাঠকবর্গের নিকট অদৃশ্যভাবে অবস্থিতি করিতে ছিল। এক্ষণে তাহা পুনর্ব্বার সর্ব্বসমীপে উদয় হইতেছে, এবং

পূর্ব্বাপেক্ষা প্রখরতর কর বিস্তার করিয়া যাহাতে তমসাচ্ছন্ন অজ্ঞানান্ধ মনকে সমুজ্বল জ্ঞানালোক দ্বারা উদ্দীপ্ত করে তাহাই আমাদের একান্ত বাসনা। শীতকালে যখন শীতের প্রাদুর্ভাব অধিক হয়, যখন শীতল বায়ু বহমান হইয়া সকলকেই কম্পিত করিতে থাকে, তখন যেমন ভানুর তীক্ষ্ণতর কিরণ প্রাণী দেহের শীত নিবারণ করে, সেইরূপ এই অবোধবন্ধু, যদ্যপি কোন একটী বালক বালিকা কিম্বা অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণের অথবা অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিবৃন্দের অন্তরতম গভীরতম প্রদেশে স্বীয় রশ্মিজাল বিস্তার করত দুশ্ছেদ্য ও অভেদ্য কুসংস্কার ও অজ্ঞানতাকে বিদূরিত করে, তাহাহইলে আমাদের পরিশ্রম ও যত্নের যথেষ্ট পুরস্কার হইবে; এতদ্ভিন্ন এই ক্ষুদ্র অবোধবন্ধু যদি ক্ষণকালের নিমিত্ত বিজ্ঞসমাজের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে, আমরা আশাতীত ফল লাভ করিব।

বায়ু।

—০—

জগতের যে কোন পদার্থের বিষয় আমরা আলোচনা করি, সকলেই সেই পরম দেবতার

অসীম মঙ্গল ভাবের পরিচয় প্রদান করে। অতি দূরস্থিত নক্ষত্র এবং পদতলস্থ বালুকারেণু সকলেই চিরকাল অনাহতরূপে তাঁহারই যশঘোষণা করিতেছে। ফুলফলসুশোভিত সুস্নিগ্ধছায়াবিশিষ্ট মনোহর উদ্যান অথবা উত্তপ্ত মরুভূমি, সকল স্থানেই তাঁহার প্রাতিনদী প্রবাহিত রহিয়াছে। তিনি কোন বিশেষ স্থানে আবদ্ধ নহেন। তাঁহার সৃষ্ট প্রত্যেক পদার্থেই তিনি জাগ্রতরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার পূজার জন্য কোন বিশেষ তীর্থ পর্য্যটন আবশ্যক হয় না। তাঁহার মন্দির সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অদ্য আমরা বায়ুর বিষয় আলোচনা করিয়া তাঁহার জ্ঞান ও মঙ্গলভাব অনুভব করত প্রীতিলাভ করিব।

আমরা সততই বায়ুরূপ মহাসাগর মধ্যে মগ্ন হইয়া রহিয়াছি। জীবন ধারণের জন্য বায়ুর মত আবশ্যক পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই। যদি দশ মিনিটকাল বায়ু না থাকে তাহা হইলে আনন্দ-কোলাহলপূর্ণ এই সংসারের যে কি দুরবস্থা উপস্থিত হয় তাহা মনে কল্পনা করিতেও হৃদকম্প হয়। দর্শনেন্দ্রিয়ের অগোচর ক্ষুদ্রতম কীটাণ হইতে মহাকায় হস্তী-

পর্য্যন্ত সকল প্রাণী একেবারে ধরাশায়ী হইয়া পড়ে। বৃক্ষলতাদির এ মনোহারিণী শোভা আর কুত্রাপিও দৃষ্ট হয় না। সমস্ত পৃথিবী এক বিস্তীর্ণ শ্মশান সমান হইয়া যায়, কিন্তু জগদীশ্বর তাঁহার কোন প্রাণীকে এমন মঙ্গলকর বায়ু হইতে বঞ্চিত করিবেন না। তিনি প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রাণীগণের মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত রহিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থানেই তিনি প্রচুর বায়ু প্রেরণ করিয়াছেন।

পূর্ব্বকালে পণ্ডিতেরা মনে করিতেন যে বায়ু একটী মূল পদার্থ। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ইদানীন্তন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে ইহা এক প্রকার যৌগিক পদার্থ। কি কি পদার্থের যোগে বায়ু উৎপন্ন হয়। তাহা জানিতে সকলেরই কৌতূহল জন্মিবে।

প্রধানতঃ যে যে ভূতসংযোগে বায়ু উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদের নাম অম্লযান ও যবক্ষারযান বায়ু। ইংরেজি ভাষায় ইহাদিগকে অক্সিজন্ ও নাইট্রজেন বলে। অক্সিজন্ অর্থাৎ অম্লযান বায়ু জীবনধারক; এবং নাইট্রজেন্ অর্থাৎ যবক্ষারযানবায়ু জীবন নাশক। যবক্ষারযান বায়ু স্বয়ং জীবন হন্তা হইয়াও আমাদের অশেষ

উপকার সাধন করিতেছে। ইহা যে সকল পদার্থে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, সে সকল পদার্থ আমাদের শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ঈশ্বরসৃষ্ট কোন পদার্থই আমাদের অমঙ্গলের জন্য হয় নাই। সকলেই তাঁহার রাজ্যের মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত রহিয়াছে।

বায়ুর পাঁচ অংশের চারিঅংশ যবক্ষারযান বায়ু এবং অবশিষ্ট এক অংশ অম্লযান বায়ু। পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে যদি এই পরিমাণের একবিন্দুও ব্যতিক্রম হইত তাহা হইলে সকল প্রাণী ও সকল উদ্ভিদ একবারে বিনাশ প্রাপ্ত হইত। এইজন্য সেই জ্ঞানময় পুরুষ সকল স্থানের বায়ুরই পরিমাণ এক করিয়া দিয়াছেন। বিজ্ঞানবিৎপণ্ডিতেরা তুষারমণ্ডিত পর্ব্বত শিখরস্থ শীতল এবং বৃষ্টিশূন্য মরুদেশের পরিশুষ্ক বায়ু আনয়ন পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু কোন স্থানেই এই পরিমাণের ব্যতিক্রম দেখিতে পান নাই। পরমেশ্বর তাঁহার রাজ্যের সকল স্থানেই তাঁহার সৃষ্ট প্রাণীগণের বাসোপযোগী করিয়া সৃজন করিয়াছেন। সকল স্থানেই তাঁহার মঙ্গল ভাবের নিদর্শন জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।

অম্লযান ও যবক্ষারযান বায়ু ব্যতীত বায়ুতে দ্ব্যম্লাঙ্গারক বায়ু, জলীয় বাষ্প, এমনিয়া ও আরো দুই একটী পদার্থ মিশ্রিত থাকে। দ্ব্যম্লাঙ্গারক বায়ুকে ইংরেজি ভাষায় কারবনিক্ এসিড বলে। ইহা জীবনের পরম শত্রু। ইহা নিশ্বাস সহকারে গ্রহণ করিলে অতি ত্বরায় মৃত্যু হয়। কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে সকলেই মঙ্গল। এখানে এমন কিছুই নাই যাহা তাঁহার সৃষ্ট পদার্থের অহিতকারী। তিনি এই দ্ব্যম্লাঙ্গারক বায়ুকে উদ্ভিদের প্রাণস্বরূপ করিয়াছেন।

আমরা শ্বাস গ্রহণ করিলে বায়ু শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া এক পরমাশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদন করে। শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বায়ু পৃথক হইয়া যায়। এবং ইহাতে যতটুকু অম্লযান বায়ু থাকে তাহা রক্তস্থিত সমুদায় দাহ্যপদার্থকে দহন করিয়া ফেলে। অম্লযান বায়ুর দাহিকাশক্তি আছে। ইহা হইতেই দ্ব্যম্লাঙ্গারক বায়ু উৎপন্ন হয়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই বায়ু জীবনের পরম শত্রু। সুতরাং মঙ্গলময় পরমেশ্বর তখন আর ইহাকে শরীরের মধ্যে অবস্থিতি করিতে দেন না। তাঁহার নিয়মানুসারে ইহা প্রশ্বাসের সহিত বহির্গত হইয়া যায়।

প্রতি মুহূর্ত্তে প্রাণীগণের নাসিকা দিয়া যে দ্ব্যম্লাঙ্গারক বায়ু বহির্গত হয় তাহা একত্রিত হইলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই সকল স্থানের বায়ু দূষিত হইয়া যাইত। এই জন্যে সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ পূর্ব্বেই এক পরমাশ্চর্য্য উপায় উদ্ভাবন করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি দ্ব্যম্লাঙ্গারক বায়ুকে উদ্ভিদের প্রাণরূপে সৃজন করিয়াছেন।

দ্ব্যম্লাঙ্গারক বায়ুতে একাংশ অঙ্গার ও দুই অংশ অম্লযান বায়ু থাকে। ইংরেজি ভাষায় এই অঙ্গারকে কারবন্ বলে। দ্ব্যম্লাঙ্গারক বায়ু হইতে উদ্ভিদ সকল অঙ্গার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রাণীগণের নাসিকা হইতে যে দ্ব্যম্লাঙ্গারক বায়ু বহির্গত হয় উদ্ভিদসকল তাহা গ্রহণ করে। হরিদ্বর্ণ পত্রাদির এই এক আশ্চর্য্য শক্তি আছে যে তাহারা দ্ব্যম্লাঙ্গারক বায়ুকে পৃথক করিয়া ফেলে। এবং তাহাতে যতটুকু অঙ্গার থাকে তাহা গ্রহণ করিয়া অম্লযান বায়ুকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু এই আশ্চর্য্য কার্য্যটী কেবল দিবসেই হইয়া থাকে। এই অম্লযানবায়ু পুনর্ব্বার জীবগণের শরীরে প্রবেশ করে। এইজন্য প্রচণ্ড রৌদ্রের সময়ে ছায়া বিশিষ্ট অশ্বত্থবট প্রভৃতি

বৃক্ষতলস্থ বায়ু প্রাণীগণের পক্ষে এত স্বাস্থ্যকর হইয়াছে। পরমপিতা পরমেশ্বর কত প্রকারে যে আমাদের মঙ্গলসাধন করিতেছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা যতই তাঁহার সৃষ্টির বিষয় আলোচনা করি ততই তাঁহার অনন্তজ্ঞান, অনন্ত মঙ্গলভাব ও অনন্ত মাতৃস্নেহের পরিচয় প্রাপ্ত হই।

মাতা তাঁহার শিশু সন্তানগণকে অতি অল্প কাল মাত্র লালন পালন করেন। তাহার জন্য আমরা স্বভাবতই তাঁহার প্রতি কত শ্রদ্ধা কত ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকি। কিন্তু যিনি একেবারে সকল বিশ্বসংসারের মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত রহিয়াছেন, যাঁহার নিদ্রা নাই, যিনি সতত জাগ্রত থাকিয়া মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলকেই অন্নপানে পরিপুষ্ট করিতেছেন। তিনি আমাদের মাতা। তিনি কেবল আমাদের মাতা নহেন, পিতা মাতা গুরু বন্ধু, তিনি আমাদের সকলই। তিনি আমাদের পরম মাতা, পরম পিতা, পরম গুরু, ও পরম সুহৃদ। তাঁহার ন্যায় মহোপকারী আর আমাদের কেহ নাই। তাঁহার জন্য আমরা কি করিব। যখন পার্থীব মাতার প্রতি আমরা এত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করি, তখন সেই পরম মাতার জন্য আমরা কত ভক্তি, এবং কত

প্রীতি প্রকাশ করিব? জগতের সমস্ত প্রাণী যদি অনন্তকাল তাঁহাকে প্রীতি করে, তাহা হইলেও তাঁহার একদিনের প্রেমের ধার শুধিতে পারে না।

ধৈর্য্য

—০—

ধৈর্য্য সখা সঙ্গে যার করেন গমন,
ভাবনা তাহার মনে, না আসে কখন।
সাহসে করিয়া ভর, দর্পে চলে যায়।
কিবা সাধ্য বাধা আসি তারে করে জয়।
ধৈর্য্য যেই পথ দিয়া অগ্রসর হয়,
বড় বড় গিরি যদি সম্মুখেতে রয়।
দেখিয়া যাহার মূর্ত্তি হৃদয় কম্পিত।
তুচ্ছ জ্ঞান করে ধৈর্য্য অভয় সহিত।
অটল সবল ভাব ধৈর্য্য বীর ধরে,
সকল দুর্জ্জয় কার্য্য চূর্ণ চূর্ণ করে।
বড় বড় লোক যাঁরা, বিদ্যাগিরি তলে
কেমনে উঠিবে তাহে, চিন্তিত সকলে।
একা সেই ধৈর্য্য সখা হইয়া সহায়।
সাহসে সঞ্চার করে, বিবিধ উপায়।

মহত্ত্বের পথ।

—০—

যেমন কোন শিকারীপুরুষ মৃগয়াস্থলে আপন লক্ষ্য নির্দ্ধারিত না করিয়া কেবল ইতস্ততঃ বাণ নিক্ষেপ করিলে তাঁহার কার্য্য সিদ্ধি দুর্ঘট হইয়া উঠে, সেইরূপ যে সকল ব্যক্তি স্ব স্ব জীবনে কোন একটী বিষয়ের লক্ষ্য স্থির না করিয়া এই কর্ম্মক্ষেত্রে মিথ্যা গোলযোগ দ্বারায় আপনাদের জীবন অবাধে ক্ষয় করেন, তাঁহাদিগের সময় ও পরিশ্রম বৃথা নষ্ট হইয়া যায় এবং তাঁহাদিগের জীবন কোন মহৎ কার্য্য সম্পাদনের উপযোগি হয় না। অতএব আমাদের সকলেরই একটী বিশেষ বিষয়ের প্রতি মন রাখিয়া কার্য্য করা বিধেয়। কারণ সেই সূত্র ধরিয়া গমন করিলে আমাদের জীবন বৃথা নষ্ট হইবে না এবং আমরা ক্রমে ক্রমে মহৎ মহৎ কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম হইব। যতই আমরা মহাত্মাদিগের জীবনচরিত পাঠ করি, ততই আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহাদের সকলেরই মনে এক একটী মহান লক্ষ্য নিহিত ছিল, এবং সেই লক্ষ্যানুসারে কার্য্য করিয়া তাঁহারা এ জগতের অনেক মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা আপনাদের জীবনে উন্নতি চান, তাঁহারা শীঘ্র

নিজ নিজ লক্ষ্য স্থির করিয়া লউন। নচেৎ কোন কার্য্যের উপযোগিতা লাভ করিতে পারিবেন না।

লক্ষ্যহীন জীবন মরুভূমির ন্যায়। মরুভূমিতে যেমন বৃক্ষ লতাদি কিছুই জন্মে না, সেইরূপ লক্ষ্যহীন জীবনে কিছুই সফল হয় না।

ব্যাঙ্গের ছাতি।

—০—

অজ্ঞতাই কুসংস্কারের মূল। অজ্ঞতা প্রযুক্ত কোন বস্তু চিরকাল আমাদের সম্মুখে অবস্থান করিলেও, তদ্বিষয়ে কুসংস্কারাপন্ন থাকিতে হয়। অজ্ঞ লোকেরা শৈশবাবস্থা হইতে ব্যাঙ্গের ছাতা যে কিরূপ তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াও অন্ধের মতন হইয়া রহিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কিছুই জ্ঞাত নহেন, এবং একজন আর এক জনকে ভুল শিখাইয়া থাকেন। অনেকে বলেন ভেকগণ আপনাদের বুদ্ধি কৌশলে এই ছত্র প্রস্তুত করিয়া রাখে, এবং যখন বৃষ্টি পড়ে, সেই অবসরে উহার ভিতর আশ্রয় লয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ভেকগণের বিষ হইতে ঐ ছত্রের উৎপত্তি হয়। এইরূপ নানা লোকে

নানাপ্রকার মিথ্যারোপ করিয়া থাকেন। যাহা-হউক সে সকল অত্যন্ত ভ্রমের কথা।

যাহাকে আমরা ব্যাঙ্গের ছাতা বলিয়া উল্লেখ করি তাহা আর কিছুই নহে, কেবল এক প্রকার উদ্ভিজ্জ পদার্থ। আকার ছত্র সদৃশ বটে কিন্তু কখন কখন কচুর মুখীর ন্যায় হয়, এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্রেই জন্মিয়া থাকে। ভেকগণের গরল হইতে তাহা কখন উৎপন্ন হয় না, অন্যান্য বৃক্ষলতাদির ন্যায় তাহার উৎপত্তির নিয়ম। গো, মেষ, মহিষাদি প্রাণীগণ সচারাচর যে ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া মল মূত্র পরিত্যাগ করে, আর সূর্য্যের তীক্ষ্ণতর কিরণ বর্ষণ না হইয়া যদ্যপি সেই ভূমিকে কিঞ্চিৎ আর্দ্র রাখে, তাহাহইলে তথায় যে এক প্রকার শুক্লবর্ণের অতি সূক্ষ্ম সূত্রযুক্ত রেণু জন্মিয়া থাকে, তাহা হইতেই ব্যাঙ্গের ছাতি উৎপন্ন হয়। তাহা অতি কোমল, সুতরাং গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড ভানুর উত্তাপে জন্মিতে পারে না। বর্ষা আগমনে যখন বৃষ্টির জলে সমুদয় ভূমি শীতল ও আর্দ্র থাকে এবং সর্ব্বদা মেঘে সূর্য্যকিরণকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে তখন তাহারা প্রচুর পরিমাণে অঙ্কুরিত হয়। কদাচিৎ কখন এক স্থানে একটী স্বতন্ত্র হইয়া জন্মে, নচেৎ

সর্ব্বদা এক স্থলে একত্রে অনেকগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে তাহা রন্ধন করিয়া আহার করেন, কিন্তু তন্মধ্যে যে কতকগুলি বিষাক্ত শ্রেণী, তাহা বুঝিয়া লইতে না পারিলে প্রাণ নাশের অনেক সম্ভাবনা।

অন্যান্য ক্ষুদ্র পাদপের উৎপত্তির যেরূপ নিয়ম, ইহারও সেইরূপ নিয়ম। কোন একটী বীজ রোপণ কালে অগ্রে যেমন মৃত্তিকা প্রস্তুত করিতে হয়, সেইরূপ এই উদ্ভিজ্জ রোপণ করিতে হইলে প্রথমতঃ কতকগুলি মলজাত সার তিন বুরূল পরিমাণে কোন আর্দ্র স্থানে বিস্তারিত করিয়া তন্মধ্যে এক একটী গর্ত্ত খনন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত কতকগুলি রেণু তাহার ভিতর দিয়া গর্ত্তের মুখ সার লেপন দ্বারা আবদ্ধ করিতে হয়। পরে উহা প্রকাশিত হয়; ইহার উৎপত্তি অত্যন্ত শীঘ্র হইয়া থাকে। এক দিনের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া এরূপ বৃদ্ধি পায় যে মনুষ্য ব্যবহারোপোযোগী হয়।

বৃক্ষ পত্রের উক্তি।

—০—

এই যে দেখিছ মোরা পড়ি তরুতলে,
দলিত হতেছে এবে প্রাণী পদতলে।

সময়ে ছিলাম মোরা আদরের ধন,
পাদপের প্রিয়তর অঙ্গের ভূষণ।
ধরেছি উজ্জ্বল কান্তি, হরিত বরণ,
করিয়াছি মানবের নয়ন রঞ্জন।
মলয় পবন আসি করিত ব্যজন,
নিশায় শিশিরবিন্দু করিত সেবন।
সুশীতল ছায়া মোরা করিতাম দান,
শ্রান্ত পান্থজন যাহে জুড়াত পরাণ।
কিন্তু এবে আমাদের অবস্থা কেমন,
যুবক যুবতীগণ কর দরশন।
সেরূপ মাধুরি আর কোথায় এখন,
ভূমে গড়াগড়ি যাই বিকৃত বরণ।
রূপহীন বলে তরু করেনা আদর,
তাই এবে হইতেছি ধুলায় ধুসর।
সৌভাগ্যের কালে যারা ছিল অনুগত,
এখন তারাই করে অপমান কত।
আগে যে সমীর দেখ করিত সেবন,
এখন উড়ায়ে ফেলে যথা লয় মন।
আগে যে স্বর্গেরধারা করিয়া যতন,
সতত করিয়া দিত অঙ্গ প্রক্ষ্যালন।
কাদা মাখাইয়া এবে করে কদাকার,
কোথা সে যতন আর ভালবাসা তার।
স্নিগ্ধ ছায়া যাহাদের করিয়াছি দান,

পদতলে দলে তারা করে অপমান।
হায় সে গর্ব্বের কাল কোথায় এখন,
ছিল যবে নিয়তির প্রসন্ন বদন।
ওগো মনোরমা রামা! ওহে যুবাগণ!
আমাদের এই দশা কর বিলোকন।
নিয়তির হাস্যছলে ভুলোনা ভুলোনা,
রূপের গরিমা বৃথা কোরণা কোরণা।
আমাদের মত দশা তোমাদের হবে,
এ নব লাবণ্য নাহি চিরকাল রবে।
সাবধানে ভ্রম ওগো প্রমোদ কাননে,
ঝোঁপের ভিতর কলআছে সংগোপনে।
ভাল মন্দ তার কাছে নাহি বিচারণ,
আচম্বিতে হৃদয়েতে করিবে দংশন।

ধর্ম্মাচার্য্য।

প্রথম অধ্যায়।

ধর্ম্মাচার্য্যের পরিবারের বিবরণ।

গৃহিব্যক্তি একাকী থাকা অপেক্ষা স্ত্রী পুত্রাদি পরিজনগণে পরিবেষ্টিত থাকিলে, সংসারের অনেক কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে

পারেন আমার এইরূপ চির-বিশ্বাস থাকাতে ধর্ম্মাচার্য্য পদে অভিষিক্ত হইবার এক বৎসরের মধ্যেই এক গুণবতী মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম। তিনি অতি সৎস্বভাবাপন্না ও যশস্বিনী ছিলেন; ইংরাজি গ্রন্থমাত্রই অনর্গল পাঠ করিতে পারিতেন; তাঁহা অপেক্ষা গ্রামে রন্ধনকার্য্যে অধিক বিচক্ষণা কেহই ছিল না, এবং কোন গ্রাম্য বনিতাই তাঁহা অপেক্ষা অধিক সুনীতি সম্পন্না দৃষ্টিগোচর হয়েন নাই। তিনি গৃহধর্ম্ম বিষয়ে স্বীয় সদ্ব্যবস্থার অভিমান করিয়া থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার ব্যবস্থা-কৌশলে আমাদের পূর্ব্বার্জ্জিত ধনের কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই।

বিবাহ হইয়া অবধি আমাদের পরস্পরের প্রণয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং সকলদিকেই সুবিধা ঘটিতে লাগিল। আমরা অতি সুখদ প্রদেশে সৎপল্লী মধ্যে বাস করিতাম; সংসারে কিছুরই অসদ্ভাব বা বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না; কষ্ট সহনেরও আবশ্যকতা ছিল না; কেবল গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাওয়া, প্রতিবেশীদের সহিত আমোদ প্রমোদ করা, পীড়িত ও দীনদিগকে সাহায্য ও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা, এই কয়েকটী মাত্র করণীয়

ছিল। আমাদের সহিত চত্বারিংশৎ পুরুষ অন্তর হইলেও জ্ঞাতিত্বনিবন্ধন গৃহে জ্ঞাতিমণ্ডলীর সমাগম হইত; তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অন্ধ, খঞ্জ ও কুব্জ ছিলেন। তাঁহাদিগকে পরম সমাদরে অতিথি-সৎকার করা যাইত। অতিথির দৈন্যদশার যত আধিক্য হয়, অতিথি সৎকার প্রাপ্ত হইয়া সে ততই আনন্দলাভ করিতে থাকে। আমার জ্ঞাতিগণের তাহাই ঘটিয়াছিল, সুতরাং আমাদের সহবাসে তাঁহাদের সুখের ইয়ত্তা ছিল না, যদি তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির বিশেষ দোষ দেখিয়া একেবারে পরিত্যাগ করা বিধেয় হইত, তবে তিনি ভোজনান্তে গমনোদ্যত হইলে, হয় একটা যৎসামান্য ঘোটক, নতুবা এক যোড়া পাদুকা প্রদান করিয়া কহিতাম, "আপনি অদ্য ইহা ব্যবহার করুন্ কল্য আসিয়া প্রত্যর্পণ করিবেন।" সে কস্মিন্ কালেও আর দেখা দিত না। এই সুকৌশলে আমরা অসাধুদিগকে দূরীভূত করিতাম, কিন্তু শরণাগত দীনদিগকে আশ্রয় প্রদানে কখনই বিমুখ হই নাই।

আমরা নিয়তই মিতাচার ও পরিমিত পান ভোজনের অনুষ্ঠান করিয়া থাকিতাম; সুতরাং আমার অপত্যগণ বলিষ্ঠ ও সুস্থশরীরে

ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। পুত্রগণ দ্রঢ়িষ্ঠ ও শ্রম-সহিষ্ণু, এবং কন্যাগণ রূপলাবণ্যে ভূষিতা হইয়াছিলেন। ক্রমান্বয়ে আমার ছয়টী অপত্য জন্মে। প্রণয়িনী প্রথমে একটী পুত্র প্রসব করেন, সে জর্জ নামে অভিহিত হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারে অলিবিয়া ও সোফিয়া নাম্নী দুইটী কুমারী জন্মে; চতুর্থ গর্ভে মোজেস নাম্না পুত্র এবং দ্বাদশবর্ষ পরে পঞ্চম ও ষষ্ঠবারে বিল্ ও ডিক্ নামা আর দুইটী পুত্র সম্ভূত হয়। আমি অপত্যমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া আনন্দ-প্রবাহে ভাসমান হইতে থাকিতাম, আমি কার্য্যে অশক্ত হইলে তাহারা আমার প্রতি-পালন করিবে, আমার চরমাদশায় সুখদ হইবে, এবং স্বদেশের হিতানুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইবে; এইরূপ চিন্তা করিয়া কি পর্য্যন্ত উল্লা-সিত হইতাম বলিয়া ব্যক্ত করা যায় না। পক্ষান্তরে আমার সহধর্ম্মিণীর মনোগত গর্ব্বের পরিসীমা ছিল না; যদি কোন প্রতিবেশী তাঁহাকে সম্বোধিয়া কহিত "ভদ্র তোমার পরমসুন্দর সন্তানগুলি গ্রাম উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে," তিনি উত্তর করিতেন, "অয়ি প্রতি-বাসিন্ যেমন জগদীশ্বর তাহাদিগকে রূপ-লাবণ্যে ভূষিত করিয়া কমণীয় করিয়াছেন,

স্বীয় পরিণীতা কন্যাকে যে কিছু বিষয়বিভ: প্রদান করিবেন, পরিণামে তাহা তোমা: পুত্রেরই হস্তগত হইবে সন্দেহ নাই; অতএ: আর কিছু দিন উইল্‌মটের সহিত সদ্ভাব রাখ ও সমুদয় বিষয় গোপন করিয়া চলা আপনা: পক্ষে শ্রেয়স্কর হইতেছে। আমি অম্লানবদনে প্রত্যুক্তি করিলাম, যদি আমার এমন সর্ব্বনাশ যথার্থই ঘটিয়া থাকে, তজ্জন্য শোকাকুল হইবার আবশ্যকতা নাই; গত বিষয়ের শোচনা করা মূঢ়ের কার্য্য। অপিচ, ধনের গৌরব নষ্ট হইল বলিয়া আমার মনের গৌরব কখনই নষ্ট হইবে না; আমি এখনো সদ্বিচার নিরপেক্ষ হইয়া বৃদ্ধের যুক্তি-বিরুদ্ধ মতে প্রা-ণান্তে একমত হইতে পারিব না; এবং কোন বিষয় গোপন করিয়াও চলিতে পারিব না; প্রত্যুত এই দণ্ডে পরিজনদিগকে দুর্দ্দৈবের কথা জ্ঞাপন করি। এই কুসংবাদ শ্রবণে উভয় পরি-বারের মনে কিরূপ ভাব পরম্পরার উদয় হইতে লাগিল, এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু যিনি যত বিষাদ অনুভব করুন, যুবক যুব-তীর মর্ম্মবেদনার শতাংশের একাংশও কাহারো ঘটে নাই। উইল্‌মট বাগ্‌বিতণ্ডার সময়েই বিবাহ সম্বন্ধ রহিত করিতে উদ্যুক্ত হইয়া-

ছিলেন; অধুনা আমাকে হতসৌভাগ্য জানিয়া তৎকার্য্যের আর অপেক্ষা রাখিলেন না।

তৃতীয় অধ্যায়।

আবাস পরিবর্ত্তন; মনুষ্যের সুখ প্রায় চেষ্টার উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে।

আমাদের সর্ব্বনাশ যথার্থই ঘটিয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে এপর্য্যন্ত বাদানুবাদ করিতে ছিলাম; ইত্যবসরে আমার নগরস্থ প্রতিনিধির প্রেরিত এক পত্র পাঠ করিয়া আর তিলার্দ্ধ সন্দেহ রহিল না। বর্ত্তমান দুরবস্থায় আমার পরিজনগণ কিরূপে দীনভাবে কালযাপন করিবেন, কোন্ প্রাণে লোকনিন্দা ও অপমান সহ্য করিবেন; কেবল এই চিন্তায় ব্যাকুল হইতে লাগিলাম; নচেৎ আমার আপনার জন্য কোন ভাবনাই ছিল না। যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট হওয়াতে পরিজনগণের যেরূপ প্রগাঢ় বিষাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হঠাৎ নিরাকরণ করা দুঃসাধ্য বিবেচনায় পরিমিতকাল অপেক্ষা করিয়া রহিতে হইল; কেন না কালসহকারে বিষাদবেগ হ্রস্ব না হইলে প্রবোধ বাক্যে বরং দ্বিগুণতর বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া উঠে। এই অবকাশে, ভবিষ্যতে তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিবার উপায় কল্পনা ও অন্যান্য বিষয়ের চিন্তা;

করিতেছিলাম, এমন সময়ে কোন দূরবর্ত্তী প্রদেশে আমার পৌরহিত্য কর্ম্মের কথা উপস্থিত হইল। উহার বার্ষিক বেতন একশত পঞ্চাশৎ মুদ্রা মাত্র; কিন্তু কৃষিকার্য্য দ্বারা ধনের উপচয়, ও নির্ব্বিঘ্নে অভিমতানুযায়ি কার্য্যপ্রণালী প্রচলিত করিতে পারিব বলিয়া ঐ প্রদেশে সপরিবারে বাস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। এই অভিপ্রায়ে নষ্ট ধনের যৎকিঞ্চিৎ যাহা আদায় হয়, তাহাই মঙ্গল বিবেচনায় সমস্ত ঋণ আদান প্রদান করিয়া এক লক্ষ চল্লিশ সহস্র টাকার মধ্যে কেবল চারি সহস্র মাত্র হস্তগত করিলাম।

পরিজনদিগকে বর্ত্তমান অবস্থানুরূপ রীতি নীতি অবলম্বন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার উপদেশ দেওয়া অত্যাবশ্যক বিবেচনা হইল; কেন না দীনব্যক্তি ধনীর নিয়মে চলিলে তাহার দুঃখের পরিসীমা থাকে না। অতএব স্ত্রী পুত্রদিগকে সম্বোধিয়া কহিলাম, "হে প্রিয়তমগণ, সম্প্রতি দৈববিড়ম্বনায় আমাদের দৈন্যদশা উপস্থিত হইয়াছে, এখন যত সতর্ক হইয়া চলিতে পারিবে ততই মঙ্গল। অধুনা তোমাদের মানাভিমান, আমোদ-প্রিয়তা ও বিলাসেচ্ছা আর শোভাকর হইবে না;

দ্দ্বারা তোমাদের দুঃখের আরো উপচয় হইতে থাকিবে। অতএব বর্ত্তমান দুরবস্থায় র্ণকুটীর আমাদের উপযুক্ত বাসস্থান; তথায় ন্তোষাবলম্বন পূর্ব্বক সপরিবারে বাস করিলে খের ইয়ত্তা থাকিবে না।” আমাদের স্থানা-র গমনের উদ্যোগ হইতে লাগিল; আমি প্রথমতঃ প্রিয়পুত্র জর্জকে ধনোপার্জ্জন প্রত্যাশায় লণ্ডন নগর পাঠাইতে স্থির করি-লাম। পুত্র স্বীয় জননী ও ভ্রাতা ভগিনী স্থানে বিদায় লইয়া সজল নয়নে আমার প্রসাদ লইতে আইলেন; আমি তাঁহাকে ধর্ম্মপুস্তক প্রদান করিয়া স্নেহগদগদ বচনে কহিলাম, প্রিয়তম, আমার এমন সম্বল আর কি আছে দ্দ্বারা তোমাকে প্রসন্ন করিতে পারি; এই মহামূল্য ধর্ম্মপুস্তক খানি প্রসাদ স্বরূপ প্রদান করিতেছি, পথে ইহা তোমার পরমবন্ধুর ন্যায় কার্য্য করিবে; এবং শঙ্কটে সহায় হইবে।”

কুমার প্রস্থান করিলে কিছু দিন পরে আম-রাও নির্দ্দিষ্ট গ্রামে গমনোদ্যুক্ত হইলাম; আহা! যে প্রদেশে এতকাল সুখে সচ্ছন্দে বাস করিয়াছি; নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ ও ধর্ম্মা-নুশীলনে আমোদিত হইয়াছি; এক্ষণে তাহা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমাদের প্রাণ

কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। সে যাহাহউক, আমরা যাত্রা করিয়া প্রথম দিনেই নিরাপদে বিংশতি ক্রোশ অতিক্রম করিয়া পড়িলাম; এখান হইতে আমাদের ভাবিবাসস্থান পনেরো ক্রোশ মাত্র অন্তরে স্থিত। এই প্রদেশে রজনী বঞ্চন করণাভিপ্রায়ে তত্রত্য এক পান্থশালায় আশ্রয় লইলাম; এবং গৃহস্বামীকে আমাদের সহিত ভোজন করিতে নিমন্ত্রণ করিলাম। তিনিও নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন। আমরা যে গ্রামে বাসার্থে গমন করিতে ছিলাম, তিনি তাহা বিশেষ পরিজ্ঞাত ছিলেন; বিশেষতঃ আমার ভাবি ভূস্বামী থরন্‌হিলের যাবতীয় বিষয় বিলক্ষণ জানিতেন। তাঁহার প্রমুখাৎ শুনিলাম, থরন্‌হিল্ লম্পট কৃতঘ্ন ও শঠ প্রধান, তাঁহার তুল্য আমোদপ্রিয় ও ব্যসনাসক্ত ব্যক্তি প্রায় দেখা যায় না। তিনি কত শত মহিলাকে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করাইয়া কিছু দিন পরে অনাথা করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। গৃহ স্বামীর সহিত এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, এমন সময়ে তাঁহার পত্নী কুটীরে প্রবেশ করিয়া বিজ্ঞাপন করিলেন, “সেই অপরিচিত ব্যক্তি যে এখানে দুই দিবস বাস করিয়া রহিয়াছে, সম্প্রতি অর্থের অসদ্ভাব প্রযুক্ত স্বীয় খাদ্য

দ্রব্যাদি ও ভাড়ার যথার্থ মূল্য দিয়া যাইতে পারিতেছে না। গৃহস্বামী কহিলেন "যে ব্যক্তি গত কল্য এক জন কুক্কুরচোর বৃদ্ধ সৈনিকের কশাঘাত নিবারণার্থে তাহার দণ্ড স্বরূপ সাড়ে একত্রিশ টাকা প্রদান করিয়াছেন, অদ্য তাঁহার অর্থাভাব কিরূপে সম্ভাব্য হইতে পারে? তুমি এখনি গিয়া তাঁহার নিকট হইতে যথার্থ প্রাপ্য আদায় করিয়া লও।" তাঁহার স্ত্রী আপনার কথা বলবতী রাখিবার জন্য পুনঃ পুনঃ জেদ্ করাতে গৃহস্বামী স্বয়ং তদ্বিষয়ের তত্ত্বাবধারণার্থে যাইতে উদ্যুক্ত হইলেন। আমি ঐ অপরিচিত ব্যক্তির দয়ার্দ্র-চিত্ততা ও উদারাশয়তার কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে উৎসুক হইয়াছিলাম, সুতরাং এই সুযোগে গৃহস্বামীর সমভিব্যাহারে না যাইয়া থাকিতে পারিলাম না। যাইয়া দেখিলাম তিনি কোন বিষয় একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতেছেন; তিনি সুপুরুষ ও সুবেশী; বয়ক্রম ত্রিংশৎবর্ষের অধিক হয় নাই। তাঁহার সহিত দুই এক কথায় প্রণয় সংঘটন হইলে তাঁহার তাৎকালিক অভাব দূরীকরণার্থ কতিপয় মুদ্রা প্রদান করিতে চাহিলাম। তিনি পরমানন্দে তাহা গ্রহণ করিয়া বিনীতভাবে কহিতে

লাগিলেন, "মহাশয়ের আনুকূল্যে আমার যেরূপ মহদুপকার দর্শিল, তাহা কথায় বলিয়া প্রকাশ করা যায় না; সম্প্রতি আপনার নাম ধাম জ্ঞাত হইয়া থাকা আমার নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে; যে হেতুক যত শীঘ্র পারি, আপনার ঋণ পরিশোধ করিব।" আমি তাঁহার নিকট স্বীয় নাম এবং বর্ত্তমান দুর্ঘটনা নিবন্ধন যে প্রদেশ সপরিবারে বাসার্থে গমন করিতেছিলাম, তাহা পূর্ব্বাপর সমস্ত বলিলে তিনি সহাস্য বদনে কহিলেন, "মহাশয়, আমিও সেইদিক্ দিয়া গৃহে গমন করিব; সুতরাং আপনাদের সহিত একত্র যাওয়া যাইবে, ইহা পরম সুখের বিষয়। সম্প্রতি, বণ্যায় পথ জলময় হওয়াতে অগ্যতা এই পান্থনিবাসে দুইদিন বদ্ধ হইয়া রহিয়াছি; কিন্তু বণ্যার জল বহুদিন স্থায়ী নহে, বোধ করি, কল্যই গতিবিধির সুবিধা হইতে পারিবে। পরে ভোজ্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও যথাস্থানে আনীত হইলে আমরা নব বন্ধুবর বর্চেলকে ভোজনার্থে অনুরোধ করায় তিনি উদারচিত্তে একত্র ভোজনাদি করিলেন। তাঁহার নীতিগর্ভ বাক্প্রসঙ্গে আমরা সকলেই আমোদিত হইতে লাগিলাম; এমন কি তাঁহার স্বরের মাধুর্য্য ও কথার ভঙ্গীতে আমরা এতদূর প্রীত

হইয়াছিলাম, যে তৎকালে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে কোন মতেই বাসনা ছিল না; কিন্তু রজনী অধিক হইয়া উঠিল, বিশেষতঃ আগত দিবসে আমাদিগকে পথশ্রমের ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে বলিয়া অগত্যা তাঁহাকে বিদায় দিয়া বিশ্রাম করিতে গেলাম।

পরদিন প্রভাতে আমরা অশ্বারোহণ পূর্ব্বক যাত্রা করিলাম; আমার পরিজনগণ অগ্রে অগ্রে এবং বর্চেল ও আমি উভয়ে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম। পথ এপর্য্যন্ত শুষ্ক হয় নাই; স্থানে স্থানে বণ্যার স্রোত বহিতেছিল। সুতরাং সুপথ-পরিজ্ঞাত কোন ব্যক্তিকে নেতা স্বরূপে নিযুক্ত করিতে হইল; সেও অশ্বারূঢ় হইয়া অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া গমন করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে বর্চেলের সহিত নানাপ্রকার জ্ঞানগর্ভ তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল; তিনি স্বাভিমত সমর্থন ও বিপক্ষ মত খণ্ডনের নিমিত্ত বিবিধ মতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন; ঋণী বলিয়া কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কুচিত হইলেন না। অপর রাজপথের উভয় পার্শ্বে যে সমুদায় গৃহাদি দৃষ্ট হইতে লাগিল, তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ অট্টালিকার স্বামিগণের নামোল্লেখ করিতে করিতে এক মনোহর হর্ম্ম্যের

প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, “মহাশয়, এই যে অট্টালিকা দেখিতেছেন, ইহা থরনহিল্ নামা এক প্রভূত ধনশালীর গৃহ; কিন্তু এই অতুল ঐশ্বর্য্য তাঁহার স্বোপার্জ্জিত নহে। তাঁহার পিতৃব্য উইলেম্ থরনহিল এই বিষয়ের যথার্থ অধিকারী; ঐ ব্যক্তি তাদৃশ বিষয়াসক্ত নহেন; সুতরাং স্বয়ং যৎসামান্য মাত্রে সন্তুষ্ট থাকিয়া অবশিষ্ট বিপুলবিভব স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের ভোগার্থে রাখিয়াছেন।” আমি উইলেম্ থরন্হিলের নামোল্লেখ শ্রবণ করিয়া হর্ষোৎফুল্লচিত্তে কহিলাম “মহাশয়! যিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ ও করুণার উৎস স্বরূপ বলিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, সেই মহানুভব উইলেম্ থরন্হিল আমার ভূস্বামীর পিতৃব্য! আহা! আমার পরম সৌভাগ্য, পরম সৌভাগ্য! শুনিয়াছি, পরোপকার ধর্ম্ম যে কি পদার্থ, তাহা সেই মহাত্মাই জানিতে পারিয়াছেন।” বর্চেল কহিলেন, “মহাশয়, তাঁহার তরুণাবস্থায় উপচিকীর্ষা বৃত্তির এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছিল, যে তাহা শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তৎকালে দাতব্য বিষয়ে তাঁহার পাত্রাপাত্র বিবেচনা ছিল না; সুতরাং সহস্র সহস্র ব্যক্তি নিয়তই তাঁহার

গৃহে গমনাগমন করিত, এবং স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপাসনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে থাকিত। তিনিও পরদুঃখ মোচনে এতাদৃশ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, যে তন্নিবন্ধন তাঁহার পরিণামদর্শিতা ও ন্যায়পরতার এককালীন বিনাশ হইয়াছিল; এবং লোকে নিজ নিজ কার্য্যোদ্ধার জন্যই যে তাঁহার উপাসনা করিতেছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার অবকাস ছিল না। সুতরাং ক্রমশঃ তাঁহার ভগ্নদশা উপস্থিত হইল; কন্তু তর্জ্জন্য উপচিকীর্ষার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। এক্ষণে ধনদানে লোকের উপকার করিতে না পারিয়া আশ্বাস প্রদান করা তাঁহার প্রধান কার্য্য হইল; যাচকমণ্ডলীও তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া একে একে পরিত্যাগ করিতে লাগিল। সৌভাগ্য সময়ে যাহারা তাঁহার বাক্যের পোষকতা ও কার্য্যের অনুমোদন করিয়াছে, অধুনা তাহারাই তাঁহাকে উন্মাদ ও নির্ব্বোধ বলিয়া ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিতে লাগিল। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার চৈতন্যোদয় হওয়াতে তিনি নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন, যে পূর্ব্বে যাহাদিগকে স্বীয় আশ্রিত বিবেচনা করিয়া সাধ্যানুসারে উপকার করিয়াছিলেন, তাহারা

স্বার্থপর, পরস্বাপহারক, নরাধম; সম্পদে গুণকীর্ত্তন ও বিপদে দোষোদ্ঘোষণ করাই তাহাদের প্রধান কর্ম্ম। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া লোকের কুব্যবহারের প্রতি তাঁহার অতিশয় বিদ্বেষ জন্মিল; তিনি তদবধি মিতব্যয়ী হইয়া নষ্টশ্রীর পুনরুদ্ধার করণাভিপ্রায়ে দেশ-বিদেশ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। পরিণামে তাঁহার অধ্যবসায়ের সমুচিত ফল দর্শিল; যে হেতুক যদিও তাঁহার বয়ক্রম এখনো ত্রিংশৎ-বর্ষের অধিক হয় নাই, এই অল্পকালের মধ্যে এত ধনসম্পত্তি হস্তগত করিয়াছেন, যে তাহা দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।"

আমি বর্চেলের কথায় এতদূর মনোনিবেশ করিয়াছিলাম, যে এতক্ষণ আমার বাহ্যচৈতন্য ছিলনা বলিলেই হয়, সহসা পরিজনগণের হাহাকার শব্দে ত্রস্ত হইয়া দেখি, আমার কনিষ্ঠা কন্যা বেগবতী স্রোতমধ্যে পতিত হইয়া হস্তপাদাদি আলোড়ন করিতেছে। আমি হতজ্ঞান ও অবশেন্দ্রিয় হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম; কিন্তু বর্চেল্ তৎক্ষণাৎ এক লম্ফে জলে পতিত হইয়া দুহিতাকে উদ্ধার করিয়া কুলে আনিলেন। আমরাও যেখানে স্রোতের বেগ তাদৃশ প্রবল নহে, এমন একস্থান দিয়া

নির্ব্বিঘ্নে পার হইলাম। কূলে উঠিয়া আমরা সকলেই বর্চেল্‌কে শত শত সাধুবাদ করিতে লাগিলাম; কিন্তু সোফিয়ার নয়ন কটাক্ষে যাদৃশ কৃতজ্ঞতার স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল, ততদূর কথায় প্রকাশ পাইল না। অনন্তর আমরা সন্নিহিত পান্থশালায় যাইয়া ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ ও কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে পর, বর্চেল্ বিদায় লইয়া দিগন্তরে প্রস্থান করিলেন। আমরা বর্চেলের গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে গ্রামাভিমুখে যাইতে লাগিলাম; প্রণয়িনী কহিলেন, "যদি বর্চেল্ তাদৃশ সৎকুলসম্ভূত ও বিভবশালী হয়েন, তিনি বর্ত্তমান থাকিতে আমার সোফিয়ার পাণিগ্রহণ করিতে আর কেহই পারিবেন না।"

চতুর্থ অধ্যায়।

অতি দীন ব্যক্তিও সুখী হইতে পারে; যে হেতুক মনের সুখই সুখ। অবস্থা বিশেষে ইহার প্রত্যাশা করা মনের ভ্রান্তি মাত্র।

অধুনা আমরা নির্দ্দিষ্ট গ্রামে উপনীত হইলাম এই গ্রাম কৃষকসমূহে পরিপূর্ণ; তাহারা স্ব স্ব ক্ষেত্রকার্য্যে অতিশয় মনোযোগী; এবং সকলেই সরল, মিতাচারী ও মিতব্যয়ী। আমাদের আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মহোল্লাস

সহকারে প্রত্যুদ্গমন করিল, এবং বিশেষ শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদিগকে গ্রহণ করিয়া নিমন্ত্রণ করিল। আমরাও সানন্দচিত্তে তাহাদের সহিত একত্রে আহারাদি করিয়া তাহাদের আনন্দবর্দ্ধন করিলাম।

এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপত্যকায় আমাদের বাসস্থলনির্দ্দিষ্ট হইল। তাহার পুরোভাগে একটী ক্ষুদ্র তটিনী কুল কুল স্বরে প্রবাহিত হইতেছে; এবং পশ্চাদ্ভাগ বিরল বনরাজী দ্বারা সুশোভিত হইয়া আছে; একদিগে সুরম্য শস্যক্ষেত্র, অন্যদিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। আমাদের গৃহের আপাদমস্তক ইষ্টকনির্ম্মিত নহে; ইষ্টকের ভিত্তির শিরোভাগে চাল যোজিত ছিল। তিনটি প্রকোষ্ঠ ও এক প্রশস্থ বারান্দা ছিল; স্থানাভাব প্রযুক্ত ঐ বারান্দা মধ্যেই পাকশালা নির্দ্দিষ্ট হইল। গৃহের অভ্যন্তর চূর্ণকার্য্যে পরিচ্ছন্ন ছিল; আমার কন্যাগণ স্বকৃত চিত্রপটাদি দ্বারা তাহার শোভা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ে আমরা সাধারণ ভজনামন্দিরে সমবেত হইয়া জগদীশ্বরের আরাধনা করিতাম; পরে শিষ্যদিগকে বিদায় দিয়া পিতাপুত্রে ক্ষেত্রকার্য্যে মনোনিবেশ করিতাম। আমার স্ত্রী এই অবকাশে রন্ধনকার্য্যে প্রবর্ত্ত

হইতেন, ও আমরা যথাকালে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পরমসুখে ভোজনাদি করিতাম। ফ্লান্ডারা নামক একজন সুশীল প্রতিবেশী নিয়তই আমাদের গৃহে আগমন করিয়া নানা মনোরঞ্জক কথোপকথনে আমাদিগকে আমোদিত করিতেন। পল্লীমধ্যে এক অন্ধ বাস করিতেন, বেণুবাদনে তাঁহার বিশেষ নিপুণতা ছিল; তাঁহার সহিত প্রণয় হওয়াতে আমাদের সুখের পরিসীমা রহিল না; তিনি বাঁশী বাজাইয়া আমাদিগকে পুলকিত ও বিমোহিত করিতেন। কখন কখন তিনি বেণু বাজাইতে আরম্ভ করিলে ফ্লান্ডারা সেই স্বরসংযোগে তানলয় বিশুদ্ধ গান করিতে থাকিতেন; এইরূপে পরিবারস্থ সকলের আনন্দের ইয়ত্বা ছিল না।

আমাদের দৈন্যদশা ঘটিলে পরিজনদিগকে যে সমস্ত সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম, ও তাহাদিগকে বর্ত্তমান দূরবস্থানুযায়ি ব্যবহার করাইতে যত চেষ্টা করিয়াছিলাম, এ পর্য্যন্ত তাহা কিছুই সফল হয় নাই। রবিবার বিশ্রাম দিবস; অর্থাৎ বিষয়কার্য্যে বিরত হইয়া কেবল ঈশ্বরোপাসনায় যাপন করিতে হয়; ঐ দিন সর্ব্বাগ্রে ভজনাগারে উপনীত হইব বলিয়া পরিজনদিগকে অতি শীঘ্র প্রস্তুত হইতে কহি-

লাম; ভাবিয়াছিলাম, তাহাদের পূর্ব্বতন বিলাসেচ্ছা তিরোহিত হইয়াছে, সুতরাং মনোহর বেশভূষা ও কৃত্রিম অঙ্গসৌষ্ঠবাদির প্রতি অধুনা তাদৃশ আসক্তি নাই। কিন্তু যখন দেখিলাম, আমার স্ত্রী ও কন্যাগণ অতি সুশোভন লম্বমান বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন; কেশ পাশ গন্ধদ্রব্যে সুগন্ধি করিয়াছেন, মুখশ্রীর স্বভাবাতীত ঔজ্বল্য সম্পাদনার্থে কৃত্রিম রঙ্ দিয়া মার্জ্জিত করিয়াছেন; ও শনৈঃ শনৈঃ পদসঞ্চারে আগমন করিতেছেন; তখন আর হাস্য না করিয়া থাকিতে পারিলাম না; বিশেষতঃ আমার স্ত্রীর প্রবীণাবস্থায় এরূপ অপরিণামদর্শিতা দেখিয়া তৎপ্রতি সাতিশয় অবজ্ঞা জন্মিল। তখন মোজেস্‌কে সম্বোধিয়া কহিলাম, "হে পুত্র, অদ্য যানারোহণে ভজনামন্দিরে গমন করিতে হইবে, তুমি শীঘ্র একখানা শকট ভাড়া করিয়া আন। এই কথা শুনিয়া কন্যারা স্তব্ধ ও মোজেস্ নিরুত্তর হইয়া রহিল; ভার্য্যা কহিলেন, "স্বামিন্, এত বিদ্রূপ কেন! আমরা কি পদব্রজে ভজনাগারে গমন করিতে পারি না?" আমি কহিলাম, "প্রিয়ে তুমি ভ্রান্ত হইয়া একথা কহিতেছ; বিবেচনা করিয়া দেখ, এই মহার্হ বেশভূষায় যদি পদব্রজে গমন করা যায়

দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা আমাদিগকে বাতুল জ্ঞানে নানাপ্রকার বিদ্রূপ করিতে থাকিবে; দৈন্যদশাগ্রস্ত হইয়া ধনীর ন্যায় জাঁকজমকে চলিলে সকলকেই হাস্যাস্পদ হইতে হয়। ধনী হইলেই কি অকিঞ্চিৎকর বেশভূষার আড়ম্বর ও অসম্ভব ঘটা প্রকাশ করণার্থে অপব্যয় কর্ত্তব্য? কেহ বা অন্নাভাবে লালায়িত ও বস্ত্রাভাবে বিবস্ত্র; এবং কেহ বা তাহার দূরবস্থায় দৃক্‌পাত না করিয়া স্বয়ং বহুমূল্য বসনভূষণে আবৃত হইয়া নানা উপভোগে কালহরণ করিতেছে; ইহা কি ধর্ম্মতঃ বিরুদ্ধ নহে?”

এই ভৎর্সনা অচিরাৎ সফল হইল; কেন না তাহারা আর কোন কথার উল্লেখ না করিয়া তৎক্ষণাৎ বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিতে গমন করিল। পরদিবস দেখিতে পাইলাম, কুমারীরা লম্বমান পরিধেয় বস্ত্রের অগ্রভাগ কিয়ৎ পরিমাণে কর্ত্তন করিয়া আমার বিল্‌ ও ডিক্‌ নামা দুইটি শিশুপুত্রের নিমিত্তে দুইটী ফতুয়া নির্ম্মিয়া দিতেছে; দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। এবং তদ্দ্বারা পরিধেয় বস্ত্রেরও অপেক্ষাকৃত শোভা বৃদ্ধি হইল।

(ক্রমশঃ)

অবোধ বন্ধু।

মাসিক পত্র।

১ খণ্ড] চৈত্র, ১২৭৩ সাল। [২ সংখ্যা

ধর্ম্মাচার্য্য।

[প্রথম সংখ্যার ৪০ পৃষ্ঠার পর]

পঞ্চম অধ্যায়।

কোন ধনশালী ব্যক্তির সহিত প্রণয় সংঘটন। যাহার ভরসা করিয়া চলা যায়, পরিণামে সেইটিই প্রায় অনর্থমূলক হইয়া উঠে।

গৃহের পশ্চাদ্ভাগে যে উপবন ছিল, সেই রমণীয় স্থানে আমরা সপরিবারে সায়ংসমীরণ সেবন করিতাম। তথা হইতে হরিদ্বার ক্ষেত্র এবং চতুর্দ্দিকস্থ তাল, তমাল, দেবদারু প্রভৃতি তরুগণ নয়ন পথে পতিত হইয়া বোধ হইত, যেন স্বভাবের মনোহর চিত্র সম্মুখে

চিত্রিত রহিয়াছে। এই সুখময় কুঞ্জকাননে আমার দুইটি শিশুপুত্র গ্রন্থাধ্যয়ন করিত; আমার কন্যারাও বীণাযন্ত্র লইয়া সংগীত করিতে থাকিতেন; ও আমরা স্ত্রী পুরুষে সেই মধুর গীতালাপ শ্রবণ করিতে করিতে ইতস্ততঃ পাদচার করিয়া বেড়াইতাম। একদা শরৎ ঋতুর প্রারম্ভে আমরা প্রাগুক্ত স্থানে এই প্রকার আমোদ প্রমোদ করিতেছি, সহসা দেখিতে পাইলাম, অদূরে একটি হরিণ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া যাইতেছে; ঐ জন্তুর তাৎকালিক অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, শিকারীরা ইহার প্রাণবধ করণার্থে অনুসরণ করিয়া থাকিবে। ফলতঃ তাহাই যথার্থ বটে; কেন না ক্ষণ পরেই দেখিতে পাইলাম, কতিপয় অশ্বারোহী বৃহদ্বৃহৎ কুক্কুর সঙ্গে লইয়া সেই পলায়মান মৃগের পশ্চাতে ধাবমান হইয়া যাইতেছেন। এই সমস্ত দেখিয়া আমি গৃহে যাইবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইতেলাগিলাম, কিন্তু শিকার দেখিবার ঔৎসুক্য প্রযুক্তই হউক, অথবা অন্য কোন কারণ বশতই হউক, আমার স্ত্রী ও কন্যাগণ তথা হইতে কোনক্রমেই উঠিলেন না। ইত্যবসরে শিকারীদের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী আর এক অশ্বারোহী নবীন

পুরুষ আমাদিগকে হঠাৎ নয়নগোচর করিয়া অশ্বের রশ্মি সংযত করিলেন; এবং অবরোহণ পূর্ব্বক সহিশের হস্তে ঘোটক সমর্পণ করিয়া ক্রমশঃ আমাদের নিকট উপনীত হইলেন। তাঁহার সহিত পূর্ব্বে কখনো সাক্ষাৎ হয় নাই, ও কস্মিন্‌কালেও প্রণয় ছিল না; তথাপি তিনি আমাদিগকে অপরিচিতের ন্যায় জ্ঞান করিলেন না; প্রত্যুত আমার কন্যাদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাহাদের হস্তে হস্তার্পণ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু অপরিচিতপুরুষের সহিত সহসা এতদূর আত্মীয়তা করা গর্হিত বিবেচনায় তাহারা ঐ ব্যক্তির দুঃসাহসের তিরস্কার করিয়া উঠিল। তিনি তখন লজ্জিত হইয়া আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে কহিলেন, "আমি এই প্রদেশের ভূস্বামী, আমার নাম থরন্‌হিল। ধনের কি আশ্চর্য্য প্রভাব, আমার পরিজনগণ ভূস্বামীর পরিচয় পাইয়া সসঙ্কুচিত চিত্তে তাঁহার সহিত বিশেষ শিষ্টাচার ও বিশ্রম্ভগর্ভ বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। তখনি তাঁহার সহিত এতদূর সৌহার্দ্দ জন্মিল, যে নিকটে বীণাযন্ত্র দেখিয়া তিনি অকুতোভয়ে কন্যাদিগের সঙ্গীত পর্য্যন্ত শুনিতে চাহিলেন। ভূস্বামীর এই উদ্ধত প্রার্থনায় আমার যৎকিঞ্চিৎ

বিরক্তি জন্মিল, আমি ঈষৎ নয়নভঙ্গী দ্বারা কন্যাদিগকে সতর্ক করিয়া দিলাম। কিন্তু আমার প্রণয়িনী ভূস্বামীর সৌহার্দ্দে এতদূর আর্দ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং তাঁহার চিত্তরঞ্জন করিতে এতদূর উৎসুক হইয়াছিলেন, যে দুহিতাদিগকে গান করিতে বারম্বার ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন; সুতরাং আমার নিবারণ চেষ্টা সফল হইল না। থরন্‌হিল্ কুমারীদিগের বীণাবাদন ও গীতশক্তির বিশেষ প্রশংসা করিয়া স্বয়ং বীণা বাজাইয়া গান করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাগরাগিণী ও তানলয় কিছুই বোধ নাই; তথাপি আমার জ্যেষ্ঠা-কন্যা তাঁহাকে যতদূর প্রশংসা করিতে পারেন, ত্রুটি করিলেন না। ফলতঃ শত বৎসরেও যত সখ্যতা বৃদ্ধি না হয়, ক্ষণকাল মধ্যে ইঁহাদের পরস্পরের ততোধিক হইয়া উঠিল। পরিশেষে প্রণয়িনীর নির্ব্বন্ধে ভূস্বামীকে সমভিব্যাহারে লইয়া গৃহে গমন করিতে হইল; তথায় তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমার পরিবারের আনন্দের আর সীমা নাই। তাঁহার মনোরঞ্জন করিবার জন্য কন্যারা নানা কৌতুকাবহ ও প্রমোদজনক প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইলেন; মোজেস্‌ও দুই একটা প্রশ্ন ব্যপদেশে তাঁহার সহিত সদালাপ করিতে

লাগিলেন; কিন্তু থরন্‌হিল্ তাঁহার কোন প্রশ্নেরই উত্তর না দিয়া হাস্য করিয়া উড়াইয়া দিলেন। ভাগ্যবানের হাস্যেরও সামান্য গৌরব নহে। পুত্র হাস্যাস্পদ হইয়াও আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে ভূস্বামী আমাদিগের স্থানে বিদায় প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, "আপনাদের সহিত প্রণয় সংঘটন হওয়াতে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; অদ্যাবধি যখন ইচ্ছা আসিয়া নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে রত হইতে পারিব; এক্ষণে বিদায় হই।" আমরা তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিয়া উদার চিত্তে বিদায় দিলাম।

থরন্‌হিল বিদায় হইয়া গেলে, আমার সহধর্ম্মিণী কহিতে লাগিলেন, "অদ্য দৈবের অনুকূলতা প্রযুক্ত এক ভাগ্যবানের প্রণয়াস্পদ হওয়া গেল; ইহা সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে; যদি এই প্রকারে ধনবানদিগের সহিত আমাদের কুটুম্বিতার সংঘটন হয়, তবে আর কি কিছু প্রার্থয়িতব্য থাকে? স্বামিন্! দেখ দেখি, কত লোকের কন্যাগণ কত বড় বড় মানুষের পরিণীতা হইতেছে; কিন্তু আমিই কি এমনি দুর্ভাগা, যে আমার দুহিতারাই চিরকাল অনূঢ়াবস্থায় দৈন্যদশা

ভোগ করিবে," আমি কহিলাম, "প্রেয়সি! লোকের সৌভাগ্য দর্শনে স্বীয় অবস্থার অপকর্ষ ভাবিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া থাকা, অথবা আক্ষেপ করা নিষ্ফল; দেখ, কেহবা রাত্রি-সঞ্চিত ধনেও বঞ্চিত হইতেছে; অতএব সকলই দৈবের কর্ম্ম।" বনিতা বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "নাথ! আমরা যখনই কোন ভাবী সৌভাগ্যের প্রত্যাশা করিয়া তোমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি, তখনই কি এইরূপে আমাদের সমুদয় আশা ভরসার বিলোপ করিয়া দিতে হয়। সোফিয়ে, ভূস্বামীকে কেমন লোক বিবেচনা কর? সোফিয়া কহিলেন, "মাতঃ! থরন্‌হিলের যেরূপ আচার ব্যবহার দেখিলাম, তদ্দ্বারা তাঁহাকে অতীব সচ্চরিত্র ও পরম সুজন বোধ হইতেছে; বিশেষতঃ তাঁহার বাগ্মীতার বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়।" জ্যেষ্ঠা কন্যা কহিলেন, "সহোদরে! তুমি যত কেন তাঁহার প্রশংসাবাদ কর না, আমি ভূস্বামীকে নির্লজ্জ ও কুজন বলিয়া নিন্দা করিব; বিশেষতঃ তাঁহার বীণাবাদন অতি জঘন্য বলিলেই হয়।" আমি চিরসঞ্চিত অভিজ্ঞতা প্রভাবে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলাম, আমার দুই কন্যা যে দুই প্রকার মত প্রকাশ করিলেন, তাহা

তাঁহাদের মনোগত নহে, বস্তুতঃ ইহাতে ভাববিপর্য্যয় আছে; অর্থাৎ সোফিয়া ভূস্বামীর যথার্থই নিন্দা করিলেন, এবং অলিবিয়ার তৎপ্রতি আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশ ও তাঁহাকে প্রশংসাবাদ করা হইল; এই বিবেচনায় তাঁহাদিগকে সম্বোধিয়া কহিলাম, "হে কন্যাগণ, তোমাদের মধ্যে যিনি যেরূপ ভাবিয়া থাকুন, বস্তুতঃ থরন্‌হিলের প্রশংসোপযুক্ত গুণ আমি কিছুই দেখিলাম না। আমি বুঝিয়াছি, তোমরা সর্ব্বদা তাঁহার সহবাসে থাকিয়া তাঁহার সহিত সমান ভাবে চলিতে বাসনা করিতেছ, এবং তাঁহাকে অকপট প্রণয়ী জ্ঞানে তৎপ্রতি প্রগাঢ় প্রীতি রোপণ করিতে উন্মুখ হইয়া আছ; কিন্তু ভাগ্যবান্‌দিগের মায়া সহজে বোধগম্য হয় না, বিশেষতঃ তোমাদের এখনো দূরদর্শীতা জন্মে নাই। তোমরা কি এমন বিবেচনা কর, যে থরন্‌হিল আমাদিগকে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জ্ঞান করেন না, এবং আমাদের সহিত ক্রীড়া কৌতুক করিতে স্বীয় সম্ভ্রমের লাঘব বোধ করেন না? তবে যে অদ্য এতাদৃশ ঔদার্য্য প্রকাশ করিয়া ক্ষণকাল মধ্যেই ঈদৃশ অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন, অবশ্যই তাহার কোন কারণান্তর আছে। অত-

এব সাবধান, তোমরা থরন্‌হিলের প্রত্যাশা পরিহার কর; এবং স্বসম লোকের সহিত বন্ধুতা করিতে প্রয়াস পাও; তাহা হইলে পরিণামে সুখভোগ করিতে পারিবে।" আমাদের এইরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতেছে, এমন সময়ে ভুস্বামীর প্রেরিত কোন ভৃত্য কিঞ্চিৎ এণমাংস লইয়া গৃহে উপনীত হইল; এবং কহিল, "জমীদার মহাশয় ইহা আপনাদিগকে উপহার প্রদান করিয়াছেন; এবং কহিয়া দিয়াছেন, অল্প দিনের মধ্যে এখানে স্বয়ং আসিয়া আপনাদিগের সহিত ভোজন পানাদি করিবেন।" এই সুযোগে আমার পরিজনগণ যেন একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন; তখন কি বলিয়া ভুস্বামীর গুণসংকীর্ত্তন করিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না; এবং আনন্দ রাখিবারও স্থান প্রাপ্ত হইলেন না। সুতরাং তৎকালে আমাকেনীরব হইয়া রহিতে হইল; কেন না তাহাদের এরূপ মত্ততার সময় আমার উপদেশ গ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা কি, অপিচ যে স্বয়ং বিবেকী হয়, একবার সতর্ক করিয়া দিলে সে জন্মাবচ্ছিন্নে তাহা বিস্মৃত হয় না; কিন্তু যাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা নাই; তাহাকে চিরকাল সতর্ক করিয়া দিলেও কদাচ সাবধান

হইতে পারে না। এই বিবেচনায় তাহাদিগকে ভূয়োভূয়ঃ সাবধান বাক্য প্রয়োগ করা নিষ্প্রয়োজন বোধ করিলাম; একবার যে সতর্ক করিয়া দিয়াছি, তাহার কিরূপ পরিণাম হয়, এখন এইটি দেখিতে উৎসুক হইয়া রহিলাম।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

—০—

পরিবারের আমোদ প্রমোদ।

পূর্ব্বোক্ত প্রকার আমাদের যে কিছু বিবাদ চলিতেছিল, অধুনা তাহা ভঞ্জন করিয়া ভুস্বামীর প্রদত্ত শশমাংস রন্ধন করা বিহিত বোধ হইল। আমার প্রণয়িনী তৎকার্য্যের ভার লইলেন; এবং কন্যারাও তৎপর হইয়া তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলেন। আমি কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে কহিলাম "কান্তে, গৃহে উপাদেয় ভোজ্যদ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা অতিথিসেবা করিতে পারিলে যতদূর প্রীতি জন্মে, ও ভোজনের যতদূর তৃপ্তি হয়, কেবল স্বোদর পরিপূরণে তাদৃশ সুখোদয় হয় না; আহা! এমন সময়ে অতিথি নাই, যে

সঙ্গে লইয়া ভোজনাদি করি। "কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে হঠাৎ আমার সহধর্ম্মিণী সহর্ষে চীৎকার করিয়া উঠিলেন; "অহো আমাদের পরমহিতকারী বন্ধু সেই বর্চেল ওই আগমন করিতেছেন! নাথ! জগদীশ্বর অতিথির সংঘটন করিয়া দিয়া বুঝি অদ্য আমাদের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিলেন।" এই কথা কহিবা মাত্র, বর্চেল্ সহাস্য বদনে আমাদের গৃহে প্রবেশ করিলেন; আমরাও তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া বসিতে সম্বর্দ্ধনা করিলাম।

বর্চেল অতি নিরীহ ও সচ্চরিত্র লোক; তাঁহার সহিত সৌহৃদ্য হওয়াতে আমরা যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। পল্লীস্থ সকলেই তাঁহাকে বিশেষ রূপ জানিতেন এবং কহিতেন "বর্চেল পূর্ব্বে সমৃদ্ধিশালী ছিলেন, কিন্তু যৌবনাবস্থায় অপরিমিত ব্যয়দোষে অধুনা দৈন্যদশা ভোগ করিতেছেন;" সে যাহা হউক, এখন তাঁহার স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্ত হইয়া আসিয়াছিল; তিনি যে সকল কথাবার্ত্তা কহিতেন, তাহার অধিকাংশ পরিপক্ক ও জ্ঞানগর্ভ। ত্রিংশৎবর্ষ বয়ঃক্রম হইলেও তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠতার অভিমান জন্মে নাই; দুগ্ধ-

পোষ্য বালকগণের সহিত ক্রীড়া কৌতুক করিয়া সাতিশয় উল্লাসিত হইতেন। ফলতঃ শিশুগণের চিত্তরঞ্জন করা তাঁহার প্রধান বিনোদন ছিল; গল্প কহিয়াই হউক, গান করিয়াই হউক, অথবা খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করিয়াই হউক, যে কোন প্রকারে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলেই চরিতার্থ হইতেন। এদিকে ভোজ্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইলে গৃহিণী অন্ন ব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করিতে লাগিলেন; আমরাও বন্ধুবর বর্চেল্‌কে লইয়া পরম সুখে ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন করিলাম। কথোপকথন প্রসঙ্গে রজনী অধিক হইয়া উঠিল, সকলেই স্ব স্ব স্থানে বিশ্রাম করিতে গেলেন; কিন্তু শয্যার অসদ্ভাব প্রযুক্ত বর্চেলকে কোথায় শয়ন করাইব, ভাবিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলাম। আমাদের গৃহে যে কয়েকটী শয্যা ছিল, তাহা আপনারাই ব্যবহার করিয়া থাকিতাম; তদ্ব্যতিরিক্ত আর একটীও শয্যান্তর ছিল না, যদি এ বিষয় পূর্ব্বে স্মরণ হইত, তবে বর্চেলের শয়নের অন্য কোন উপায় করা যাইত; অন্ততঃ তাঁহাকে সন্নিহিত পান্থনিবাসে রাখিয়া আসিতাম। কিন্তু এখন তাহার আর সুবিধা নাই; যেহেতুক সকল গৃহেরই দ্বার রুদ্ধ

ও সকলেই সুষুপ্ত হইয়াছে। আমরা এই রূপ শঙ্কটাপন্ন হইয়া নানা প্রকার কল্পনা করিতেছি, সহসা আমার শিশু পুত্রদ্বয় কহিল, "পিতঃ যদি আমরা দিদিদের ও মোজেস দাদার সহিত শয়ন করিতে পাই, কায়মনোবাক্যে কহিতেছি, আমাদের এই শয্যায় বর্চ্চেল আসিয়া শয়ন করুন।" শিশুদের এরূপ সদ্বিবেচনা দেখিয়া তাহাদিগকে ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলাম; এবং তদ্দণ্ডেই বর্চ্চেলের শয়নশয্যা নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম।

পরদিন প্রভাতে ধান্যচ্ছেদনার্থে সপরিবারে ক্ষেত্রে গমন করা গেল; বর্চ্চেলও আমাদের সমভিব্যাহারী হইলেন। ক্ষেত্রকার্য্যে তাঁহার পরিশ্রম ও কার্য্যদক্ষতা প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে সোফিয়ার সাহায্য করিতে গিয়া পরস্পরে কি যে নিগূঢ় কথোপকথন করিতে লাগিলেন বলিতে পারি না। এক এক বার সন্দেহ হইতে লাগিল তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছে, আবার বিবেচনা করিতে লাগিলাম, কনিষ্ঠা কন্যা অতি চতুরা ও সুবুদ্ধি, সুতরাং বর্চ্চেলের সদৃশ দীন ব্যক্তির ভার্য্যা হইতে তিনি কখনই বাসনা করিবেন না। ক্ষেত্রকার্য্য সম্পন্ন হইলে পূর্ব্বরাত্রির ন্যায়

বর্চ্চেলের সহিত একত্রে ভোজন ও আমোদ প্রমোদ করণাভিপ্রায়ে তাঁহাকে বিস্তর অনুরোধ করা গেল; কিন্তু তিনি কোন প্রতিবেশীর বালকের নিমিত্ত একটী বাঁশী আনিয়া ছিলেন, তাহা দিতে যাইবেন বলিয়া অগত্যা আমাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলেন না। পরন্তু ঐ ব্যক্তি বিদায় লইয়া গেলে, তাঁহার প্রসঙ্গে নানা কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল; আমি কহিলাম, "যৌবনাবস্থায় অপরিমিতব্যয়ী ও উন্মার্গগামী হইলে পরিণামে যেরূপ প্রতিফল পাইতে হয়, বর্চ্চেল তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ; আহা! যিনি এক সময়ে অতুল ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর হইয়া লক্ষ লক্ষ লোকের অন্নকষ্ট নিরাকরণ করিয়াছিলেন; যাঁহার প্রসাদে কত শত ব্যক্তি ভাগ্যবান্ হইয়া গিয়াছে; যাঁহার যশোরাশি এক সময়ে সমস্ত জনপদে বিস্তৃত হইয়াছিল; অধুনা সেই ব্যক্তিকে ভিক্ষাব্রত অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইতেছে। অপিচ তাঁহার স্বভাব নির্ম্মল হইলেও তাহা নিস্তেজ বলিয়া নিন্দা করিতে হয়; যেহেতু বর্ত্তমান দুরবস্থায় কষ্টস্বীকার করা ও পরের দাতব্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকা, তাঁহার এক প্রকার অভ্যাস হওয়াতে স্বোপা-

র্জ্জিত ধনে স্বাধীন হইয়া চলিবার কিছুই চেষ্টা নাই। সোফিয়া কহিলেন, "পিতঃ এ সকলই প্রকৃত বটে; কিন্তু বর্চেলের পূর্ব্বতন অদূরদর্শিতা অধুনা দীনাবস্থায় পরিগত হইয়া যৎপরোনাস্তি দণ্ডিত করিয়াছে; এখন তাঁহাকে ভর্ৎসনা করা শবশস্ত্রাঘাতের তুল্য"। আমার দ্বিতীয় পুত্র মোজেস এই কথার অনুমোদন পূর্ব্বক সোফিয়াকে সম্বোধিয়া কহিলেন, "সহোদরে যথার্থ কহিয়াছ; বিবেচনা করিয়া দেখ, এক সময়ে যে বর্চ্চেলের সহিত রাজবিশেষব্যক্তিরাও সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, এখন সেই ব্যক্তি স্বীয় কর্ম্মদোষে গৃহে গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন; ইহা কি সামান্য শাস্তি, এ অবস্থায় তাঁহাকে ভর্ৎসনা করা এক প্রকার নির্দ্দয়ের কার্য্য সন্দেহ নাই। সেযাহাহউক, বর্চ্চেলের অধুনাতন অবস্থাকে পিতা যেরূপ দূরবস্থা বলিয়া ভাবিতেছেন, বোধ হয়, বর্চ্চেল স্বয়ং সেরূপ ভাবেন না; প্রত্যুত তাঁহার সদানন্দ ভাব, প্রফুল্ল বদন, নির্ভীকতা, একাগ্রতা ও কার্য্যদক্ষতা অবলোকন করিয়া তাঁহাকে অতি সুখীই বিবেচনা হয়। অদ্য ক্ষেত্রকার্য্য করিতে করিতে তোমার সহিত কেমন সহাস্য আস্যে

কথাবার্ত্তা কহিতে ছিলেন! তদ্দ্বারা কি তাঁহার মনোগত স্ফূর্ত্তির প্রকাশ পায় নাই?" কন্যা ভ্রাতার বচনে লজ্জায় অধোমুখী হইয়া রহিলেন; কিছুই প্রত্যুত্তর করিতে পারিলেন না। তাঁহার এই আকস্মিক সলজ্জ ভাব দেখিয়া আমার পূর্ব্বসন্দেহ আরো প্রবল হইয়া উঠিলেও তৎকালে কোন কথাই কহিলাম না।

পর দিবস আমাদিগের গৃহে ভূস্বামীর আসিবার কথা থাকাতে আমার সহধর্ম্মিণী হরিণ মাংসের পলান্ন প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এ দিগে আমিও শিশুদিগকে পড়াইতে লাগিলাম। তৎকালে আমার কন্যাগণের কার্য্যতৎপরতা দেখিয়া বোধ হইল তাহারা নিজ জননীর সাহায্যার্থেই ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছে; কিন্তু ডিক্ আসিয়া আমার কাণেং কহিল, তাহারা অঙ্গরাগের রং প্রস্তুত করিতেছে, ইহা শুনিয়া আমি আর নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলাম না। কার্য্যান্তর ব্যপদেশে চুল্লিকার সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রকারান্তে রং-পরিপূর্ণ-ভাণ্ড উল্টিয়া ফেলিয়া দিলাম; তাহারা সময়াভাবে আর তাহা পুনর্ব্বার প্রস্তুত করিতে পারিল না; এবং দৈবাৎ পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া আমাকেও দোষী করিতে পারিল না।

সপ্তম অধ্যায়।

থরনহিলের আগমন ও নানা প্রকার হাস্য কৌতুক।

রজনী প্রভাত হইলে আমার স্ত্রী ও কন্যাগণ মনোহর বেশ ভূষা করিয়া থরন্‌হিলের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ভূস্বামীর প্রণয়াস্পদ হইয়াছেন ভাবিয়া তাঁহাদিগের গর্ব্বের পরিসীমা ছিল না; সুতরাং দীনাবস্থানুযায়ি ব্যবহার করিতেও ইদানীং লজ্জা বোধ করিতেছিলেন। সকলে বসিয়া জমীদারের চিত্ত রঞ্জন করিবার নানা প্রকার কল্পনা করিতেছেন, ইত্যবসরে থরন্‌হিল দুইজন নর্ম্মসচীব ও কতিপয় ভৃত্যের সহিত গৃহপ্রবেশ করিলেন। আমরা তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া লোকাচারসিদ্ধ শিষ্টালাপ করিতে লাগিলাম। এস্থলে বক্তব্য, যদিও আমরা ভূস্বামীর যথাসাধ্য সম্মান রাখিলাম বটে, তথাপি কোন সন্দেহ প্রযুক্ত আমাদের চিত্তের তাদৃশ সচ্ছন্দতা জন্মিল না। যেহেতুক গত কল্য বর্চ্চেল প্রকারান্তে কহিয়াছিলেন, ভূস্বামী উইল্‌মট্‌ নাম্নী প্রার্থিত পুরোহিত-কন্যার পাণিগ্রহণের চেষ্টায় আছেন, সুতরাং আমার পরিজনগণের ইহাতে যে ঈর্ষা জন্মিবেক তাহার সন্দেহ কি, যাহা হউক,

অচিরেই এই সন্দেহ নিরাকৃত হইল; কথা প্রসঙ্গে দৈবাৎ কোন ব্যক্তি কুমারী উইল্‌মটের রূপলাবণ্যের প্রশংসা করাতে থরন্‌হিল ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "যদি উইল্‌মট সুন্দরী বলিয়া অবিহিত হয়, তবে পৃথিবীতে কুরূপিণী বলিয়া কে আর নিন্দিত হইবে? বস্তুতঃ তৎপ্রতি আমার এতদূর বিদ্বেষ, যে বিকটাকৃতি রাক্ষসীকে দেখিলে যত ভয় ও ঘৃণা জন্মিয়া থাকে, উইল্‌মট স্বপ্নগোচর হইলেও আমার ততোধিক ভয় ও ঘৃণা জন্মে। লোকে প্রেতিনীকে বিবাহ করুক সেও মঙ্গল, তবু যেন তাহার পাণিগ্রহণ করে না।" এই কথা কহিয়া তিনি হাস্য করিলে আমরা সকলেই হিহি করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। ফলতঃ আমাদের যে কিছু সন্দেহ জন্মিয়াছিল, তাহা একেবারে নিরাকৃত হইল। ভোজনের সময় উপস্থিত হইলে আমার প্রণয়িনী পরিবেশনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন; ইত্যবসরে ভূস্বামী কহিলেন, "আমার সহিত অনেক ভৃত্য আসিয়াছে, তাহাদিগকে সন্নিহিত পান্থশালায় প্রেরণ করা যাউক, যেহেতু, এখানে তাদৃশ আয়োজন হয় নাই।" প্রণয়িনী কহিলেন, "মহাশয়, তাহা কখনই হইবে না; আপনকার সমভিব্যাহারি কোন ব্যক্তিই অন্যত্র ভোজন করিতে

পারিব না। দরিদ্র অথচ সুশীল ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিকে কন্যা সম্প্রদান করি, তাহাও সহস্র গুণে ভাল; তথাপি ভূস্বামীর সদৃশ ধনাঢ্য অথচ বিধর্ম্মীকে জামাতা করিয়া নির্ম্মল কুল কলুষিত করিতে পারিব না। থরন্‌হিল ধর্ম্মের প্রতিকূলে যাহা ইচ্ছা তাহাই কহিয়া থাকেন; অতএব যাহার মন এরূপ অশুদ্ধ ও অসংযত সে কার্য্যেও বিধর্ম্মাচরণের অনুষ্ঠান করিতে পারে সন্দেহ কি? "ইহা শুনিয়া মোজেস কহিল," পিতঃ ক্ষান্ত হউন্; মনুষ্যের মনের গতি দেখিয়া তাহাকে বিধর্ম্মী বলা যুক্তিবিরুদ্ধ, মনোমধ্যে অনবরতই সদসচ্চিন্তার উদয় হইয়া থাকে, তাহা কি কখন ধরিয়া রাখিতে পারা যায়? আমি কহিলাম, "পুত্র! বিবেচনা করিয়া দেখ, মনুষ্য জাতির কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা আছে, অতএব তাহা সত্বে যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিপথগামী হইবার চেষ্টা করে, সে কি ইচ্ছাধীন পাপী বলিয়া নিন্দা ও ঘৃণাস্পদ হয় না? বিশেষতঃ মনের পাপই পাপ; কার্য্যে পাপাচরণ করা তাহার আদর্শ মাত্র। প্রণয়িনী কহিলেন "নাথ! আপনি যাহা কহিতেছেন প্রকৃত বটে, কিন্তু আমি এমন ঘটনাও অনেক দেখিয়াছি, যে যাঁহারা পূর্ব্বে

করা গেল; বর্চ্চেলও নানা আমোদজনক কথোপকথনে ভোজন সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। আমরা সুশীতল সুচ্ছায় প্রদেশে বসিয়া কত আনন্দই অনুভব করিতেছিলাম! মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহিতেছে, পরস্পর অদূরবর্ত্তী দুইটী তরুশাখায় বসিয়া দুইটি কোকিল কুহু কুহু রব করিতেছে, এবং সকল শব্দই শ্রুতি সুখকর বোধ হইতেছে। এমন সময়ে সোফিয়া কহিলেন, "আহা! এখন নায়ক-নায়িকা-ঘটিত নির্ম্মল প্রেম-বিষয়িণী গীতি কেমন মধুর বোধ হয়! বর্চ্চেলও তদ্বাক্যের পোষকতা করিয়া স্বয়ং তানলয় বিশুদ্ধ মনোহর সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন।

সঙ্গীত

এস ওহে উপত্যকাবাসি যোগীবর!
সঙ্গে লয়ে চল পথ দেখায়ে আমায়,
যথায় আলোক ওই জ্বলে মনোহর,
আতিথ্য লইতে আমি যাইব তথায়।

অরণ্যের নাহি শেষ যত দূর যাই,
লুটায়ে পড়িছে দেহ আর নাহি চলে,
অন্ধকারে পথ ভুলে ঘুরিয়া বেড়াই,
শরণ লিলেম তব চরণ কমলে।

যোগী কন ওরে বাছা যেওনা হোথায়,
ও নহে আলোক, আলোকের রূপ ধোরে,
ফিরিতেছে মায়া ছায়া ছলিয়া তোমায়,
ভুলায়ে আঁধারে লয়ে ফেলিবে বেঘোরে।

নিকটে আমার গৃহ, চল লয়ে যাই,
সদা আছে মুক্তদ্বার অতিথির তরে,
আয়োজন যদিও এমন কিছু নাই,
যতনে তাহাই দিয়ে সেবি সমাদরে।

এই রজনীতে বাছা সেই নিকেতনে,
যেমন সম্বল মম আছে বিদ্যমান,
তাহা তুমি পরিগ্রহ করি তুষ্ট মনে,
নিদ্রা যাবে তৃণ তল্পে হইয়া শয়ান।

নির্ভয়ে পর্ব্বত মূলে চরে পশুগণ,
তুচ্ছ উদরের তরে তাদের না মারি,
ফল মূল মাত্রে করি জীবন ধারণ,
প্রস্রবণ-জল পানে পিপাসা নিবারি।

চল পান্থ, বৃথা চিন্তা কর পরিহার ;
জীবিকার জন্যে যাহা প্রয়োজন করে,
অল্পে তুষ্ট হলে, নাই অভাব তাহার ;
মানুষের তাও হেথা ক দিনের তরে ?

যোগীর সে সুধাময় কোমল বচনে,
জুড়াইল পথিকের শ্রবণ কুহর ;
পাছু পাছু যান তিনি বিনম্র বদনে,
নিজ গৃহ প্রতি যোগী হন অগ্রসর।

গহনের মাজে সাজে কুটীর তাঁহার,
লোক কোলাহল থেকে হয় স্বতন্তর ;
শ্রান্ত পান্থ, নিকটস্থ দুস্থ অনাহার,
যে যায়, আশ্রয় পায় তাহার ভিতর।

সেই গৃহে পান্থে লয়ে বসায়ে আদরে,
আলো করিলেন যোগী জ্বালি হুতাশন,
ফল মূল সমুখে সাজায়ে থরে থরে,
করিয়া দিলেন সব সেবা-আয়োজন।

কভু কাছে বসি স্নেহে ধরি তাঁর কর,
হাসি হাসি অনুরোধ করেন খাইতে !
কভু বা কহেন কত কথা মনোহর,
সময় কাটাতে সুখে তাঁহার সহিতে।

কিন্তু, কিছুতেই সেই পথিকের মন,
প্রবোধ না মানে, দুঃখ উঠে উথলিয়া ;
ক্রমে ক্রমে অশ্রু জলে ভাসিল নয়ন ;
হেরিয়া যোগীর প্রাণ যায় বিদরিয়া।

বল পান্থ, কি দুখে নয়নে বহে নীর ?
বন্ধুর বিরূপ ভাবে ব্যথা কি পেয়েছ ?
কেহ কি দিয়েছে কোরে হর্ম্ম্যের বাহির ?
কিম্বা প্রেয়সীর প্রেমে বঞ্চিত হয়েছ ?

ওরে বাছা সম্পদের সুখ তুচ্ছ অতি,
ক্ষণে প্রাদুর্ভূত হয়, লুপ্ত হয় ক্ষণে,
তাহে মজি মত্ত রয় যেই মূঢ়মতি,
তা হতে অসার আর নাহিক ভুবনে।

বন্ধুতা কেবল যাহা নাম মাত্র সার,
গাহিয়া কুহক মন্ত্র কেড়ে লয় মন,
সম্পদের পাছু পাছু ফেরে অনিবার,
ধন গেলে আর তার নাহি দরশন।

প্রেম প্রেম কোরে সারা হয় কত জন,
কোথা প্রেম? সে কি আর আছে পৃথিবীতে?
নারীর তামাসা-তলে পড়েছে এখন,
অকপট প্রেমিকের মনে ব্যথা দিতে।

কি লজ্জার কথা! যুবা ত্যজ মনোদুখ,
প্রেমের প্রসঙ্গ মুখে এনোনাক আর,
দেখো মা জনমে কভু রমণীর মুখ,
মনের সুখেতে কাল কাটিবে তোমার।

যেই মাত্র এই কথা কহিলা সন্ন্যাসী,
লজ্জায় পান্থের মুখ-কান্তি বদলিল,
আবির্ভূত হইল নূতন রূপরাশি,
অরুণ কিরণ যেন আকাশে শোভিল।

লাজুক নয়ন আর পীন পয়োধর,
হেরে যোগী সহসা উঠেন চমকিয়া,
ছদ্মবেশী পান্থ ত্যেজি কপট অম্বর,
দাঁড়ালেন মনোরমা ভামিনী হইয়া।

আহা! ক্ষমা কর প্রভো দাসীর দুর্ণয়;
এই পাপীয়সী তব পুণ্য তপোবন,
পরশিয়া, করিয়াছে দূষিত নিশ্চয়,
কিসে হবে দুখিনীর পাপ বিমোচন।

প্রেমের বিষম দায়ে দিশা হারাইয়া,
দিবানিশি ভ্রমি, ক্ষুধা, তৃষা, নিদ্রা নাই,
মনে করি সুখে থাকি চিন্তা তেয়াগিয়া,
কিন্তু সদা জ্বলে মন, জুড়াতে না পাই।

বিপুল-বিভবশালী জনক আমার,
টাইন নদীর কূলে তাঁর বাসস্থল,
এ অধিনী এক মাত্র অপত্য তাঁহার,
এক মাত্র উত্তরাধিকারিণী কেবল।

ধনলোভ-লোলুপ হইয়া কত জন,
বিবাহ করিতে মোরে আসে আর যায়;
মম রূপ মাধুরীর করিয়া কীর্ত্তন,
ভালবাসা দেখাইত সবাই আমায়।

ক্ষণে ক্ষণে কত ধনী আসি ধুম ধামে,
চটকে ভুলায়ে নিতে চাহিত আমারে,
তন্মধ্যে ছিলেন যুবা এডুইন নামে,
শুনিনি প্রেমের কথা কহিতে তাঁহারে।

সাদা মাটা সামান্য বসন পরিধান,
ধন-বল জন-বল কিছুই ছিল না,
সম্পদের মধ্যে ছিল বুদ্ধি আর জ্ঞান,
তাহাই যথেষ্ট মম পুরাতে কামনা।

বেড়াইয়ে গিরিতলে আমার সহিতে,
যখন প্রেমের গাথা করিতেন গান,
গুঞ্জিতো নিকুঞ্জ সব স্বর-লহরীতে,
সৌরভে পুরিয়া বায়ু হতো বহমান।

উষার প্রফুল্ল ফুল, নিশার নীহার,
তাঁহার মনের ন্যায় নহে নিরমল,
তাঁহার প্রফুল্ল প্রেম যেমন উদার ;
হায় রে আমার প্রেম তেমনি চঞ্চল ।

কতই চাতুরী করি, করি কত ছল,
ঢাকিতে মনের ভাব নানা ভেক ধরি,
যখন জ্বলিছে হৃদে তাঁর প্রেমানল,
তখনো তাঁহার দুখে সুখে দম্ভ করি ।

হেরে মম ভাব ভঙ্গি হইয়া উদাস,
চলিয়া গেলেন তিনি, ফেলিয়া আমায় ;
গর্ব্বিণী এ অভাগিনী করি উপবাস,
এবে তাঁরে বনে বনে খুঁজিয়া বেড়ায় ।

বোধ হয় প্রিয়তম উদাসীন হয়ে,
নিবিড় অরণ্যে গিয়ে তেজেছেন প্রাণ,
কি ফল, আমার আর বৃথা বেঁচে রয়ে,
গিয়ে সেথা তাঁর তরে দেহ করি দান ।

নির্জ্জনে মরিব এই কালা মুখ ঢেকে,
এডুইন মরেছেন মম প্রেম দায়,
আমিও ত্যজিব তনু তাঁরে ধ্যানে দেখে,
পরত্রে অনন্ত সুখে রব দুজনায় ।

"না, না" বোলে যোগী সেই নব ললনায়,
প্রেমভরে যাপটিয়ে ধরিলেন বুকে,
চমকিয়ে চান বামা ধমকিতে তাঁয়,
যোগী নিজে এডুইন হাসেন সমুখে ।

হের প্রিয়ে এঞ্জেলিনা ! নয়ন মেলিয়া,
প্রেমাধীন জনে কোপ কর কি কারণ,
এই সেই এডুইন, যাহার লাগিয়া,
বন মাঝে মরিবারে কোরে ছিলে পণ ।

এস দোঁহে মিলাইয়ে হৃদয়ে হৃদয়ে,
আজি হতে হয়ে থাকি অভিন্ন আকার,
ভর দিয়ে অকৈতব বিশুদ্ধ প্রণয়ে,
যাবৎ জীবন দিব সুখেতে সাঁতার ।

এই সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে সোফিয়া বিমুগ্ধ প্রায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন ; এবং তদ্গতচিত্তে প্রশংসা করিতে করিতে অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে বর্চ্চেলের প্রতি কটাক্ষ করিতে লাগিলেন । আমরা এইরূপে সুখানুভব করিতেছি, সহসা অদূরে একটা বন্দুকের শব্দ শুনিয়া সকলে চমকিত হইয়া উঠিলাম । সেই বজ্রোপম কঠোর শব্দে আমার পরিজনগণের হৃৎকম্প হইতে লাগিল, এবং সোফিয়া বিপরীত আতঙ্ক প্রযুক্ত বর্চ্চেলের উৎসঙ্গদেশে আড়ষ্ট হইয়া রহিলেন । অনন্তর আমরা সচকিত নেত্রে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম, একজন শিকারী একটী মৃত পিক্‌পক্ষী হস্তে করিয়া আমাদের অভিমুখে আগমন করিতেছেন । আহা ! আমাদের ভোজন সময়ে

যে দুইটী কোকিল মধুর তানে পঞ্চম স্বরে গান করিয়া মনোরঞ্জন করিতেছিল, ঐব্যক্তি তাহাদের অন্যতরের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন। শিকারী পুরুষ ভূস্বামী থরন্‌হিলের কুল-পুরোহিত; তিনি উপনীত হইয়া বিনীতভাবে কহিলেন, "আপনারা যে এত নিকটবর্ত্তী স্থানে ছিলেন, আমি পূর্ব্বে তাহা জানিতে পারি নাই; এখানে শিকার করিয়া আপনাদিগকে উদ্বেজিত করিয়াছি; প্রসন্ন হইয়া আমার এই অজ্ঞান-কৃত অপরাধ মার্জ্জনা করুন"। এই বলিয়া তিনি মৃত পিকপক্ষীটী সোফিয়াকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিতে চাহিলেন; দুহিতা প্রথমতঃ অস্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু তখনি জননীর ইঙ্গিত বুঝিয়া অগত্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। তখন প্রণয়িনী গর্ব্বিত হইয়া আমার কাণে কাণে কহিলেন, "স্বামিন্, অলিবিয়া যেমন ভূস্বামীর চিত্তহরণ করিয়াছেন, তেমনি সোফিয়াও তদীয় কুল-পুরোহিতের প্রণয়াস্পদীভূতা হইয়াছেন"। কিন্তু এ কথায় আমার সম্যক্ প্রত্যয় জন্মিল না; প্রত্যুত, বর্চ্চেলের সহিত যে তাঁহার অকপট প্রণয় জন্মিয়াছে, লক্ষণ পরম্পরা দ্বারা ইহাই অনুভূত হইতে লাগিল।

পরন্তু ঐ আগন্তুক কহিলেন, "আমি ভূস্বামির কোন দৌত্যকার্য্য সম্পাদনার্থে এখানে প্রেরিত হইয়াছি; সে দৌত্যকার্য্য এই; থরন্‌হিলের একান্ত বাসনা, যে অদ্য রাত্রে আপনাদের গৃহের সম্মুখবর্ত্তি স্থানে যুবতীদিগের সহিত নৃত্য করেন; তজ্জন্য তিনি বেণু বীণা প্রভৃতি যন্ত্র সকল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, ও মহামহোৎসবের আয়োজন করিয়াছেন। আমি এই দৌত্যকার্য্যের পারিতোষিক আর কিছুই চাহি না, কেবল সোফিয়ার সহিত একত্রে নৃত্য করিতে পাইলেই যথেষ্ট পুরস্কার বোধ করি"। কনিষ্ঠা কন্যা কহিলেন, "যদি বিশুদ্ধ বন্ধুতা নিবন্ধন আপনি এরূপ বাসনা করিয়া থাকেন, এবিষয়ে আমার আপত্তি কি? কিন্তু আপনিই বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই বর্চ্চেলের সহিত প্রায় প্রতিদিন একত্রে ক্ষেত্রকার্য্য করিয়া থাকি; ইনিও আমার যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ত্রুটি করেন না; অতএব ইঁহার সহিত নৃত্য করা উচিত হইতেছেনা"। পুরোহিত নীরব হইয়া রহিলে বর্চ্চেল কহিলেন, "সোফিয়ে! তোমার কথাতেই সম্যক্ প্রকারে চরিতার্থ হইলাম; এখন কায়মনোবাক্যে কহিতেছি, তুমি পুরোহিতের প্রার্থনানুরূপ কার্য্য কর। কোন দূরবর্ত্তি প্রদেশে আমার অদ্য রাত্রে নিমন্ত্রণ

আছে, তথায় অবশ্যই গমন করিতে হইবে।" "তখন সোফিয়াকে অগত্যা তাহাই স্বীকার করিতে হইল। সে যাহা হউক, ভাগ্যবান্ সত্ত্বে কন্যা যে বর্চ্চেলের প্রেমে এরূপ আর্দ্র হইয়াছিলেন, ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না; হয়ত ইহার কোন নিগূঢ় কারণ থাকিবেক। বস্তুতঃ স্ত্রীজাতির এমন ক্ষমতা আছে, যে তাহারা কে কেমন পুরুষ, দেখিলেই জানিতে পারে; অতএব সোফিয়াও কোন সুলক্ষণ দেখিয়া বর্চ্চেলের প্রতি প্রেমাসক্তা হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।"

(ক্রমশঃ)

সময়ের সদ্ব্যবহার।

সময় রূপ অমূল্যধনকে কিরূপে ব্যবহার করিতে হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা অত্যন্ত কর্ত্তব্য। সময়ই যখন আমাদের ধন সম্পত্তি, সময়ের উপর যখন আমাদের সমুদয় আশা ভরসা, তখন সেই সময়কে অপব্যয় করা কখনই শ্রেয়স্কর নহে। যিনি সময়ের ব্যবহার না জানেন, তিনি অতি দুঃখী, যিনি সময়ের ব্যবহার জানেন, তিনি অতি সুখী। শৈশবাবধি সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে না পারিলে পরিণামে

যে দুঃখভোগ করিতে হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। আমরা অনেক সময় বৃথা হাস্য পরিহাসে ও মিথ্যা গল্পে নষ্ট করিয়া ফেলি, কিন্তু সুবিখ্যাত কয়েক জন বিদেশীয় ব্যক্তি সময়ের কিরূপ সমাদর করিতেন, এক্ষণে তদ্বিষয়ের আলোচনা করা যাউক।

ইংলণ্ডনিবাসী লর্ডব্রগহেম এক জন অত্যন্ত পরিশ্রমী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আহার নিদ্রা প্রভৃতি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মে সময়ের অতি অল্পভাগই ক্ষেপণ করিতেন। রাত্রি দুই প্রহর না হইলে আপনার গ্রন্থালোচনা পরিত্যাগ করিয়া শয়নার্থে গমন করিতেন না। এবং রাত্রি চারিটার সময় গাত্রোত্থান করিয়া পুনর্ব্বার শাস্ত্রচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইতেন।

ডাক্তর কটন মেথর সময়ের অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করিতেন। এক তিলার্দ্ধ কালও বৃথা নষ্ট না হয়, এই আসয়ে তাঁহার পঠ-গৃহের দ্বারদেশে সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।—"শীঘ্র সারিয়া-লও।"

হিডিলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত আরসাইন্ মহোদয় পাঠাভ্যাসকালীন মিথ্যাগল্পকারী ও সময়হন্তাদিগকে নিকটে আ-

সিতে দিতেন না, এবং তন্নিবারণার্থে তাঁহার গ্রন্থালয়ের সম্মুখে এই কয়েক পঁক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।—"বন্ধুবর যদ্যপি আপনার এস্থলে বিশেষ কোন প্রয়োজন থাকে তাহা শীঘ্র শীঘ্র সমাপন করুন, নচেৎ অবিলম্বে চলিয়া যান।"

সুবিজ্ঞ এস্‌কেলিজারের গৃহদ্বারে এইটী লেখা থাকিত।—"সময়ই আমার ধন সম্পত্তি।"

কবিশ্রেষ্ঠ সেক্‌স্‌পিয়ার অনুরাগ সহকারে বলিয়াছিলেন—"মনে কর সময় কত মহামূল্য ধন, অতএব তাহাকে বৃথা গল্‌পে নষ্ট করা হইবেক না।"

লর্ড বায়রণ বলিতেন "বন্ধুবর্গই আমাদের যথার্থ সময়াপহারক।"

সময়ের যথার্থ সদ্ব্যবহারী ফ্রাঙ্‌কিলিন্ মহোদয় বলিয়া গিয়াছেন—"মৃত্যুর পর যত খুসি, নিদ্রা যাইও।"

বাণিজ্যবিজ্ঞান।

অতি পূর্ব্বতন কালে অধ্যবসায় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী দুরবস্থার পুত্র পরিশ্রম বহু যত্নে

সহকারে আপনার পরিবার প্রতিপালন করিতেন! তাঁহাদিগের সংসারে অনেক গুলি লোক ছিল, এবং অত্যল্প বয়সেই সংসারের সমস্ত ভার পরিশ্রমের স্কন্ধে পতিত হইয়াছিল। সুতরাং পরিবারস্থ সকল ব্যক্তির ভরণ পোষণার্থে তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি কায়ক্লেশ করিতে হইত। তিনি কখন আলস্য পরতন্ত্র হইয়া শ্রম করিতে কাতর হইতেন না, এবং সদা সর্ব্বক্ষণ একান্ত মনে কর্ম্মক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকিতেন। "শ্রম করিলে অভাব নাই" এইটী চির প্রসিদ্ধ বাক্য, কিন্তু তাহা পরিশ্রমের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি যে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতেন, তাহাতে এক প্রকার সাংসারিক প্রয়োজনীয় কার্য্যকলাপ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারিত, কিন্তু তাহার অধিকাংশ পারিবারিক কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তিগণের অনাবশ্যক কর্ম্মে বৃথা ব্যয়িত হওয়াতে সর্ব্বদা অর্থের অপ্রতুল হইয়া উঠিত। সুতরাং সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত হইত না। পরন্তু এই সাংসারিক অস্বচ্ছন্দতার উপর দেশের কুরীতি নিবন্ধন পরিশ্রমকে অতি অল্প বয়সেই পিতা মাতার অনুরোধে বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হইতে হইয়াছিল।

দারিদ্র্য নামে সেই দেশে এক ব্যক্তি বাস করিতেন, তাঁহার শান্তি নাম্নী একটী পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। সেই কন্যার সহিত পরিশ্রমের পরিণয় সংঘটন হয়। শান্তি অত্যন্ত ধীরা ও সুশীলা ছিলেন। এজন্য শৈশবাবস্থা হইতে অনেকে তাঁহাকে সাহসিকা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ক্রমে তাহাদিগের উভয়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রেম সমবর্দ্ধিত হওয়াতে তাহারা এক প্রকার সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। পরিশ্রম সময়ে সময়ে অপর্য্যাপ্ত কার্য্যকলাপে ব্যাপৃত হইলে, তাঁহার সহধর্ম্মিণী সাহসিকা তাঁহাকে সহায়তা করিতেন। এইটী তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সুবিধা ঘটিয়া ছিল এবং তাহাতে তিনি আপনাকে পরম সুখী জ্ঞান করিতেন।

কিছু দিন পরে তাঁহাদিগের অনেক গুলি সন্তান সন্ততী জন্মিল। আশা, ভরসা, বিজ্ঞতা, সন্তোষ, আত্মগৌরব প্রভৃতি সন্তান-সন্ততি গুলি প্রথমে জন্ম গ্রহণ করে। তাহারা পিতা মাতার ন্যায় পরিশ্রমী, কর্ম্মঠ, বলিষ্ঠ এবং হৃষ্টপুষ্ট হইল। তাহাদিগের চরিত্র প্রশংসার যোগ্য। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের আর যে কয়েকটী অপত্য ছিল, তাহারা সকলেই অকর্ম্মণ্য, নিলর্জ্জ এবং অতিশয় ক্ষীণকায়। আলস্য, মূর্খতা, নিরুদ্যম,

নিরুৎসাহ, দীর্ঘসূত্রতা, নিরানন্দ এবং অপরিমিতাচার প্রভৃতি পিতা মাতাকে কষ্ট দিবার জন্যই যেন অবনিমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পিতা এই সকল অসৎ-সন্তানের চরিত্র দর্শনে অত্যন্ত সশঙ্কিত ছিলেন। তাহারা সময়ে সময়ে বিষম কলহ করিয়া সংসারের নানা প্রকার অনিষ্টোৎপাদন করিতে লাগিল। তিনি তাহাদিগের চরিত্র সংশোধনার্থে কখন কখন প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহার প্রণয়িনী স্নেহান্ধ হইয়া, স্বামির হস্তধারণ পূর্ব্বক নিবৃত্ত করিতেন, সুতরাং তাহাদের চরিত্র সোধনের আর উপায়ান্তর ছিল না। ক্রমে ক্রমে তাহারা এরূপ দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল যে তাহাদিগকে লইয়া সংসার করা দুসাধ্য। কিন্তু তাহাতে পরিশ্রম কিছু মাত্র অসন্তুষ্ট না হইয়া পরম সুখে মনের আনন্দে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকার সহকারে বৃহৎপরিবার প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে যদিও এক এক কুপুত্রের ব্যবহারে উত্যক্ত হইতেন, তথাপি অন্যান্য অপত্যগণের মুখাবলোকন করিয়া সন্তোষ লাভ করিতেন। যখন মূর্খতা আপনার স্বভাবদোষে সংসারকে বিপদগ্রস্থ করিবার চেষ্টা পাইত, বিজ্ঞতা আসিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে সংসারকে উন্মুক্ত করিত। যখন নিরানন্দ

ও অপরিমিতাচার আপনাদের স্বভাব-সিদ্ধ কার্য্য দ্বারা পিতাকে দুঃখার্ণবে নিমগ্ন করিতে উদ্যত হইত, তখন তাঁহার সৎপুত্র সন্তোষ আসিয়া পিতার মনে সুখ-সঞ্চার করিয়া দিতেন; এবং তদ্দর্শনে তাহার অনুজ সাহস পিতার সম্মুখে আসিয়া বসিত। এইরূপে পরিশ্রম ও তাঁহার গৃহিণী শান্তি সংসারের নানা প্রকার সুখ দুঃখ ভোগ করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে একে একে পুত্র কন্যাগণের বিবাহ দিলেন। কন্যারা উদ্বাহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াই শ্বশুরালয়ে গমন করিলেন। অনন্তর পুত্রগণ অর্থোপার্জ্জনার্থে আপন আপন ভার্য্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া দিগ্‌দিগান্তরে চলিয়া গেলেন। এক্ষণে গৃহ শূন্য প্রায় হইল। কেবল সেই প্রবীণ দম্পতি শূন্য গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু দিন গত হইলে তাঁহাদিগের পার[illegible]হায় ঈশ্বর প্রসাদাৎ এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। সেই নব প্রসূত তনয়ের সৌন্দর্য্য দর্শনে দেশস্থ লোক মাত্রেই প্রসংশা করিতে লাগিলেন। কুমারের দিন দিন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি দেখিয়া পিতা মাতার মনে আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। এই সর্ব্বশেষ জাত পুত্রের নাম বাণিজ্য রাখিলেন।

বাণিজ্য পিতা মাতার মহদ্‌গুণ নিচয়ের অধিকারী হইয়াছিলেন। পিতার ন্যায় পরিশ্রমী ও কার্য্যদক্ষ এবং মাতার ন্যায় ধৈর্য্যশীল ও কর্ম্মসহিষ্ণু। তিনি সময়ে সময়ে অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া পিতার সহিত তাঁহার সাহায্যার্থে ক্ষেত্রকার্য্যে গমন করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার কর্ষণাদিকার্য্যে এক দণ্ডও মনঃসংযোগ হইত না। যেরূপে স্বদেশে ও বিদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারা যায়, যেরূপে আপনার নাম সর্ব্বদেশ প্রদেশে ও সর্ব্বজাতির মধ্যে ব্যাপ্ত হয়। সেইরূপ কার্য্য করিতেই বাণিজ্যের একান্ত বাসনা জন্মিল; এবং তিনি সেই মহান্-মনোরথ সম্পাদনার্থে অত্যুদ্যম সহকারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি স্বদেশোৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রী সকল দেশ দেশান্তরে লইয়া যাইতেন এবং তথাকার নূতন নূতন বস্তু সকল স্বদেশে আনয়ন পূর্ব্বক বিক্রয় করিতেন। এইরূপ পদ্ধতি প্রচলিত হওয়াতে ইহা সংসারের যে কি পর্য্যন্ত উপকার সাধন হইতে লাগিল, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। বাণিজ্য এইরূপে আপনার মহৎ মহৎ কার্য্য দ্বারা সর্ব্ব-প্রদেশে ও সকল ব্যক্তির নিকট পরিচিত হইলেন। সকলেই তাঁহাকে অতি সমাদরের সহিত

আহ্বান করিতে লাগিল, এবং তাঁহার সুখ্যাতির আর সীমা রহিল না। বাণিজ্যের মহৎ মহৎ গুণের বিষয় সকল প্রদেশেই অচিরাৎ প্রচারিত হওয়াতে সাহিত্য, জ্যোতিষ, ভূগোল, খগোল, গণিত, ইতিহাস প্রভৃতি নানা দেশীয় ধনী ব্যক্তিগণ আপন আপন অবিবাহিত দুহিতা তাঁহাকে সম্প্রদান করিতে ব্যগ্র হইলেন। পরিশেষে অধ্যয়ন ও গবেষণার পরম স্নেহাস্পদ রূপসী কন্যা বিজ্ঞান-সুন্দরীর সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ নির্দ্ধার্য্য হইল। বিজ্ঞানসুন্দরী সামান্য স্ত্রীলোক নহেন। তিনি যেমন গুণবতী তেমনি বুদ্ধিমতী ও অতি উদার স্বভাবাপন্না ছিলেন। তাঁহার মনের ভাব তাঁহার স্বামির মনোভাবের সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল, সুতরাং উভয়ে মিলিয়া জন সমাজের অশেষবিধ উপকার সাধন করিতে লাগিলেন। সেই উপকার আমরা অদ্যাবধি উপলব্ধি করিতেছি। বাণিজ্য ও বিজ্ঞান দ্বারা পৃথিবীর যে মহোন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা কে না মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবে?

অবোধ-বন্ধু।

মাসিক পত্র।

১ খণ্ড] বৈশাখ, ১২৭৪ সাল। [৩ সংখ্যা

পিপীলিকা।

এই ক্ষুদ্র জীব অতি সামান্য কীট এবং সর্ব্বদা আমাদের নেত্রপথে পতিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের কার্য্য প্রণালী অভিনিবেশ পূর্ব্বক দর্শন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাহাদের পরস্পর বিবাদ শূন্য সহবাস, কার্য্য-দক্ষতা, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি অবলোকনে আমোদ জন্মে।

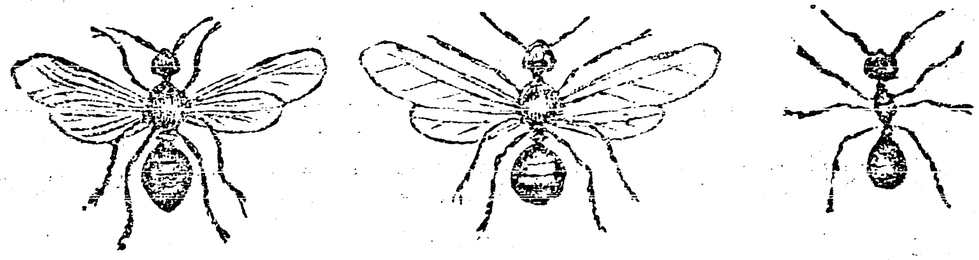

পুং স্ত্রী নপুংসক

পিপীলিকা তিন প্রকার, পুং, স্ত্রী, এবং নপুংসক। তন্মধ্যে যাহারা নপুংসক তাহাদিগের উপর সমাজের সমুদায় কার্য্যের ভার অর্পিত হয়। জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ, গৃহনির্ম্মাণ, সন্তান সন্ততী প্রতিপালন, বিপক্ষ দমনাদি নানা প্রকার অতি প্রয়োজনীয় কার্য্যে তাহারা সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে; এজন্য তাহাদিগকে পরিশ্রমী ও কর্ম্মজিবী পিপীলিকা কহে। এই ক্ষুদ্র জীবগণের পালখ নাই। তাহারা স্থানান্তরে গমনকালীন কেবল একমাত্র পদের সাহায্যে অতি কষ্টে সেই স্থানে উপস্থিত হয়। স্ত্রী ও পুংজাতির পক্ষ আছে, সুতরাং তাহারা অনায়াসে যথা ইচ্ছা উড়িয়া যাইতে পারে।

পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় আমরা তিন প্রকার পিপালিকার চিত্র মুদ্রিত করিলাম। পাঠক, পাঠীকাগণ তদ্দর্শনে অনায়াসে তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রভেদ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

পুং ও স্ত্রীজাতির সহিত নপুংসকগণের শুদ্ধ পালখের প্রভেদ নহে, চক্ষুরও অনেক বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। পুং ও স্ত্রীগণের অন্যান্য জীবের ন্যায় দুইটি সামান্য চক্ষু আছে এবং তদ্ব্যতীত তাহাদের অনেক গুলি সংযুক্ত চক্ষু আছে। অনুবিক্ষণ যন্ত্র দ্বারা

সপ্রমাণ হইয়াছে যে শেষোক্ত চক্ষু অসংখ্য অসংখ্য ষট্‌কোণাকৃতি খণ্ডে বিভক্ত এবং তাহাদিগকে চক্ষুর ন্যায় কোন দিকে ঘুরান যায় না। এই সকল খণ্ড শত সহস্র চক্ষু স্বরূপ। যখন যে কোন পদার্থ উক্ত যে কোন খণ্ডে প্রতিভাত হয়, তখন সেই খণ্ডে তাহার দর্শন ক্রিয়া সমাধা হয়। বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে করুণাময় বিধাতা এই ক্ষুদ্র প্রাণীকে সুখী করিবার জন্য এরূপ সহস্র সহস্র চক্ষুর অধিকারী করিয়া দিয়াছেন। কর্ম্মজীবী পিপালিকাগণের সামান্য অসংযুক্ত চক্ষু নাই; ইহাতে বোধ হয় যে এরূপ চক্ষু কেবল দূরস্থ বস্তু দর্শনোপযোগী। অন্য দুই প্রকার পিপালিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহারা একেবারে দর্শনেন্দ্রিয় শূন্য; ইহার এক জাতি দক্ষিণ আমেরিকাস্থ গাএনা প্রদেশের অরণ্য মধ্যে অবস্থিতি করে; সুতরাং তাহাদের বিষয় অত্যল্পই জানা গিয়াছে। অপর জাতি ফ্রান্সদেশে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা দিবসে নিভৃত অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে লুকাইয়া থাকে, এবং রাত্রিকালে নিশাচরের ন্যায় সর্ব্বস্থানে যাতায়াত করে। তাহাদের চক্ষুর কোন প্রয়োজন নাই, সুতরাং তাহারা চক্ষু বিহীন।

পিপালিকাগণের ঘ্রাণেন্দ্রিয় অতিশয় তীক্ষ্ণ। তাহারা শাপদদিগের ন্যায় ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা আহার অন্বেষণ করিয়া থাকে, এবং শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যাইতে সমর্থ হয়। একটী পিপালিকা অপর পিপালিকার পদধূলীর ঘ্রাণ গ্রহণান্তর তাহার অনুসরণ করে। এইরূপ আঘ্রাণে সকলে এক সারি বাঁধিয়া যায়। যদ্যপি তাহাদের পথের কোন স্থানে অঙ্গুলির অগ্রভাগ টানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সেই ঘ্রাণ বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং তাহারা তৎক্ষণাৎ শ্রেণিভঙ্গ হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় কখন কখন তাহারা পূর্ব্ববৎ সারিবদ্ধ হইতে না পারিয়া বিশৃঙ্খল ভাবে নিজ নিজ বাসায় প্রত্যাগমন করে।

তাহাদের বলও সামান্য নহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব মাত্রেই আপনাদের শরীরাপেক্ষা গুরুতর দ্রব্য বহন অথবা অসমান বলীর সহিত যুদ্ধ করিতে শঙ্কা করে, কিন্তু ইহারা সেই সকল দুঃসাহসিক কার্য্যে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। একটী ক্ষুদ্র পিপালিকা বৃহৎ বৃহৎ অন্নকণা মুখে করিয়া অনায়াসে গমন করে। ইহা কি সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয়, যে শরীরাপেক্ষা দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ গুণ বড় বস্তু বহনে তাহারা কিছুমাত্র কাতর হয় না। কারবি নামে এক

ব্যক্তি বলেন তাঁহার ঘরে একটি বৃহদাকার কীট ছিল। তাহার কলেবর একটী ক্ষুদ্র পিপীলিকা অপেক্ষা অর্দ্ধশত গুণ বড় হইবে। কিন্তু তথাপি একটী ক্ষুদ্র পিপালিকা অকুতোভয়ে তাহার এক পদ আক্রমণ করিয়া ছিল, এবং তাহা এরূপ ভাবে কামড়িয়া রহিল যে অবশেষে আহারাভাবে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিল, তথাচ তাহার পদ ছাড়িল না। তিনি আরো বলেন একদা দুই তিনটী পিপালিকা একটী ক্ষুদ্র জীবিত সর্পকে টানিয়া লইয়া যাইতে ছিল। সর্পটী লেখনীর ন্যায় সূক্ষ্মাকার হইবে। আমরা অনেক সময় লেখনীর ন্যায় মোটা ও জীবিত কেঁচোর গায়ে পিপীলিকা আক্রমণ করিতে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। তাহাও বড় সামান্য ব্যাপার নহে। পিপালিকাগণ যখন তাহার গাত্র কামড়িয়া ধরে, এবং মধ্যে মধ্যে তাহাকে বিলক্ষণ দংশন করে, তখন সে অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বল প্রকাশ করিতে থাকে, এবং এক একবার তাহাদের উপর ঘুরিয়া পড়ে। তাহার চাপে পিপালিকার মৃত্যু হয় না, প্রত্যুত ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেয়, এবং পিপালিকাগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বলের সহিত তাহাকে দংশন করিতে থাকে।

ইহাদের অধ্যবসায়ও অতি চমৎকার।

দক্ষিণ আমেরিকাস্থ পারগয়ে নামক স্থানের জলা ভূমিতে যে সকল কৃষ্ণবর্ণ পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা আগমণ্ডা বা শ্রীমণ্ডার ন্যায় মৃত্তিকা নির্ম্মিত এক প্রকার আবাসগৃহ প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে বাস করে। উহা উর্দ্ধে প্রায় দুই হস্ত পরিমিত হইবে। একটী গৃহের অনতিদূরে তাহারা আর একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। যখন জলপ্লাবনে সেই সকল স্থান প্লাবিত হইয়া যায়, এবং তাহাদের নিজ নিজ গৃহে বাস করা সুকঠিন হইয়া উঠে, তখন তাহারা এক কাষ্ঠখণ্ড অথবা পল্লবাংশ মাত্র অবলম্বন করিয়া তাহার উপর সকলে মণ্ডলাকারে সমবেত হয়। সেই মণ্ডলের ব্যাস প্রায় এক ফুট এবং তাহার স্থূলতা প্রায় চারি অঙ্গুলি হইবে। যত দিন পর্য্যন্ত না সেই স্থানের জল শুষ্ক হইয়া যায়, ততদিন তাহারা উক্ত ভাবে জলোপরি ভাসমান থাকে। এবং জল শুষ্ক হইলে পুনর্ব্বার তাহাদের বাসস্থানে প্রত্যাগমন করে।

হিউবার নামে এক জন প্রাণীতজ্ঞ বর্ণনা করিয়াছেন যে পিপীলিকাগণ মধুমক্ষিকার ন্যায় স্ব স্ব মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারে।

---

* দুর্গাদি পূজার নৈবেদ্যের অগ্রভাগে যে সন্দেশ থাকে।

ইহারা অভাবে আক্রান্ত, পরিশ্রমে কাতর অথবা বিপদগ্রস্ত হইলে কেবল শুণ্ড দ্বারা আপনাদিগের মধ্যে তৎসমুদায় ভাব প্রকাশ করিয়া নিজ নিজ দুঃখ মোচন করে। তিনি আর এক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন যে, যে সকল কীট সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে, তাহাদের সকলেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাষা আছে। ইহা কি সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটগণের মধ্যেও ভাষা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন্ ব্যক্তি না তৎসমুদয় আলোচনা করিয়া বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইবেন?

ডাক্তর ফ্রাঙ্কলিন সাহেবও পরীক্ষা করিয়া এ বিষয় অনুমোদন করিয়াছেন। তিনি বলেন, একদা আমি গৃহ মধ্যে একটী পাত্রে গুড় রাখিয়াছিলাম; কিছুক্ষণ পরে দেখি, ঐ পাত্রে অসংখ্য অসংখ্য পিপীলিকা আসিয়া গুড় খাইতেছে। ইহা দেখিবা মাত্র আমি উহাদিগকে তাড়াইয়া ঐ পাত্র এক শিকার উপর তুলিয়া রাখিলাম; দৈবাৎ ঐ পাত্রে একটী পিপীলিকা রহিয়া গিয়াছিল। সে আপনার উদরপূরণ করিয়া বরাবর প্রাচীর দিয়া বাসায় আসিয়া আপনার সঙ্গি সকলকে সংবাদ দিল, এবং সকলে মিলিয়া গুড় ভক্ষণ করিতে লাগিল। পরে তাহারা বাসায় চলিয়া গেলে, আর এক

দল তথায় আসিয়া তাহা খাইতে আরম্ভ করিল। যতক্ষণ ঐ পাত্রে গুড় ছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহারা উক্তরূপে ভক্ষণ করিতে বিরত হয় নাই।

পিপীলিকাগণ একবার যে পথ নির্ণয় করিয়া চলে, সহজে তাহা পরিত্যাগ করে না। এক জন ভদ্র ব্যক্তির বাগান-বাটীর এক ঘরে কতকগুলি মিষ্ঠ সামগ্রী ছিল। পিপীলিকারা তাহা অনুসন্ধান পাইয়া পালে পালে সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক তাহা ভক্ষণ করিতে লাগিল। অপর দুইটী ঘরের ভিতর দিয়া তাহাদিগকে তৎস্থানে উপনীত হইতে হইত এবং সময়ে সময়ে সেই সকল ঘর পরিমার্জ্জিত হইলে তাহাদের আগমনের অনেক ব্যাঘাৎ জন্মিত, তত্রাচ তাহারা তাহাতে কিছুমাত্র উত্যক্ত না হইয়া সেই একমাত্র পথাবলম্বন দ্বারা যত দিন পর্য্যন্ত না উক্ত মিষ্টান্ন নিঃশেষিত করিতে পারিয়াছিল, তত দিন সেই স্থানে সমভাবে যাতায়ত করিত—অণুমাত্রও বিচলিত হয় নাই।

স্মরণ শক্তি।—হিউবার বলেন একটী পিপীলিকা অপর একটী পিপীলিকার সহিত বহু দিবস পরে দেখা হইলে তাহাকে চিনিতে পারে। ইহার পরীক্ষার্থে তিনি বহু সংখ্যক স্বজ্য পিপীলিকা ধরিয়া এক কাচ পাত্রে রাখিয়া

ছিলেন। পরে অনেক গুলিকে একত্রে রাখিবার অসুবিধা প্রযুক্ত তন্মধ্য হইতে কতকগুলিকে বাহির করিয়া দিলেন। উহারা নিষ্কৃতি পাইয়া সন্নিকটবর্ত্তী এক বাগানে আবাস নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করিতে লাগিল। প্রায় চারিমাস অতীত হইলে পর তিনি সেই পিপীলিকা-পূর্ণ-কাচপাত্র উদ্যানে লইয়াগিয়া পূর্ব্বোক্ত পিপীলিকাগণের বাসার বিংশতি হস্ত দূর অন্তরে রাখিয়া দিলেন। প্রথমতঃ, একটী পিপীলিকা আসিয়া পাত্রস্থ পিপীলিকাগণের সহিত শুণ্ডের দ্বারা আলাপ পরিচয় করিল। অনন্তর তাহাদিগের একটীকে সঙ্গে করিয়া নিজ বাসায় লইয়া গেল। অবশেষে পালে পালে পিপীলিকা আসিয়া অন্যান্য সকলকে সঙ্গে করিয়া বাসায় লইয়া যাইতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যে পাত্র শূন্য হইয়া পড়িল।

পরের দুঃখে দুঃখী ও পরের সুখে সুখী।—ইহার দুইটী দৃষ্টান্ত এস্থলে প্রকটিত হইল। সুবিখ্যাত প্রাণীবেত্তা লেট্রীলি একদা একটী পিপীলিকার শুণ্ড ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন। অপর একটী পিপীলিকা তৎস্থানে উপনীত হইয়া তাহাকে যন্ত্রণায় অধীর দেখিয়া স্নেহ সহকারে সেবা সুশ্রূষা করিতে প্রবৃত্ত হইল। এবং নিজ মুখ নিঃসৃত পিযুজ বিন্দু সেই ক্ষত

রক্ষা করে, তখন তিনিও বেড়া দিতে শিক্ষা করিলেন। আমাদের আদিম আবাস গৃহ আস্ত একটী বাঁশ ঝোড়; আমাদের নিশ্চয় প্রতীতি, বাঁশ ঝোড় দেখিয়াই আমরা গৃহ প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছি।

বৃক্ষ হইতে গৃহ নির্ম্মাণ প্রণালী শিক্ষার বিষয়ে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। "গথিক" খিলান এবং স্তম্ভ, পথপার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষাগ্র সম্মিলনের অনুকরণ মাত্র। বট বৃক্ষের "ব" অনেকেই দেখিয়াছেন; এক একটী ডাল হইতে ৬। ৭টী করিয়া ব নামে এবং কালক্রমে ঐ সকল মৃত্তিকায় বদ্ধমূল হইয়া যায়, স্তম্ভ সম্পন্ন গৃহের ছাদ উহার কেমন সুন্দর অনুকরণ! কববিয়ারবার (Cub beer-bur) নামক বৃক্ষে ৩৫০ প্রধান শাখা ও ৩০০০ প্রশাখা ছিল। উহার ছায়ায় ৭০০০ হাজার লোক স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম করিতে পারিত। মিলটন ঐ বৃক্ষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন:—

" * * * * Spreads her arms,
Branching so broad and long, that in the ground
The bending twigs take root, and daughters grow
About the mother tree : *a pillared shade,*
High over arched, with echoing walks between."
Milton.

আম্র বৃক্ষ নরম মাটীর উপর জন্মিয়া থাকে; উহার মূল অনেকেই দেখিয়াছেন। এই বৃক্ষের চতুর্দ্দিক-বিস্তারিত মূলগুলি বক্রভাবে মৃত্তিকার উপর দৃঢ় সংলগ্ন—যেন মৃত্তিকাকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া থাকে এই সকল মূল খিলান স্বরূপ; বৃক্ষের গুঁড়ি এই খিলানের উপর সংস্থাপিত। এই সকল শিকড় হইতে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিকড় লম্বভাবে বহির্গত হইয়াছে; সে গুলিও মাতৃ-স্বভাব-বশতঃ বক্র ভাবাপন্ন। স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিবার এমন সুন্দর আদর্শ আর কোথাও নাই।

দীর্ঘ, সরল, ভার-সহিষ্ণু, ঘাত-সিহষ্ণু স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে হইলে, নিম্ন ভাগে অধিক পরিমাণে "মসল্লা" দিতে হয় এবং স্তম্ভটী শুণ্ডাকৃতি করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। ভার, আঘাত, নির্ম্মাণোপাদান, আঘাতের স্বভাব ও তাহার বিশেষ-দিকে সঞ্চালনের প্রবৃত্তি, এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া শুণ্ডাকৃতির তারতম্য হইয়া থাকে। কিন্তু তারতম্য করা সহজ কথা নহে। স্বভাবে ইহার অতি সুন্দর আদর্শ আছে। শুপারি, তাল, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষ ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ।

তালবৃন্ত আতপত্রের আদর্শে নির্ম্মিত হইয়াছে। ভবভূতি উত্তর রামচরিতে বর্ণনা করিয়াছেন, বনবাসাবস্থায় রামচন্দ্র জানকীকে আতপ তাপে ক্লান্ত দেখিয়া তাঁহার মস্তকে তালবৃন্ত ধারণ করিয়া রৌদ্র হইতে রক্ষা করিয়াছেন। যথা—

"সীতা। অলং দাব এ দিনা; পেকখামি দাব অজ্জউত্তহল্য ধরিদ তাল বেণ্টাদবত্তং অত্তণো দকখিণারণ্নপ্পবেশা রন্তং।"

আমাদের বোধ হয়, আদিম কালে রৌদ্রোত্তাপে ক্লান্ত হইলে লোকে ঐরূপ করিত। তৎপরে যখন দেখা গেল, বৃন্ত ধারণে সুবিধা হয় না, তখন মধ্যস্থলে বৃন্ত স্থাপনের যত্ন করা হইল। ক্রমে ক্রমে তালের ছাতি—তৎপরে কাপড়ের ছাতির সৃষ্টি। কাপড়ের ছাতির লোহার ডাঁটগুলি সম্ভবতঃ তালপত্র আদর্শ হইতে গৃহীত।

শুষ্ক পত্র কয়েক দিন পরেই যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। উহার তাৎকালিক অবস্থা ঠিক জালের মত। জাল কি ঐ আদর্শে নির্ম্মিত হইয়াছে?

লূতা জাল প্রস্তুত করিয়া মক্ষিকা অবস্থান করে। কিন্তু সে জানে না যে, "রাক্ষসের উপরেও খোক্কস" আছে। ভেনাস্ ফ্লাই ট্রাপ নামক বৃক্ষ পতঙ্গ ধরিয়া আহার করে। এই বৃক্ষ স্প্রিংট্রাপের অত্যুৎকৃষ্ট আদর্শ। বৃক্ষ পত্রের কতকগুলিতে এক সারি বড় বড় কাঁটা আছে; এবং এই পত্রগুলির গুণ এই, যে, ইহাদের উভয় প্রান্ত দৃঢ় সংশ্লিষ্ট হইতে পারে। ইহার উপরে কোনো কীট পতঙ্গ পতিত হইলে, ইহার পত্র অমনি যোড়া লাগে—কীটাদির আর পলাইবার যো থাকে না। পত্রের প্রত্যেক শিরাতে তিনটী করিয়া কাঁটা আছে; উহাতে স্বল্পমাত্র স্পর্শ করিলে পত্রের দুই প্রান্ত দৃঢ় সম্মিলিত হয়, ধৃত কীট পলাইতে পারে না—সে যতই অঙ্গ সঞ্চালন করে, ততই পত্র দৃঢ়তর সংশ্লিষ্ট হয়; এবং ইন্দুর মারিবার লোহার কলে যেরূপ ইন্দুর পলাইতে না পারিয়া প্রাণ ত্যাগ করে, ধৃত দুর্ভাগ্য প্রাণীর দশাও তদ্রূপ হয়। এই বৃক্ষের পত্রের দুই প্রান্তের মধ্যস্থলে কব্জার মত পদার্থ আছে।

উত্তর আমেরিকায় ডগস্বেন নামক এক প্রকার পুষ্প আছে; উহাতে কোনো মক্ষিকা উপবেশন করিলে, তাহার মৃত্যু হয়। প্রস্ফুটিত পুষ্পের মকরন্দ-গন্ধে মক্ষিকা ব্যাকুল হইয়া তদুপরি উপবেশন

তখন উহাদিগের উদ্যম ভঙ্গ করিতে পারে না। কোন সময়ে এক ব্যক্তি নিষ্ঠুরতায় একটি পিপীলিকার মধ্যদেশ চ্ছেদন করিয়া দিয়াছিল, ঐ পিপীলিকা সে অবস্থাতেও দশটি শাবক কুটিরাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া প্রাণত্যাগ করে।

ইহাদিগের আরং কার্য্যও জানিবার উপযোগী। শাবকগুলিকে সতত পরিষ্কার রাখিতে হয়, এজন্য উহারা নিয়ত আপনাদের জিহ্বা ও চুয়ালি তাহাদের শরীরোপরি এমনি সঞ্চালন করে যে তদ্দ্বারা তাহারা সম্পূর্ণ শ্বেত বর্ণ হইয়া উঠে। এই কাচখণ্ড সদৃশ খণ্ডগুলি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে উহারা তাহাদিগকে রেশমী গুটিকা দ্বারা আবৃত করে এবং তাহারা তখন জাল-বদ্ধগুটিক নামে খ্যাত হয়। এসময়ে এক আহার ব্যতীত উহাদিগের তৎসম্বন্ধে পূর্ব্ববৎ সকল প্রকারেই যত্ন করিতে হয়। উহারা ঐ গুলিকে প্রতিপ্রাতে কুটিরের উপরিভাগে এবং প্রতি সন্ধ্যায় কুটিরাভ্যন্তরে লইয়া যায়। শাবক গুলিকে রেশমী গুটিকা হইতে নির্গত করাও উহাদেরই কার্য্য। উহারা কিরূপে জানিতে পায় বলা যায় না, যখনি জানে যে উহার মধ্যে পিপীলিকাগুলি পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত বাহির হইতে পারিতেছে না, তখনি উহাদের তিন চারিটি গুটিকার উপরে আরোহণ করে

এবং যেখানে অন্তর্গত পিপীলিকার মস্তক সেইখানে একটি ছিদ্র করিয়া দেয়। উহারা প্রথমতঃ সেই স্থানটিকে পাতলা করিবার জন্য কয়েক গাছি সূত্র উঠাইয়া ফেলে, পরে অল্প অল্প ছিদ্র হইলে সতর্কতার সহিত আস্তে আস্তে ঐ সূত্রগুলি একটি একটি করিয়া কাটিয়া দেয় এবং অন্তর্ব্বর্ত্তি-পিপীলিকা সকল বাহির হইয়া আইসে।

এই অবস্থাতেও ঐ সকল পিপীলিকার এক প্রকার আচ্ছাদন থাকে। প্রতিপালক পিপীলিকা উহাদিগের গাত্র হইতে উক্ত আচ্ছাদন যত্নপূর্ব্বক উন্মোচন করে। এবং তাহাদের পালক দেখা দিলে উহারা তাহা সুচারুরূপে উঠাইয়া দেয়। ইহাতেই যে তাহাদের পরিশ্রমের শেষ হইল এমন নহে। তাহারা বহু দিন সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া উহাদিগকে আবাসস্থলের পথ ও ঘুরণী সকল নির্ম্মাণ করিতে শিক্ষায়, সযত্নে প্রতিপালন করে এবং স্ত্রী পুং পিপীলিকার পক্ষপুট বিস্তার এরূপ যত্নের সহিত করিয়া দেয় যে অতিভঙ্গুর হইলেও তাহার একটুও ক্ষতি হয় না। যদি তাহারা নিজে এ কর্ম্মসম্পন্ন করিয়া না দিত তবে চিরদিন সেই পক্ষপুট তদবস্থাতেই অবস্থান করিত। প্রথম যে দিন শাবক গুলি উড্ডীন হয়

উহারা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর লতায়-আরোহণ করে, আপনাদের নিকটে রাখিবার নিমিত্ত যত্ন পায়, স্নেহ দর্শায় এবং পরিশেষে শেষ-আহার দিয়া অতি দুঃখে প্রতিনিবৃত্ত হয়। শাবক গুলি এককালীন অদর্শন হইলে উহারা যেন, যাহাদের এতকরিয়া প্রতিপালন করিলাম, আর তাহাদের দেখিতে পাইব না, এই দুঃখে দুঃখী হইয়াই সেইস্থানে অধিকক্ষণ অবস্থান করে। জীব রাজ্যে পিপীলিকাগণের সহিত তুলনা দিবার সমযোগ্য একটি প্রাণীও নাই।

একজন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ইহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে পিপীলিকার কি হইল। আমরা ইহার এই উত্তর করিতে চাই যে তাহারা তাহাদের উচিত কার্য্যই করিয়াছে; কারণ তাহাদের মাতৃস্থান অন্যকর্ত্তৃক অধিকৃত হইবে ইহা সুমহৎ জ্ঞানবিকাশি শৃঙ্খলার ফল। বস্তুতঃ ইহাতে তাহাদের স্নেহের কিছুমাত্র খর্ব্বতা প্রকাশ পায় না। একটি উপনিবেশ সংস্থাপিত হইলে উপনিবেশিদিগকে স্ত্রী পুং এবং শ্রমিক পিপীলিকা যোগান তাহারদিগের কার্য্য। ইহাও আবার তিন ঋতুতে করিতে হয়। এইতো মাতৃক পিপীলিকার কর্ত্তব্য এবং সে কর্ত্তব্য সে রিতিমত সম্পাদন করে। ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে তাহার যাহা কর্ত্তব্য

তাহা সম্পাদন করিতে তাহার একটুও গৌণ হয় না। যেরূপ বর্ণিত হইল এখন সে তাদৃশ কার্য্যে ব্যাপৃত, কিন্তু আবাসস্থল যখন প্রথম প্রস্তুত হয়, তখন মাতার যত দূর করিতে হয় তাহা সে সকলি করিয়াছে। শাবক প্রতিপালনের ভার অন্যকে অর্পণ করিয়া স্বয়ং উপনিবেশী বৃদ্ধিতে সে তখনি নিযুক্ত হইয়াছে যখন তাদৃশ কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য শ্রমিক পিপীলিকার সংখ্যা সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

স্ত্রীজাতি পিপীলিকার অনুরাগব্যঞ্জক আর একটি বিষয় না লিখিয়া থাকিতে পারা গেলনা। একটি স্ত্রী পিপীলিকা যখন জালবৎ গুটিকা হইতে নির্গত হয়, তখন তাহার দুই দুইটি করিয়া চারিটি পালক থাকে। তন্মধ্যে দুইটি তাহার শরীরাপেক্ষাও বড়, সে এই দুইটি পালক সঙ্কুচিত করিতে করিতে ফেলিয়া দেয় এবং অবশেষে তাহার স্বকীয় কার্য্য ডিম্ব প্রসবে এককালীন নিযুক্ত হয়।

পিপীলিকাগণ তাহাদিগের বাসস্থল দৃঢ়তর বৃক্ষস্কন্ধ ভেদ করিয়া মৃত্তিকাদ্বারা অথবা বৃক্ষের পত্র এবং বৃন্তদ্বারা নির্ম্মাণ করে। কিন্তু নির্ম্মাতাদিগের অবয়বের পরিমাণ সহ তুলনা করিলে তাহাদের বাসস্থল বিস্ময়কর সন্দেহ নাই।

সন্ধ্যাবর্ণন।

গেল দিন এল এবে সন্ধ্যার সময়।
স্বভাবের নবভাব প্রকাশিত হয়॥
ক্রমে ক্রমে তপনের ক্ষীণতর কর।
চারিদিকে শোভে তার লোহিত অম্বর॥
হইল পশ্চিম ভাগ অতি মনোলোভা।
নয়ন রঞ্জনরাগে পাইতেছে শোভা॥
শীতল সমীর বহে সৌরভের সনে।
ধীরে ধীরে আন্দোলিত করি তরুগণে॥
ক্লান্তিগণ শ্রান্তিদূর করিবার আশে।
ক্ষেত্র ত্যজি উপনীত হয় নিজবাসে॥
পাক্ষিগণ নানা দিকে করি বিচরণ।
আপন আপন নীড়ে করে আগমন॥
নানাবিধ স্বরে তারা আনন্দের ভরে।
ঈশ্বরের গুণ যেন সংকীর্ত্তন করে॥

দিবাকর অস্তগত হইল যেমন।
অমনি ধরিল ধরা ধূসর বরণ॥
ক্রমে ক্রমে তারাগণ উদয় হইল।
মাণিকের মত সব জলিতে লাগিল॥
জগতের নানাশোভা করি দরশন।
কোন্‌জন না করিবে বিধিরে স্মরণ॥
এ হেন বিশ্রাম কালে চিত্ত স্বভাবতঃ
বিধাতার প্রতি ধায় হইয়া সংযত॥

তাঁহার নিকট প্রভা করিয়া গ্রহণ।
নক্ষত্র গগণ দীপ উজলে কেমন॥
মরি কিবা! শোভা পায় আকাশমণ্ডল।
না জানি তাঁহার জ্যোতিঃ কত সমুজ্জ্বল॥

ধর্ম্মাচার্য্য।

[দ্বিতীয় সংখ্যার ৭২ পৃষ্ঠার পর]

নবম অধ্যায়।

মহৎ কুলসম্ভূতা দুই জন স্ত্রীলোকের আগমন। মহার্হ বসন ভূষণে আবৃত হইলে মনুষ্যের দোষ প্রায় দোষের মধ্যেই ধর্ত্তব্য হয় না; প্রত্যুত, তাহাকে সভ্য ভব্য ও বড়লোক বলিয়া বোধ হয়।

সূর্য্য অস্তাচল শেখরাবলম্বী হইলে সায়ং সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চালিত হইতে লাগিল; উপবনে কুসুমরাজি প্রস্ফুটিত হইয়া গন্ধে আমোদিত করিতে লাগিল; এবং চন্দ্রোদয়ে দিঙ্মণ্ডল কৌমুদীময় হইল। বর্চেল বিদায় লইয়া যাত্রা করিলে পর ভূস্বামী দুইজন সুবেশী পুরুষ ও দুইজন পরমাসুন্দরী যুবতী সমভিব্যাহারে উপনীত হইলেন। আমরা তাঁহাদিগকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া যথাবিধি

শিষ্টাচার পূর্ব্বক উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিলাম। পরন্তু বেণু বীণা প্রভৃতি যন্ত্র সকল যথাস্থানে আনীত হইল, এবং নৃত্যদর্শনেচ্ছু ব্যক্তিরাও ক্রমে ক্রমে আগমন করিতে লাগিলেন। সভা জনপূর্ণ হইলে নর্ত্তক নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন; আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা ভূস্বামীর সহিত মিলিত হইয়া এরূপ নৃত্যনৈপুণ্য প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন, যে দর্শকমণ্ডলী বারম্বার প্রশংসাবাদ ও হর্ষপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ, আমার প্রণয়িনীর উল্লাসের পরিসীমা রহিল না; তিনি গর্ব্বিতবাক্যে কহিলেন "নাথ, অলিবিয়া তালে তালে পদনিক্ষেপ করিতেছে; গুরুতর জঘন ঈষৎকম্পিত করিয়া এক এক বার ঘুরিয়া আসিতেছে, এবং তদ্ব প্রত্যঙ্গের অনুপম ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিতেছে: এই সমস্ত নৃত্যের নিয়ম আমিই তাহাকে শিক্ষা দেই; সে যে তাহা অভ্যাস করিয়া রাখিয়াছে ইহা পরম সন্তোষের বিষয়।" অনন্তর ভূস্বামীর আনীত মহৎকুলসম্ভূত ও বিশেষ মর্য্যাদাপন্ন বার্ণি ও স্কেগ্‌নাম্নী যুবতীদ্বয় নৃত্য করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের নৃত্য অতি জঘন্য বলিলেই হয়। তাঁহারা তাল মান কিছুই রাখিতে পারিলেন না দেখিয়া আমার বোধ হইল যেন

তাঁহারা মল্লযুদ্ধ করিতেছেন, বা লম্ফে ঝম্ফে গমন করিতেছেন, সে যাহাহউক কিয়ৎক্ষণ এইরূপে দৌড়াদৌড়ি করিয়া তাঁহারা অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিলেন, সুতরাং অধিক হিম পাতে শ্লেষ্মোপচয় হইবে, এই ছল করিয়া নিবৃত্ত হইলেন।

সভাভঙ্গ হইলে আমরা গৃহে প্রবেশ করিলাম। থরন্‌হিল আপনার সমভিব্যাহারে সুস্বাদু ভোজ্য পেয় বিবিধ দ্রব্যাদি আনয়ন করিয়াছিলেন; আমরা সেই সমস্ত দ্রব্যসম্ভোগ দ্বারা পরমানন্দে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিলাম। ভোজনাবসানে নানাপ্রকার কথোপকথন চলিতে লাগিল; এই সমস্ত কথা বার্ত্তা সরলস্বভাবা গ্রাম্যবালিকাদিগের সহজে বোধগম্য হইবার বিষয় নহে। পূর্ব্বোক্ত মহতী যুবতীদ্বয় রাজা রাজড়া প্রভৃতি প্রভূত ধনশালী ব্যক্তি বিষয়ক প্রসঙ্গে মণিময় অট্টালিকা, মহার্হ চিত্রপটাদি, ও নানা বিধ বাদ্য-যন্ত্রের পরিচয় দিতে ছিলেন, সুতরাং আমার কন্যাগণ তাঁহাদের সমক্ষে কোন কথারই উল্লেখ করিতে পারিলেন না; প্রত্যুত তাঁহাদের ঈদৃশ সুখসৌভাগ্য দেখিয়া ঈর্ষাপরতন্ত্র প্রায় প্রতীত হইতে লাগিলেন। ঐ রমণীদ্বয় কথোপকথন সময়ে অনর্গল জঘন্য

ভাষার প্রয়োগ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মনোহর বেশভূষার প্রভাবে ঐ সমস্ত দোষ দোষের মধ্যেই ধর্ত্তব্য হইল না; প্রত্যুত, তাহা সভ্যতার অন্যতম অঙ্গ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ এইরূপে বাগাড়ম্বর করিয়া তাঁহাদের অন্যতর এক জন কহিলেন, "আহা! কি দুঃখের বিষয়, এই রূপরাশি অলিবিয়া পল্লীগ্রামে বনচারিণী প্রায় হইয়া রহিয়াছেন; এবং মানবজন্মোপযুক্ত বিলাসসুখে বঞ্চিত ও হাস্যকৌতুকাদির নিয়মানভিজ্ঞ হইয়া জড়বুদ্ধিবৎ অবস্থিতি করিতেছেন। এই স্ত্রীরত্নকে কিয়দ্দিন নগরে রাখিতে পারিলে ইহাঁর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সাধন, সুখসেব্য দ্রব্যাদি সেবন, ও কৌতূহল ভঞ্জন প্রভৃতি দ্বারা চরিতার্থ করা যাইতে পারে।" আর একজন কহিলেন "আপনি যাহা কহিতেছেন সকলি সত্য, এবং আমারও নিতান্ত ইচ্ছা, যে সোফিয়াকেও দুই মাসের নিমিত্ত নগরে লইয়া যাই; এই অল্পকালের মধ্যেই তিনি অসাধারণ গুণসম্পন্না হইয়া উঠিবেন সন্দেহ নাই।" আমার স্ত্রী তদ্বিষয়ে সম্মত হইয়া আমাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, "হে স্বামিন্, ইঁহারা যথার্থ কথা কহিয়াছেন, অতএব কন্যাদিগকে কিছুদিনের জন্য নগরে প্রেরণ করিয়া তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি

মার্জ্জিত করা যাউক।" আমি কহিলাম, "প্রিয়ে, তুমি উন্মত্ত প্রলাপ প্রায় কথা কহিতেছ; বিবেচনা করিয়া দেখ, আমাদের বর্ত্তমান ভগ্নদশায় মার্জ্জিত বুদ্ধি, বাগ্মীতা, চতুরতা, ও বিলাষ-পরতন্ত্রতা প্রভৃতি কিছুরই আবশ্যকতা নাই, কেবল সন্তোষাবলম্বনে দীন ভাবাপন্ন হইয়া চলা ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করা মাত্র অত্যাবশ্যক। যদি এ অবস্থায় কন্যাদিগকে নগরে প্রেরণ করা যায়, তাহারা বিলাষীদিগের সংসর্গে এরূপ আমোদপ্রিয় ও লোভাকৃষ্ট হইয়া উঠিবে, যে পরিণামে তাহাদের দুর্গতির আর পরিসীমা থাকিবে না; অতএব যদি তাহাদের মঙ্গলচিন্তা কর, ওসকল দুরাকাঙ্ক্ষার কথা মুখে আনিও না।" ইহা শুনিয়া ভূস্বামী কহিলেন, "মহাশয়, কন্যার প্রতি এত দূর কাঠিন্য প্রকাশ করা জনকের কর্ত্তব্য নহে; ও তাহাদের বাসনার পথে প্রতিবন্ধক হওয়াও নিতান্ত অকর্ত্তব্য। মানব জীবনের কি কোন বিলাষেচ্ছাই নাই? বিশেষতঃ অলিবিয়ার সদৃশ এমন অদ্বিতীয় রূপরাশি কি নিবিড় গহন মধ্যস্থ সুকুমার কুসুমকলিকার ন্যায় অনাদরেই শুষ্ক হইয়া যাইবে? আমার এ পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা, অলিবিয়াকে প্রশস্ত রাখিতে যদি আমার বিপুল ধনের অর্দ্ধাংশ ব্যয় করিতে

হয় তাহাতেও আমি প্রস্তুত আছি। এমন্ কি, তাঁহাকে স্বীয় জীবিত পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে অসম্মত নহি। এই বাক্যে থরন্‌হিলের দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সক্রোধে কহিয়া উঠিলাম "ওহে থরন্‌হিল, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও! তোমার অসদভিপ্রায় বুঝিবার আর অপেক্ষা নাই; তুমি ভূস্বামী, তুমি মহদ্‌ব্যক্তি, তোমার কুলমর্য্যাদাও স্বীকার করি বটে; কিন্তু তুমি কি এমন্ বিবেচনা কর যে আমরা দরিদ্র হইয়াছি বলিয়া আমাদের মর্য্যাদাভিমানও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে? শুন, পুরুষানুক্রমে এই বংশে কখন কলঙ্ক প্রবেশ করিতে পারে নাই, এমন্ নির্ম্মলকুল যদি কলুষিত করিতে চেষ্টা কর, পরিণামে উচিত প্রতিফল পাইবে; ভূস্বামী বলিয়া ক্ষমা করা যাইবেক না।" এই পরুষ বচন শুনিয়া থরন্‌হিলের জ্ঞানোদয় হইল; তিনি আমার হস্ত ধরিয়া কহিতে লাগিলেন, "মহাশয়, শান্ত হউন, শান্ত হউন; আপনি যাহা সন্দেহ করিয়া আমাকে এই রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিলেন, শপথ করিয়া কহিতেছি, আমার তাদৃশ কুমন্ত্রণা কিছুই নাই। বলপূর্ব্বক সতীর সতীত্ব হরণ করা দুর্ব্বৃত্তের কার্য্য! কিন্তু যে স্বয়ং অসতী, এবং যে একোদ্যমেই আপনাপনি আয়ত্ত হইয়া আসে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করা স্বতন্ত্র কথা।"

ঐ যুবতীদ্বয় যেন পূর্ব্বাপর কিছুই জানেন না, এইরূপ ভাণ করিয়া ভূস্বামীর এই শেষোক্ত বচনে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন; এবং তদ্দোষ ভৎর্সনাছলে ধর্ম্মবিষয়ক প্রসঙ্গ উপস্থিত করিলেন। আমি, আমার প্রণয়িনী, ও পুরোহিত, এই তিন জনে তাঁহাদের বাক্যের পোষকতা করিতে লাগিলাম; সুতরাং ভূস্বামীকে আত্মদোষ স্বীকার করিয়া অনুতাপ করিতে হইল। এমন্ কি, তিনি তৎকালে ভগদতচিত্তে ঈশ্বরোপাসনায় প্রবর্ত্ত হইলেন; এবং আমরাও তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া পরম কৌতুহলে অর্দ্ধযামিনী অতিবাহিত করিলাম। ভজনা সমাপ্ত হইলে থরন্‌হিল ও তাহার সমভিব্যাহারি ব্যক্তিরা প্রস্থানের পন্থা দেখিতে লাগিলেন; যুবতীদ্বয় কহিলেন, "আহা! প্রণয়ের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! আমরা যাইব বলিয়া যতবার গাত্রোত্থান করিবার উপক্রম করিতেছি, ততবারই অলিবিয়া ও সোফিয়ার প্রণয় রজ্জু দ্বারা আকৃষ্ট হইতেছি; এই সুকুমারী ললনাদ্বয়কে কোন্ প্রাণে পরিত্যাগ করিয়া যাইব,।" ইহা শুনিয়া ভূস্বামী কহিলেন, "মহাশয়ের কন্যাদিগকে ইহাঁদের সহিত প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।" আমার স্ত্রীও তজ্জন্য অনেক সাধ্যসাধনা করিতে লাগিলেন;

এবং কন্যারাও যাইবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রথমতঃ দুই তিনটা ওজর করিয়া তাহাদের গমন স্থগিত করিবার চেষ্টা করিলাম; ফলতঃ তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল। পরিশেষে কোপাশক্ত হইয়া মুক্তকণ্ঠে কহিয়া উঠিলাম, "আমি তোমাদিগকে কোনক্রমেই গমন করিতে দিব না; যদি কল্যাণ চাহ, এই দুরাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ কর।" এই উপায়ে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু পরিজনগণ আমার প্রতি এতদূর বিরক্ত হইয়াছিলেন, যে পরদিবস নিয়মিত হাস্যালাপ করা দূরে থাকুক, আমার সহিত ভাল করিয়া কথা পর্য্যন্ত কহেন নাই।

দশম অধ্যায়।

পরিজনগণ ভাগ্যবানদিগের সমকক্ষ হইবার চেষ্টা করেন। দীনব্যক্তি ধনীর নিয়মে চলিলে তাহার দুর্গতির পরিসীমা থাকে না।

পরিজনদিগকে বর্ত্তমান দীনাবস্থানুরূপ চালাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু এ পর্য্যন্ত সম্যক্ প্রকারে চরিতার্থ হইতে পারি নাই। শত শত নীতিগর্ভ বক্তৃতার গুণে তাঁহাদের বিলাসেচ্ছা কেবল ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় হৃদয়ান্তরালে লুক্কায়িত ছিল, অধুনা প্রাগুক্ত যুবতীদিগের উৎসাহরূপ বাতাঘাতে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এখন পূর্ব্ববৎ অঙ্গসৌষ্ঠব ও অঙ্গরাগাদি দ্বারা স্বাভাবিক রূপলাবণ্যের উৎকর্ষ সাধন করিতে সকলেই তৎপর হইলেন, এমন কি, তপন কিরণ বা বহ্নিতাপে বিবর্ণ হইবার ভয়ে ক্ষেত্র বা রন্ধনকার্য্যে বিরাগ পর্য্যন্ত প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, ভাগ্যবান্‌দিগের পরিচিত ও প্রণয়াস্পদ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের গর্ব্বের আর পরিসীমা রহিল না; সুতরাং, ফাল্গুনীর কন্যাদিগকে অপেক্ষাকৃত সামান্য বিবেচনায় তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিতেও নিবৃত্ত হইলেন।

সে যাহাহউক, এমন সময়ে এক জন গণক আসিয়া আমার কন্যাদিগকে দ্বিগুণতর মত্ত করিয়া তুলিল। ঐ ব্যক্তি উপনীত হইবামাত্র দুহিতারা আমার নিকট হইতে দুইটী আঙ্গুলি চাহিয়া লইয়া সমুৎসুকচিত্তে গণনা করাইতে গেলেন। গণক কন্যাদিগের করপল্লব অনেকক্ষণ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়া টাকা লইয়া প্রস্থান করিল; কন্যারাও হর্ষরগদ্‌গদ চিত্তে নিকটে উপনীত হইলে, জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন, তোমাদের মঙ্গল ত?"

তাঁহারা প্রত্যুক্তি করিলেন, "পিতঃ, গণক গণনা করিয়া কহিলেন, "তোমরা দুই ভগ্নী সংবৎসরের মধ্যেই বড় বড় মানুষের পরিণীতা হইয়া অভূতপূর্ব্ব সুখানুভব করিবে", তাত, বিলক্ষণ বোধ হইতেছে গণক ঠাকুর যথার্থ গণনা করিয়াছেন।" তখন হাস্য করিয়া কহিলাম, "হা নির্ব্বোধ বালিকাগণ, একটাকা মূল্যের কি এই অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য? আমাকে একটী অর্দ্ধমুদ্রামাত্র প্রদান করিলে, তোমরা অচিরেই রাজমহিষী হইবে, এই গুরুতর আশ্বাস প্রদান করিতে পারিতাম।" সে যাহাহউক সুখ সৌভাগ্য আগতপ্রায়, ও অনতিবিলম্বে ভাগ্যবান্‌দের সমকক্ষ হওয়া যাইবে; পরিজনগণের এই সংস্কার এতদূর বদ্ধমূল হইয়া উঠিল, যে নিদ্রিতাবস্থায় তদনুরূপ স্বপ্নদর্শন করিলেও তাহাদের আনন্দের পরিসীমা থাকিত না।

একদা পূর্ব্বোক্ত ঐশ্বর্য্যশালিনী রমণীদ্বয়ের এক খানি প্রেরিত পত্র প্রাপ্ত হইয়া অবগত হইলাম, তাঁহাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা, আগামী রবিবারে আমরা সপরিবারে ভজনালয়ে গমন করিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করি। এই আমন্ত্রণে আমার স্ত্রী পুত্রী-গণের অতিশয় কৌতূহল জন্মিল এবং তাঁহারা শনিবার প্রত্যুষে উঠিয়া প্রহরেক

কাল পর্য্যন্ত পরস্পর কি যে নিগূঢ় মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহাদের সচকিত ঈক্ষণ ও মুখের ভাব দেখিয়া কোন যুক্তি-বিরুদ্ধ পরামর্শ করিতেছেন, তৎকালে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে পারিলাম। পরন্তু সায়ংকালে আমি যথানিয়মে জলযোগ করিয়া বসিয়াছি, ইত্যবসরে আমার সহধর্ম্মিণী কহিলেন, "স্বামিন্ কল্য ভজনমন্দিরে অনেক ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে।" আমি প্রত্যুত্তর দিলাম, "ভদ্রে, তথায় ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হউক বা না হউক, তাহা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; প্রত্যুত ঈশ্বরের ভজনা ও ধর্ম্মসঙ্গিত শ্রবণ করাই প্রধান লক্ষ্য হইতেছে, তাহাতে বঞ্চিত হইতে হইবে না।" ভার্য্যা কহিলেন, "নাথ, তাহা কে না জানে? ভজনাগারে ঈশ্বরোপাসনা বা ধর্ম্মসংগীত ব্যতীতআর কি হইয়া থাকে? কিন্তু আমার প্রস্তাব এই, তথায় ভদ্রের ন্যায় গমন করা উচিত কি না? আমি প্রত্যুক্তি করিলাম, "প্রিয়ে তোমার প্রস্তাবের যথার্থতা বিষয়ে কিছুই সংশয় নাই; যেহেতু ভজনমন্দিরে নিরতিশয় নম্র হইয়া একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরোপাসনায় মনঃসংযোগ করার নামই ভদ্রতা।" প্রণয়িনী কহিলেন, "না, না, আমি সে কথা বলিতেছি না; আমার

অভিপ্রায় এই, তথায় যথাবিহিতরূপে গমন করি।" আমি কহিলাম, "প্রণয়িনী, সাধুযুক্তি করিয়াছ; যে হেতুক শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুত হইয়া ভজনারম্ভের প্রাক্‌কালে উপনীত হইতে পারিলেই যথাবিহিত গমন করা হয়।" আমার এইরূপ বাক্‌চাতুর্য্যে বারম্বার প্রতিহত হইয়া প্রণয়িনী আর প্রকারান্তে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিলেন না; তখন অধৈর্য্যে স্পষ্টরূপে কহিলেন, "কান্ত, তবে শ্রবণ কর; ভজনাগার অতি দূরবর্ত্তী, এই সমস্ত পথ পদব্রজে গমন করিলে পরিশ্রমের ইয়ত্তা থাকিবেক না; বিশেষতঃ সুকুমারী কন্যারা রাজপথের ধূলায় ধূষরাঙ্গী এবং পথশ্রম নিবন্ধন ঘর্ম্মাক্ত কলেবরা এবং রৌদ্রের উত্তাপে বিগতকান্তি হইলে সাতিশয় দুঃখের বিষয় হইবেক। অতএব পরামর্শ দ্বারা নির্দ্ধারিত করিয়াছি, ক্ষেত্রে হলকার্য্য নিমিত্ত আমাদের যে দুইটা অশ্ব আছে, কল্য তাহাদের পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক ভজনামন্দিরে গমন করাই শ্রেয়ঃ।"

ইহা শুনিয়া কহিলাম, "ভার্য্যে, তোমার এই পরামর্শ অনুমোদন করিবার যোগ্য নহে; কেননা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত ঘোটকেরা কখন মনুষ্যকে বহন করিতে পারে না, প্রত্যুত, তাহাদিগকে সহসা বল্গা দ্বারা আয়ত্ত করিতে

চেষ্টা করিলে বিপরীত ঘটিয়া উঠিবে। বিশেষতঃ আমাদের ঘোটকদ্বয় অতিশয় অধীর ও দুশ্চেষ্ট; এবং গর্দ্দভ সদৃশ কদাকার; একটা কর্ণ, অন্যটা পুচ্ছবিহীন। অপর গৃহে এমন অশ্ব সজ্জা নাই, যে দুইটাকেই সাজান যায়; একটী পর্য্যাণ মাত্র সম্বল, তদ্দ্বারা কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা কি? অতএব যেখানে এত প্রতিবন্ধক সেখানে আমার মতে পদব্রজে গমন করাই শ্রেয়ঃ।" আমি এইরূপে অনেক বুঝাইলাম বটে, কিন্তু তাঁহারা আমার কথায় শ্রুতিপাতও করিলেন না, সুতরাং অগত্যা তাঁহাদের মতেই একমত হইতে হইল। পরদিন প্রভাতে দেখিলাম, তাঁহারা অশ্বসজ্জা ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যের আহরণ ও আপনাদের বেশভূষা সম্পাদনে ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন; সুতরাং তাঁহাদের সমভিব্যাহারী হইলে ভজনার নিয়মিত সময় বহির্ভূত হইবেক, এই আশঙ্কায় তাঁহাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুত হইতে কহিয়া অগ্রে প্রস্থান করিলাম। ভজনামন্দিরে তাঁহাদের প্রতীক্ষায় নিরর্থক দুই দণ্ড অতিবাহিত করিয়া ঈশ্বরোপাসনায় প্রবর্ত্ত হওয়া গেল; ক্রমশঃ ভজনা, ঈশ্বরসংগীত, ও ধর্ম্মবক্তৃতা প্রভৃতি যাবতীয় ইষ্টকার্য্য সুসম্পন্ন হইল, তখনও পরিজনদিগের

দেখা নাই। আমি অতিশয় উদ্বিগ্নমনা হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলাম; অর্দ্ধেক পথে যাইয়া দেখি, তাঁহারা অশ্বারোহণে অল্পে অল্পে আসিতেছেন। তাঁহাদিগকে ম্রিয়মান দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, পথিমধ্যে তাঁহাদের অনেক বিঘ্ন ঘটিয়াছিল, পরন্তু জিজ্ঞাসা করিয়া জ্ঞাত হইলাম, প্রথমতঃ একটী অশ্ব গৃহদ্বার হইতে এক পাদও অপসরণ করিতে চাহে নাই; বর্চেল যষ্টি প্রহার করিতে করিতে তাহার অবাধ্যতা দূর করিয়াছিলেন। কিছুদূর গমন করিয়া, আমার প্রণয়িনী পুত্রগণের সহিত যে অশ্বে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহার পৃষ্ঠস্থিত পর্য্যাণের কোন ব্যতিক্রম হওয়াতে কিয়ৎক্ষণ গতিরোধ করিতে হইয়াছিল। পরিশেষে অর্দ্ধ পথে উপনীত হইয়া দ্বিতীয় ঘোটক অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাকেও চালাইবার চেষ্টায় দুই চারি দণ্ড অতিবাহিত হয়; এই সমস্ত কারণে তাঁহাদের এত বিলম্ব হইয়া উঠে। ফলতঃ যে অভিপ্রায়ে এরূপ আড়ম্বর করিয়া যাইতেছিলেন, তাহা সিদ্ধ না হওয়াতে তাঁহাদের ক্ষোভের পরিসীমা রহিল না। পক্ষান্তরে বর্ত্তমান দুর্ঘটনার স্মরণ করিয়া তাঁহারা ভবিষ্যতে সতর্ক হইয়া চলিবেন, এবং আমারও মর্য্যাদা রক্ষা

হইতে পারিবেক, এই বিবেচনায় আমি যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম।

একাদশ অধ্যায়।

পরিজনগণ ধনীর নিয়মের অনুসরণ করিতে এ পর্য্যন্ত নিরস্ত হয়েন নাই।

পরদিন কোন পর্ব্বোপলক্ষে ফ্লান্বারা আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। গতকল্য নানা প্রতিবন্ধক বশতঃ নগরস্থ যুবতীদের সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াতে পরিজনগণ নিরতিশয় ক্ষুব্ধ ও ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন; তদ্বারা জাত্যভিমান নিবন্ধন দারুণ মাৎসর্য্যেরও অনেক প্রতীকার দর্শিয়াছিল; সুতরাং ফ্লান্বারার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিতে কেহই কোন আপত্তি করিলেন না। পরন্তু ঐ প্রতিবেশীর গৃহে উপনীত হইলে তিনি আমাদিগকে যথেষ্ট সম্মান পুরঃসর গ্রহণ করিয়া বসিবার আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। আমি সপরিবারে উপবেশন করিলাম; ফ্লান্বারাও স্বীয় সৎপ্রকৃতির অনুরূপ পুত্রকলত্রাদির সহিত আমাদের শুশ্রূষা ও মনরঞ্জন করিতে লাগিলেন। অদ্য বর্চেল আমাদের সমভিব্যাহারে ছিলেন; বালক বালিকাদিগকে পরস্পর নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ ও

ক্রীড়া কৌতুক করিতে দেখিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না; অতএব তাঁহার উৎসাহ বাক্যে বালক বালিকারা নানাপ্রকার ক্রীড়া কৌতুক করিতে লাগিল। আমার স্ত্রীও ইহাঁদিগের সহিত মিলিত হইয়া প্রৌঢ়াবস্থায় চপলা বালিকার ন্যায় মত্তা হইয়া উঠিলেন। ক্ষষাণেরা তাদৃশ বিলাষী নহে; সুতরাং তাহাদের কল্পিত ক্রীড়াদির মাধুর্য্য ও পারিপাট্য থাকিবার সম্ভাবনা কি; প্রত্যুত গণ্ডগোল করিয়া দৌড়াদৌড়ী করা প্রত্যেক্ খেলার উদ্দেশ্য। কোন২ ক্রীড়ার কতকগুলি নিয়ম রক্ষা করিতে হয়; যে ব্যক্তি অনবধানতা প্রযুক্ত কোন নিয়ম অতিক্রম করিয়া চলে সে তৎক্ষণাৎ চৌর উপাধি প্রাপ্ত হইয়া অস্পর্শীয় হয় এবং তাহাকে ক্রীড়ক মণ্ডলীর তিরস্কার ও প্রহার পর্য্যন্তও সহ্য করিতে হয়। আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা অলিবিয়া ঐ প্রকারে লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হইয়া দৌড়াদৌড়ী করিতেছেন; সর্ব্বাঙ্গে স্বেদবারি বারিতেছে; কেশপাশ আলুলাইত হইয়াছে, বসন ভূষণ শ্লথবন্ধন হইয়া পড়িতেছে; এমন্ সময় কি সর্ব্বনাশ! পূর্ব্বোক্ত যুবতীদ্বয় মহার্হ বসনভূষণে আবৃত ও অগুরু চন্দনে চর্চ্চিতাঙ্গ হইয়া সহসা কুটির-প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিবা মাত্র আমার

পরিজনগণ লজ্জায় অধোমুখ হইয়া বসিয়া পড়িলেন; তৎকালোচিত সম্ভাষণা করা দূরে থাকুক, কেহ একটী কথাও কহিতে পারিলেন না। বস্তুতঃ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে তাঁহাদের এইরূপ লজ্জিতা ও অবাঙ্মুখি হওয়া আশ্চর্য্য নহে; যে হেতু যাঁহাদিগের প্রণয়াস্পদ ও সমকক্ষ হইবার চেষ্টায় আমার কন্যারা আপনাদের দীনাবস্থার অত্যাচার করিয়া চলিতে ছিলেন, সেই মর্য্যাদাপন্না যুবতীরা হঠাৎ আসিয়া তাঁহাদিগকে এরূপ নীচসংসর্গে উচ্ছৃঙ্খলক্রীড়ায় আসক্তা দেখিলেন, ইহা কি সামান্য অপমানের কথা?

গতকল্য পরিজনগণের কি কারণে ভজনাগারে গমন করা হয় নাই, যুবতীদ্বয় ইহার তথ্য জিজ্ঞাসু হইয়া প্রথমতঃ আমাদের গৃহে উপনীত হইয়াছিলেন; তথায় কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া সন্ধান ক্রমে এখানে আসিয়া পড়েন। তাঁহারা আমার পরিজনগণের অকস্মাৎ এই লজ্জার উদয় ও বুদ্ধির জড়তা দেখিয়া তৎকালোচিত উৎসাহবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন; তদ্দ্বারা আশুপ্রতিকার দর্শিল। অলিবিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন, "গতকল্য আমরা অশ্বারোহণে ভজনা মন্দিরে গমন করিতেছিলাম; অর্দ্ধপথে পর্য্যাণভ্রষ্ট হইয়া

পতিত হওয়াতে অগত্যা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। ইহা শুনিয়া যুবতীরা অতিশয় বিষণ্ণা হইয়া নানা প্রকার খেদোক্তি করিতে লাগিলেন। আলিবিয়া আরো কহিলেন, আমরা অশ্ব হইতে পতিত হইয়াছিলাম সত্য বটে, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ কেহই কোনরূপে আহত হই নাই।" এইকথা শুনিবা মাত্র উভয়ের হর্ষের আর সীমা রহিল না। তখন আমার কন্যাদিগকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া ভুয়ো ভূয়ঃ আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন; এবং মনোনীত কথা বার্ত্তারদ্বারা তাহাদের মনস্তুষ্টি সাধন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ শিষ্টাচার ও অমোদ প্রমোদ করিলে পর তাঁহাদের দুইজনে নিগূঢ় কথোপকথন চলিতে লাগিল। স্কেগ্ বার্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আর্য্যে আপনার সাময়িক পত্রিকা খানি কিরূপ চলিতেছে"? দ্বিতীয়া প্রত্যুক্তি করিলেন, "ভদ্রে, অধুনা সে বিষয়ের মঙ্গল দেখিতেছি না; প্রত্যহ আমাকে ভূমি সম্পত্তি ও তত্রত্য প্রজাগণের তত্ত্বাবধারণে ব্যস্ত থাকিতে হয়, এবং রাজবিশেষ জ্ঞাতিবন্ধুদের সমাজেও আহূত হইতে হয়; বিশেষতঃ একাদিক্রমে বহুকাল কাগজ পত্রে দৃষ্টি করাতে চক্ষুরও কিছু বৈলক্ষণ্য হইয়াছে; সম্প্রতি

একজন লেখক নিযুক্ত করা অত্যাবশ্যক। আমি তাহাকে বার্ষিক বেতন স্বরূপ তিনশত মুদ্রা দিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু তাদৃশী সুপাত্রী বালিকা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না।" ইহা শুনিয়া স্কেগ্ কহিলেন, "আর্য্যে, আপনি যথার্থ কহিতেছেন; দেখুন, গত ছয়মাস কালের মধ্যে আমি ক্রমান্বয়ে যে তিন জনের নিয়োগ করি, তাহারা কেহই কর্ম্মক্ষম ও সচ্চরিত্রা ছিল না; প্রথম রমণী নিতান্ত আলস্য-পরতন্ত্রা; দ্বিতীয়া, দুইশত সার্দ্ধদ্বাবষ্টী মুদ্রা বার্ষিক বেতনে পরিতুষ্ট না থাকিয়া কর্ম্মকার্য্যে অবহেলা করিত; ও তৃতীয়া, কুলপুরোহিতের সহিত কোন ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হয়; এই নিমিত্ত তাহাদের সকলকেই একে একে দূর করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে আমারও একজন লোকের আবশ্যক; কিন্তু যথার্থ গুণবতী ও সুশীলা বালা দুর্ল্লভ হইয়া উঠিয়াছে।"

আমার সহধর্ম্মিণী এই সমস্ত কথোপকথন অতি সতর্কতা পূর্ব্বক শুনিতেছিলেন; তিনি ঐ দুই জন যুবতী প্রস্তাবিত পাঁচশত সাড়ে বাষট্টী টাকা বার্ষিক বেতনের কথায় লোলুপ প্রায় দৃষ্টা হইতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা, অলিবিয়া ও সোফিয়া উভয়ে দুইজনের সহকারিণী

পড়িতে লাগিল বক্ষে শক্ত আঘাত লাগিল এবং সে অচেতন হইয়া পড়িল। মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলেই উঠিয়া দেখিল ঢেউ অপসৃত হওয়াতে আবার জাহাজপর্য্যন্ত ডাঙ্গা বাহির হইয়াছে, অমনি তদভিমুখে দৌড়িল।

এই সময়ে জাহাজের লোকেরা উহার রক্ষা বিষয়ে হতাশ হইয়া কেহ দড়ি কেহ পিপা কেহ খাঁচা কেহ কাষ্ঠফলক অবলম্বন করিয়া জলে দলে দলে ঝাঁপ দিতে লাগিল। তৎকালে জাহাজের বারেন্দাতে যে পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইল, তাহা অন্তঃকরণে অবিনাশি ভাবে চিত্রিত আছে। তখন দেখিলাম পৌলের অসংসাহসিক কার্য্য দেখিয়া ভর্জ্জীনী হস্ত সঙ্কেত দ্বারা নিষেধ করিতেছে। ঈদৃশ সুন্দরী কুমারী এমন বিপদে কবলিত হইতেছে দেখিয়া সকলের মন শোক ও নৈরাশ্যে নিমগ্ন হইল। কিন্তু ভর্জ্জীনী নিজে ধীর ও অকম্প ভাবে দাঁড়াইয়া হস্ত কম্পন দ্বারা আমাদিগের সঙ্গে জন্মেরশোধ বিদায় প্রার্থনা করিল। তৎকালে সব খালাসীই সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিল। কেবল দেখিলাম ভীমের ন্যায় মহাপ্রাণ এক নাবিক সর্ব্বাঙ্গনগ্ন হইয়া জাহাজের প্রান্ত ভাগে দণ্ডায়মান ছিল, পরে বিনীত ভাবে ভর্জ্জীনীর সম্মুখে যাইয়া ভূমিতে জানু অর্পণ করিল এবং তাহার প্রাণ বাঁচাইবার উদ্দেশে অঙ্গবসন খুলিতে চাহিল। কিন্তু ভর্জ্জীনী সগৌরবে তাহার হস্তরোধ পূর্ব্বক সে দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল। তখন দর্শকমণ্ডলী হইতে এই ধ্বনি উঠিল 'ছাড়িওনা, ছাড়িওনা, উহাঁকে বাঁচাও বাঁচাও।' কিন্তু সেই সময়েই পর্ব্বতাকার এক প্রকাণ্ড কল্লোল খাড়ির মধ্যে প্রবেশিয়া সঘোর গর্জ্জনে জাহাজের দিকে ধাবমান হইল, তরঙ্গ যেন ফেন-শেখরিত ঊর্দ্ধভাগ ও কৃষ্ণবর্ণ পার্শ্ব দেশ কম্পিত করত জাহাজকে গিলিতে গেল। এই ভৈরব দৃষ্টিতে ভীত হইয়া খালাসী একাকী ঝম্প প্রদান করিল। তখন ভর্জ্জীনী মরণ অনিবার্য্য দেখিয়া এক হস্ত বসনের উপর অপর হস্ত হৃদয়ে রাখিয়া স্থির নয়নে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিল। মনে হইল যেন দেব কন্যা সুরলোকে যাইবার নিমিত্ত ধরণী ত্যাগ করিতেছেন।

হায়! সেই দিন কি ভয়ঙ্কর! হায়! সকলি সাগরের গর্ভে নিলীন হইল। অনেকে ভর্জ্জীনীর রক্ষা নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া জলের দিকে নামিয়াছিল, ঢেউ আসিয়া তাহাদিগকে তীরে তুলিয়া দিল, সেই সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত খালাসীও ডাঙ্গায় উঠিল। সাক্ষাৎ যমের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া সে বালুকার উপরে জানু রাখিয়া বলিল 'হে পরমেশ্বর! তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করিলে সত্য! কিন্তু যে মনস্বিনী কুমারী প্রাণ বাঁচাইতেও লজ্জা পরিত্যাগ করিল না, তাহার নিমিত্ত আমি এ প্রাণ সচ্ছন্দে দিতে পারিতাম। দমিঙ্গতে আমাতে পৌলকে টানিয়া ডাঙায় তুলিলাম, তখন তাহার নাক মুখ দিয়া রক্ত পড়িতেছিল। গবর্ণর তাহাকে এক জন চিকিৎসকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। আমরাও যদি ভর্জ্জীনীর মৃতদেহ ভাসিয়া আসিয়া স্থলে লাগিয়া থাকে, এই আশায় চড়ায় চড়ায় অন্বেষিতে লাগিলাম। কিন্তু তৎক্ষণাৎ বাতাস ফিরিয়া যাওয়াতে সে চেষ্টা বৃথা ভাবিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলাম। হায়রে! হতভাগীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াও হইল না' এই ভাবিয়া মনে আরও ক্ষোভ হইল। কত লোক মগ্ন হইল, কত জিনিশ নষ্ট হইল, কিন্তু একজনের নিমিত্ত সকলেই দহ্যমান হইতে লাগিলাম। ঈদৃশ সাধু শীলার এরূপ বিপত্তি দর্শন করিয়া বিধাতার ন্যায়পরতা বিষয়ে অনেকের সন্দেহ উদয় হইল। বাস্তবিকও সংসারে এমন ভয়ানক ও অসংগত দুর্ঘটনা ঘটে যে জ্ঞানীরও ঈশ্বরের উপর আশা ভরসা স্খলন হয়।

এ দিকে পৌল যত দিন চলৎশক্তি রহিত থাকে, তত দিন সন্নিহিত এক গৃহস্থের বাড়ীতে থাকিতে পারে, এরূপ বন্দোবস্ত করা হইল। 'কিরূপে বিষম খবর

লইয়া যাইব' ইহা আন্দোলন করিতে করিতে দমিঙ্গ ও আমি গৃহাভিমুখে চলিলাম। যখন তালীনদীর উপত্যকায় প্রবেশিয়াছি, কতিপয় কৃষ্ণকায়ের মুখে শুনিলাম যে নিকটবর্ত্তী উপসাগরে অনেক কাষ্ঠভঙ্গাদি ভাসিয়া আসিয়াছে। শুনিবা মাত্র সমুদ্রতীরে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বাগ্রেই দেখি যে ভর্জ্জীনীর শব রহিয়াছে, বালিতে শরীরের অর্দ্ধভাগ নিমগ্ন, যে ভঙ্গিতে মরিতে দেখিয়াছি, আকারে সেই ভঙ্গিই বর্ত্তমান, মুখশ্রী কিছু মাত্র বিকৃত হয় নাই, চক্ষু দুটী মুদ্রিত, কিন্তু ললাটে ধীরতা সুন্দর রূপে প্রতীয়মান হইতেছে, কেবল কপোলতলে কৌমার বয়সের লাবণ্য ও মৃতাবস্থার বিবর্ণতা এ উভয়ের মিলন হইয়াছে, একখানি হাত বসনের উপর অর্পিত রহিয়াছে, অপর কর খানি বক্ষঃস্থলে নিহিত ও দৃঢ়রূপে বদ্ধমুষ্টি হইয়া আছে। সেই হাত হইতে অতি কষ্টে একটী কৌটা বাহির করিলাম। কিন্তু যখন দেখি যে, কৌটার ভিতর সেই চিত্রখানি আঁটা আছে, যে খানি পৌলের নিকট ভিক্ষা করিয়াছিল এবং যেখানিকে যাবজ্জীবন সঙ্গে রাখিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তখন আমি বিস্ময়ে নিমগ্ন হইলাম। আহা! হতভাগীর অকৃত্রিম অনুরাগের এই চরম নিদর্শন দেখিয়া আমার শোক উদ্বেল হইয়া উঠিল, আমি মুক্তকণ্ঠে না কাঁদিয়া থাকিতে পারিলাম না। দমিঙ্গ ত বিলাপধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল। পরে শবটী লইয়া এক জেলের বাড়ীতে রাখিলাম এবং উহা প্রক্ষালন ও অবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত কতিপয় মালাবারী স্ত্রীলোক নিযুক্ত করিলাম।

তাহারা সে বিষয়ে নিযুক্ত রহিল, এ দিকে আমরা পাহাড়ে উঠিয়া গৃহের নিকটবর্ত্তী হইলাম। তৎকালে বিবি দিলাতুর ও মার্গারেট জাহাজের খবর প্রতীক্ষায় ভগবানের নাম লইতে ছিলেন। প্রথমা আমাকে দেখিবা মাত্র 'কই, বৎসা কই, আমার প্রাণপ্রিয়া কন্যা কই' এই বলিয়া যখন দেখিলেন আমরা নয়ন জলে ভাসিতেছি ও কথা কহিতে পারিতেছি না, তখনই কন্যার বিপত্তি নিশ্চিত বুঝিয়া তাঁহার শ্বাসরোধ হইল এবং কণ্ঠ হইতে ঘর্ঘর ধ্বনি বাহির হইতে লাগিল, কেবল প্রশ্বাস ও অনবরত ফুঁপানী শুনা যাইতে লাগিল। 'কই' আমার বাছা কই 'তাহাকেও যে দেখি না' এই বলিয়া মার্গারেটের মূর্চ্ছা হইল। তাঁহাকে সমাশ্বস্ত করিয়া কহিলাম 'ভাবনা নাই, তোমার পৌলের নিমিত্ত কিছু চিন্তা নাই, গবর্ণর তাহার চিকিৎসার নিমিত্ত উত্তম বিধান করিয়াছেন।' তখন মার্গারেট বিবি দিলাতুরকে লইয়া ব্যস্ত হইলেন। এই মহিলা ভূয়োভূয়ঃ সুদীর্ঘ মূর্চ্ছাতে মগ্ন হইতে লাগিলেন। সারা রাত্রি তাঁহারা এরূপ অসহ্য যন্ত্রণা ও এরূপ বহুকালস্থায়ী মোহ হইতে লাগিল যে আমি বুঝিলাম সন্তান-শোকের মত শোক নাই, মার বাড়া দুঃখ নাই। চেতনা পাইয়া ঊর্দ্ধ দিকে স্থির-দৃষ্টি হইয়া থাকিতেন, আমি ও মার্গারেট্ এত স্নেহের কথা বলিতাম, প্রীতি পূর্ব্বক কত হস্ত পীড়ন করিতাম, কতবার 'সখি' 'প্রিয়সখি' প্রভৃতি আদরের বাক্য বলিতাম, কিছুতেই তাঁহার মনোযোগ হইত না, এই সকল স্নেহচিহ্ন তিনি যেন অনুভবই করিতেছেন না মনে হইল। কেবল মাত্র এক এক বার গলরন্ধ্র-বিনির্গত ঘর্ঘর শোকধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল।

পরদিন পৌল পাল্কী চড়িয়া ঘরে আসিল। ভাবিয়াছিলাম, এ সময়ে জননীদের সহিত পৌলের সাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল। কিন্তু দেখা হওয়াতে উভয় পক্ষেই উপকার বোধ হইল। পৌলকে পাইয়া তাঁহাদের কিছু সান্ত্বনা হইল, উভয়ে কাছে গিয়া বারম্বার চুম্বন ও আলিঙ্গন করিলেন, তীব্র দুঃখ প্রভাবে এতক্ষণ চক্ষে জল বাহিরায় নাই, এখন প্রচুর বাষ্পবর্ষ হইয়া চিত্তভার কিছু লঘু হইল এবং তিন

হইতে পারে? দেখুন, নগরীয় রমণীরা আমার কন্যাগণের নিতান্ত হিতৈষিণী হইয়া অদ্য কার্য্যের কথা উত্থাপন করিয়াছেন; এখন থরন্‌হিল এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিলেই অভীষ্টসিদ্ধি হয়। কিন্তু ভূস্বামীর সহিত যেরূপ প্রণয় জন্মিয়াছে, সাহস করিয়া বলিতে পারি তিনি এই হিতানুষ্ঠানে কখনই পরাঙ্মুখ হইবেন না। হে প্রিয়তম, যখন কন্যারা লণ্ডন নগরে বিষয়কার্য্য দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিতে থাকিবেক, নিয়তমার্জ্জিতবুদ্ধি লোকের সহবাসে সভ্য ও সজ্ঞানাপন্ন হইবেক, নানা দেশীয় লোকের বিচিত্র বিচিত্র রীতি নীতি দর্শনে অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন, ও আপনাদের বুদ্ধিকৌশলে সৎপাত্রে ন্যস্তা হইবেক, তখন আমরা কি এক অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করিতে থাকিব।" আমি ইহা শুনিয়া এইমাত্র কহিলাম, "প্রিয়ে, ভাবি সুখের কিছুই স্থৈর্য্য নাই; এখনো কার্য্যসিদ্ধির কত শত প্রতিবন্ধক গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিতেছে, তাহা কে জানিতে পারে? আমি মুহুর্মুহুঃ কন্যাদিগের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু পরিণামে কি হয় তাহার নির্ণয় নাই।" সে যাহাহউক, আমার স্ত্রী একথায় শ্রুতিপাতও করিলেন না; প্রত্যুত, তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছিল,

ভাগ্যবান্ হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই; সুতরাং আমাদের গৃহে যে একটা জরাজীর্ণ ঘোটক ছিল, তদ্বিনিময়ে একটা বলিষ্ঠ অশ্ব ক্রয় করিবার পরামর্শ দিতে লাগিলেন। আমিও তৎপ্রতিকূলে অনেকক্ষণ বাকযুদ্ধ করিলাম; কিন্তু তাঁহারা সকলেই একমত হওয়াতে পরিণামে তাহাদের কথাই বলবতী হইয়া উঠিল। অতএব মোজেস্‌কে এই কার্য্যে চতুর বিবেচনায় পরদিন ঘোটক সমভিব্যাহারে তাঁহাকে হট্টে প্রেরণ করা গেল।

পুত্র প্রস্থান করিলে পর থরন্‌হিলের কোন পরিচারক উপনীত হইয়া বিজ্ঞাপন করিলেন, "হে মহাশয়, অদ্য ভূস্বামী নগরীয় যুবতীদের সাক্ষাতে আপনার কন্যাগণের অনেক গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন; তাহা আমি স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া আসিয়াছি; অতএব আপনারা কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিলেই হয়।" পরিচারক এই বলিয়া প্রস্থান করিবা মাত্র ভূস্বামীর আর একজন ভৃত্য একখানি লিপি হস্তে করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। পত্রপাঠে অবগতি হইল, স্কেগ্‌ ও ব্লার্ণি নাম্নী যুবতীদ্বয় ভূস্বামীর প্রমুখাৎ আমার কন্যাদিগের যথেষ্ট গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া পরমাপ্যায়িত হইয়াছেন; সুতরাং আমাদের সুখসৌভাগ্য আগত প্রায়। আমার

সহধর্ম্মিণী এই সকল শুভ সংবাদে এতদূর পুলকিতা হইয়াছিলেন, যে, ভৃত্যকে পারিতোষিক না দিয়া স্থির হইতে পারিলেন না। ভৃত্য সানন্দচিত্তে বিদায় হইলে পর বর্চেল শিশুদের জন্য কিছু খাদ্য সামগ্রী ও দুহিতাদের নিমিত্ত দুইটা ছোট ছোট বাক্স লইয়া উপনীত হইলেন। পরিবারের যে কোন কথা বর্চেলের অবিদিত থাকিত না, সকল বিষয়েই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করা যাইত। অদ্য ভূস্বামীর প্রেরিত পত্রখানি পাঠানন্তর ঈষৎ হাস্য করিয়া মস্তক নাড়িয়া কহিলেন, "আপনারা সরল ও আশুপ্রত্যয়ী; চাতুরি কি পদার্থ, তাহা কিছুই জানেন না। আপনাদের কন্যারা লণ্ডন নগরে গিয়া বিষয় কার্য্যে বিপুল ধনোপার্জ্জন করিবেক ও ভাগ্যবান্ ব্যক্তির সহধর্ম্মিণী হইবেক, এই স্থির করিয়া আনন্দকোলাহল করিতেছেন; হে বন্ধুগণ, যদি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা কর, এই লিপির প্রতি নিতান্ত বিশ্বাস করিও না; সাবধান! সাবধান!"

(ক্রমশঃ)

অবোধ-বন্ধু।

মাসিক পত্র।

১ খণ্ড] জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৪ সাল। [৪ সংখ্যা

ধর্ম্মাচার্য্য।

[তৃতীয় সংখ্যার ১২০ পৃষ্ঠার পর]

বর্চেলের এই কথা শুনিয়া আমার স্ত্রীর কিঞ্চিৎ ক্রোধ জন্মিল; তিনি রোষ-পরবশ হইয়া কহিলেন, "মহাশয়, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও; আর মিত্রতা প্রকাশ করিতে হইবেক না। আপনি যেরূপ সুহৃৎ, তাহা জানিবার আর অপেক্ষা নাই; আপনার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করাই অনুচিত। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি স্বয়ং লোকের সৎপরামর্শ অবহেলন নিবন্ধন অধুনা দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে, সে কি অপরকে সদ্যুক্তি প্রদান করিতে পারে? তাহার সদ্বিবেচনা কোথায়?" বর্চেল বিনীতভাবে কহি-

লেন, "ভদ্রে, আমি লোকের পরামর্শ গ্রহণ করি বা না করি, এস্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই; বস্তুতঃ, আপনাদিগকে যে পরামর্শ দিলাম, তাহা সঙ্গত কি অসঙ্গত, বিবেচনা করা কর্ত্তব্য; আমি দৃঢ় জানিয়াছি, সদ্‌যুক্তি ব্যতীত অসদ্‌যুক্তি দেই নাই।" আমি দেখিলাম, ইহাঁদের দুইজনে কলহ ঘটিবার সূচনা হইতেছে, অতএব তন্নিবারণ জন্য অন্য প্রসঙ্গ আনিয়া ফেলিলাম। কহিলাম "তোমরা কেবল অনর্থক বাক্‌কলহে মত্ত হইয়া ভুলিয়া রহিয়াছ; মোজেস্ দীর্ঘকাল হইল হট্টে গমন করিয়াছে, এখনো সে কি কারণে প্রত্যাগত হইতেছে না, তাহা ভাবিয়া দেখ।" ভার্য্যা কহিলেন, "নাথ, মোজেসের জন্য ভাবিতে হইবেক না; সে চতুর ও সুবুদ্ধি; কোনরূপে প্রতারিত হইবার পাত্র নহে—এই কথা কহিতে কহিতে মোজেস্‌কে অবিদূরে আসিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "অহো! ঐ দেখ, ঐ দেখ, আমাদের পুত্র আগমন করিতেছে।"

দেখিতে দেখিতে মোজেস্ গৃহে প্রবেশ করিল। প্রণয়িনী তাহাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করণানন্তর সম্বোধিয়া কহিলেন, "বৎস, হট্ট হইতে কি কি দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিয়াছ? আমাদের জরাজীর্ণ ঘোটকের পরিবর্ত্তে আর

যে একটা বলিষ্ট অশ্ব ক্রয় করিবার কথা ছিল, সে অশ্ব বা কোথায়? কেবল একটা বাক্‌স মাত্র দেখিতে পাইতেছি। পুত্র কহিল, "মাতঃ, ঘোটক ক্রয় করা হয় নাই বটে, কিন্তু আমাদের বৃদ্ধ অশ্বটা বিক্রয় করিয়া যে সার্দ্ধদ্বাত্রিংশ মুদ্রা পাইয়াছিলাম, সেই মূল্যে আর এক উৎকৃষ্ট দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিয়াছি।" ইহা কহিয়া বাক্‌স হইতে কতকগুলা হরিৎবর্ণের চস্‌মা বাহির করিলেন। তখন আমার স্ত্রী কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "বাছা, সর্ব্বনাশ করিয়াছ? ঘোটক বিক্রয় করিয়া লাভে মূলে দুই দিকেই জলাঞ্জলি দিয়া বসিয়াছ? হায়, এই অকিঞ্চিৎকর চস্‌মাগুলা লইয়া কি করিব বল।" মোজেস্ কহিল, "জননি, অগ্রে নিরীক্ষণ করিয়া দেখ, পশ্চাৎ যাহা ইচ্ছা তাহাই কহিও; এই চস্‌মার ঠাট্‌গুলি আদ্যোপান্ত রৌপ্য, ইহার যথার্থ মূল্যের তৃতীয়াংশের একাংশ দিয়া ক্রয় করিয়াছি, ইহা কি সামান্য লাভ? এই সকল বিক্রয় করিয়া যে কত টাকা হস্তগত হইবেক, বলা যায় না।" আমি কহিলাম, "বৎস, বৃথা বাক্যব্যয় করিও না; বাস্তবিক তাম্রের উপরে রৌপের গিল্‌টি করা মাত্র।" ইহা শুনিয়া আমার স্ত্রী সাতিশয় ক্ষুব্ধ ও কোপাসক্ত হইয়া পুত্রকে বারম্বার ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

তখন মোজেস্ বিষণ্ণ বদনে কহিতে লাগিল, "আমি অশ্ব বিক্রয় করিয়া আর একটী অশ্ব ক্রয় করিব বলিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি, ইত্যবসরে কান্তিপুষ্ট-কলেবর পরিণত বয়স্ক একব্যক্তি স্বল্পমূল্যে উত্তম ঘোটক বিক্রয় করিবেন, এই আশ্বাস দিয়া আমাকে স্বীয় আলয়ে লইয়া গেলেন। তথায় উপনীত হইয়া দেখি, আর এক সুবেশি পুরুষ কতকগুলি চশ্মা লইয়া বসিয়া আছেন; তিনি আমাদিগকে দেখিয়া কহিলেন, "আমার টাকার বড় প্রয়োজন হইয়াছে, অতএব এই বহুমূল্য দ্রব্যগুলির প্রকৃত মূল্যের তিনাংশের একাংশ পাইলেই বিক্রয় করিতে পারি।" ইহা শুনিয়া সেই প্রবীণ ব্যক্তি আমার কাণে কাণে কহিলেন, "বাপু, এ দ্রব্যগুলীন এই দণ্ডে ক্রয় কর, এমন্ সুযোগ আর পাইবে না।" আমি হতবুদ্ধি হইয়া প্রতারকের কুহকমন্ত্রে তৎক্ষণাৎ ভুলিয়া গেলাম; কিন্তু বিক্রেতার যতগুলি চশ্মা ছিল, টাকার অসদ্ভাব প্রযুক্ত সমুদায় ক্রয় করিতে অশক্ত হইয়া ফ্লান্বারকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। তিনিও ধূর্ত্তদের অমিয়বাক্যে মোহিত ও প্রতারিত হইলেন, সুতরাং উভয়ে তৎসমুদায় দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ক্রয় করা গেল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হর্চেলের পরামর্শ বিরুদ্ধ জ্ঞানে তাঁহাকে শত্রুপ্রায় বিবেচনা হইতে লাগিল।

আমার পরিজনেরা ধনিদের সমকক্ষ হইয়া চলিবার অনেক চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু পরিণামে কোন না কোন দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বারম্বার ক্ষুব্ধ ও নিরাশ করিতে লাগিল। আমিও সেই সেই সুযোগে তাঁহাদের দুরাকাঙ্ক্ষার ভৎর্সনা ও পরিমিতরূপে চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। একদা তাঁহাদিগকে সম্বোধিয়া কহিলাম, "হে প্রিয়তমগণ, তোমরা ধনীর ন্যায় চলিতে কি জন্য বৃথা চেষ্টা করিতেছ? তোমাদের যেমন অবস্থা তদনুযায়ী চল, সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারিবে। দেখ, দীনব্যক্তি দুরাশাগ্রস্ত হইয়া সমকক্ষ লোকের সহবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভাগ্যবানের সহিত মিলিত হইলে তাহার দুর্গতির পরিসীমা থাকে না; সে নির্দ্ধন সমাজে ঘৃণিত ও ধনীদিগের হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে। হে প্রিয়তম ডিক্, তুমি অদ্য যে পাঠ পড়িতেছিলে, তাহা আমাদিগকে শ্রবণ করাও।" ডিক্ পাঠ করিতে লাগিল:—

"কোন সময়ে এক অসুর ও বামণ এই দুই জনে মিত্রতা হয়। ইহারা একদা দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে দুইজন বীরের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। বামণ অতিশয় সাহসী পূর্ব্বক তাহাদের একজনকে অস্ত্রাঘাত করিল; তদ্দ্বারা সেই বীর পুরুষের কিছুই হইল না; কিন্তু সে কোপাসক্ত হইয়া বামণের আস্কন্ধ বাহুমূল ছেদন করিয়া ফেলিল। বামণ একবাহু হইলেন। ইত্যবসরে অসুর আসিয়া ঐ দুইজনের শিরশ্ছেদন করিয়া জয়পতকা উড্ডীন করিল। দুইবন্ধু পুনর্জ্জিগীষু হইয়া গমন করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে দেখে, তিন জন যথেচ্ছাচারি কামুক একটী কুলকামিনীর সতীত্ব হরণাভিপ্রায়ে তাহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক লইয়া যাইতেছে, দেখিয়া তাহারা ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইল। বামণ অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে অস্ত্রপ্রহার করিলে তাহারাও ক্রোধান্ধ হইয়া তাহার এক চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলিল। ইত্যবসরে অসুরকে হুহুঙ্কার শব্দে সম্মুখিন্ হইতে দেখিয়া কামুকত্রয় প্রাণভয়ে পলায়নপর হইল। ঐ কুলকামিনী মুক্ত হইয়া অসুরকে বিবাহ করিল। উপর্য্যুপরি দুইবার বিজয় লাভে বন্ধুদ্বয়ের আনন্দের সীমা রহিল না। ইহারা পুনর্ব্বার অকুতোভয়ে যাইতে যাইতে জনকত দস্যুর সম্মুখীন হইল। অসুর অগ্রসর হইয়া তাহাদের অনেককে নিহত করিতে লাগিল; শত্রুরা তাহার কোন অপকার করিতে না পারিয়া বামণের একটা চরণ ছেদন করিয়া দিল। তৃতীয় বারেও ইহারা বিজয়ী হয়; তখন অসুরের আনন্দ-কোলাহলে ও জয়শব্দে দিগন্তর শব্দায়িত হইতে লাগিল; সে হর্ষগদগদ চিত্তে বামণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল, "ওহে ভাই, এইবার যুদ্ধ করিলেই আমরা ভুবন বিজয়ী হই; সাহস করিয়া চল।" বামণ কহিল, ভাই আমি আর যুদ্ধ করিতে চাহিনা; তোমার সহিত মিলিত হওয়াই আমার অকর্ত্তব্য হইয়াছে। দেখ, উপর্য্যুপরি যতবার জয়লাভ হইল, তদ্দ্বারা তোমারই খ্যাতি প্রতিপত্তি ও সুখসৌভাগ্য বৃদ্ধি হইতেছে; এমন কি স্ত্রীরত্ন পর্য্যন্ত হস্তগত করিয়াছ। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আমার হস্ত, পাদ চক্ষুর অপচয় হইয়া গেল।"

আমি এই কাহিনীর তাৎপর্য্যার্থ ব্যাখ্যা করিবার উপক্রম করিতেছি, ইত্যবসরে বর্চেলের সহিত আমার স্ত্রীর তুমুল কলহ চলিতেছে দেখিয়া তন্মনস্ক হইলাম। প্রণয়িনী কন্যাদিগের লণ্ডনযাত্রা মঙ্গল পক্ষে যত প্রতিপন্ন করিতেছেন, বর্চেল ততই অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাহাদের গমন স্থগিৎ করিবার পরামর্শ দিতে-

ছেন। পরিশেষে আমার স্ত্রী ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বর্চেলকে তর্জ্জয়া কহিলেন, "রে মূর্খ, তুই যেজন্য আমাদের এই মঙ্গল-কার্য্যে ব্যাঘাৎ জন্মাইতেছিস্; তাহা জানা-গিয়াছে; তোর মুখাবলোকনেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; সম্প্রতি দূর হইয়া যা।" ইহা শুনিয়া বর্চেল বিনীতভাবে কহিলেন, "আর্য্যে, কোন গুপ্তকারণ আছে বলিয়াই আপনার কন্যা-দিগের গমন স্থগিৎ করিবার প্রয়াস পাইতেছি; নতুবা কোন কথাই কহিতাম না। সে যাহা হউক, আমার এস্থানে আসাই অকর্ত্তব্য, আসিয়া কেবল আপনার ক্রোধানলে দহ্যমান হইতে হয়; তথাপি আপনাদের সহিত আন্ত-রিক সৌহার্দ জন্মিয়াছে বলিয়া আর একবার মাত্র আসিয়া চিরবিদায় লইয়া প্রস্থান করিব।" তিনি এই কথা বলিয়া অম্লান বদনে উঠিয়া গেলেন।

বর্চেল গমন করিলে আমি স্ত্রীকে সম্বোধিয়া কহিলাম, "কান্তে, অতিথিকে কি এইরূপ কঠ বাক্যে তাড়না করিয়া ভাল কর্ম্ম করিলে? ছি, ছি, ভদ্রলোকের কি এই উচিত? দেখ, বর্চেল আমাদের কত উপকার করিয়াছেন, তাঁহাকে দূরীকৃত করিয়া তুমি কি পর্য্যন্ত কৃত-ঘ্নতা প্রকাশ করিয়াছ।" ভার্য্যা কহিলেন,

"অয়ি নাথ, তুমি বর্চেলের দুষ্টাভিসন্ধি জানিতে পারিলে কখনই এরূপ কহিতে না; তাহার মনোগত বাঞ্ছা, সোপিয়ার সহিত এখানে প্রতি-দিন আমোদ প্রমোদ করিতে পায়; সুতরাং কন্যারা নগরে যাইলে তাহাতে বঞ্চিত হইবে বলিয়া সম্প্রতি এরূপ কুপরামর্শ প্রদান করি-তেছে। সে যাহাহউক, সোফিয়া বর্চেলের সদৃশ উচ্ছৃঙ্খলোকের সংসর্গে নষ্ট হওয়া অপেক্ষা নগরে সৎপ্রকৃতি ও মার্জ্জিত বুদ্ধি ব্যক্তির সহবাসে সহস্রগুণে উপকৃত হইতে পারিবে।" ইহা শুনিয়া কহিলাম "ভার্য্যে, তুমি কি বর্চে-লকে উচ্ছৃঙ্খ বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছ? ইহা তোমার বুঝিবার ভ্রান্তি মাত্র। প্রত্যুত, সময়ে সময়ে তিনি এরূপ জ্ঞানগর্ভ কথাবার্ত্তা কহেন, যদ্দ্বারা তাঁহাকে পরম সভ্য ও জ্ঞানী বলিয়া বিশ্বাস জন্মে। সোফিয়ে, বর্চেল তোমাকে যথার্থ ভালবাসেন কি না, তাহার কিছু অনুধাবন করিতে পারিয়াছ?" সোফিয়া কহিলেন, "আমি এই পর্য্যন্ত কহিতে পারি, তাঁহার অমায়িক ও প্রণয়গর্ভ কথা বার্ত্তাদ্বারা তাঁহাকে প্রকৃত বিচক্ষণ বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে;" কুমারী ইহা কহিয়া লজ্জায় অধোমুখী হইলেন। আমি কহিলাম, "কন্যা, অলস ও অদূরদর্শি ব্যক্তিরা কেবল কথাদ্বারা আপনাদিগকে জ্ঞানী

বলিয়া জানাইতে চাহে; বস্তুতঃ তাহাদের সে-রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার কোন ক্ষমতা নাই। সে যাহাহউক, এখন বর্চেলের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নগরে যাইয়া উপযুক্ত পাত্রে ন্যস্তা হও; তদ্দারা সুখের ইয়ত্তা থাকিবে না। দীন ব্যক্তির গৃহিণী হইলে অন্ন বস্ত্রের কষ্ট পাইতে হইবেক।"

ইহা শুনিয়া সোফিয়ার মনে কিরূপ ভাবোদয় হইল, তাহা বলিতে পারি না। অবশ্য স্বীকার করিব, বর্চেল ঐরূপে দূরীকৃত হওয়াতে আমার তাদৃশ অসন্তোষ জন্মে নাই; প্রত্যুত, দুর্জ্জন বিবেচনায় তাহাকে গৃহবহিস্কৃত করায় শ্রেয়ঃ হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা হইতে লাগিল। অতিথির অপমান অতি দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু যে অতিথি গৃহস্থের অমঙ্গল কামনা করে তাহাকে আশ্রয় না দেওয়াই শ্রেয়ঃ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়॥

পরিজনদিগের মনস্তাপ। মনুষ্যের অদূরদর্শিতা ও ভ্রান্তি প্রযুক্ত বাস্তবিক মঙ্গলকেও অমঙ্গল বলিয়া বিশ্বাস হয়।

আমার কন্যাদিগের লণ্ডন নগরে শুভগমনের দিন ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।

কিন্তু ভাগ্যবানের গৃহে হীন বেশে বা রিক্তহস্তে যাওয়া বিধেয় নহে; বিশেষতঃ বিষয়কার্য্যের স্থলে তদবস্থায় গমন করিলে লাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব নগরীয় যুবতীদ্বয়কে যৎকিঞ্চিৎ উপঢৌকন দিয়া অভিবাদন করা শ্রেয়ঃ বিবেচনায় কিছু অর্থসংগ্রহ করা অত্যাবশ্যক হইল। অধুনা কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত যে একটা অশ্ব ছিল, সঙ্গি-বিরহে কার্য্য করিবার তাহার তাদৃশ ক্ষমতা ও ব্যগ্রতা ছিল না; তাহাকেই বিক্রয় করিয়া উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করা বিহিত বোধ হইল। গতবার প্রতারিত হইয়া পরিজনগণ সতর্ক হইয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই একমত হইয়া এবার আমাকেই অশ্ব বিক্রয় করিবার ভারার্পণ করিলেন। পরদিন প্রভাতে ঘোটক লইয়া হট্টে উপনীত হইলাম; কিন্তু দুই চারি দণ্ড কোন ক্রেতাই আইল না। পরিশেষে দুই চারিজন আসিয়াও অশ্বের নানা দোষোদ্‌ঘোষণ পূর্ব্বক পরাঙ্মুখ হইয়া চলিয়া গেল। ফলতঃ আমি উভয়শঙ্কটে পড়িলাম।

আমি এইরূপে ম্রিয়মাণ হইয়া চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতেছি, ইত্যবসরে কোন পূর্ব্ব-পরিচিত ধর্ম্মাধ্যক্ষের নয়নপথে পতিত হইলাম। তিনি আমাকে দেখিবা মাত্র "বন্ধো, বন্ধো," এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া নিকটবর্ত্তী হইলেন;

এবং তৎকালোচিত শিষ্টাচার করণানন্তর পরম যত্নে এক পান্থমন্দিরে লইয়া গেলেন। তথায় গিয়া দেখি, এক বৃদ্ধ অনন্যমনা হইয়া কোন পুস্তক বিশেষের আলোচনা করিতেছেন। তাঁহার আকৃতি অতি মনোহর; জরার প্রাদুর্ভাবে তাঁহার শরীরের আর কিছুই বিকৃতি হয় নাই, কেবল মস্তকের কেশ ধবল বর্ণ হইয়াছিল। অপিচ, তাঁহার পীবর তনু ও মনোহর কান্তি দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, তিনি কোন কালেই স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম লঙ্ঘন করেন নাই। সে যাহাহউক, পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাধ্যক্ষের সহিত আমার অনেক কথোপকথন চলিতে লাগিল; প্রাচীন তাহাতে শ্রুতিপাতও করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে এক যুবক কুটীরে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধের নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে পঞ্চাশৎ মুদ্রা প্রদান করিলেন ও কহিলেন "বৎস, পরোপকার পরমধর্ম্ম; দরিদ্রের সাহায্য করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমার যথাসাধ্য এই পঞ্চাশটী টাকা দিলাম; বোধ হয়, ইহাদ্বারা তোমার যৎকিঞ্চিৎ উপকার দর্শিতে পারে।" যুবক সকৃতজ্ঞ চিত্তে আনন্দ বাস্পবারি বিসর্জ্জন করিয়া প্রস্থান করিল। আমিও বৃদ্ধের এরূপ অসাধারণ দয়াদাক্ষিণ্য দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন

হইলাম। তিনিও গ্রন্থপাঠে মনঃসংযোগ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আমার সহযোগি বন্ধু কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে হট্টে যাইতে উদ্যত হইয়া আমাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, "হে মহানুভব প্রিমরোজ, বহুকালান্তে আপনকার সাধুসঙ্গ লাভে চরিতার্থ হইয়াছি; অনুমতি করিলে হট্ট হইতে শীঘ্র কার্য্যোদ্ধার করিয়া আসি।" তিনি ইহা কহিয়া প্রস্থান করিলেন। প্রবীণ আমার নামোল্লেখ শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল আমার মুখাবলোকন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহাশয়, যিনি ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগের দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহ নিবারণ কল্পে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই মহাত্মা প্রিমরোজের আপনি কি কোন সম্পর্কীয়?" আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদিত করিলাম, "হে মহানুভব, আপনি নিজগুণে যাহাকে মহাত্মা শব্দে বাচ্য করিলেন, সেই অকিঞ্চন আমি।" প্রবীণ এই কথা শুনিয়া, কি বলিয়া যে আমার স্তুতিবাদ ও গুণানুকীর্ত্তন করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। ফলতঃ তাঁহার সহিত অতিশয় সৌহার্দ্দ জন্মিল। তাঁহাকে ধার্ম্মিক বিবেচনায় কহিলাম, "মহাশয়, পৃথিবীর লোকে বিষয় বিষয় করিয়া কেবল অনর্থক দ্বন্দ্ব করিতেছে; পরব্রহ্মে কাহারো তাদৃশ মনঃসংযোগ

নাই।" প্রাচীন প্রত্যুক্তি করিলেন, "মহাশয়, পৃথিবীর সৃষ্টির বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্ত করিতে কোন পণ্ডিতই পারেন নাই; নানা বিচক্ষণ তদ্বিষয়ে নানা মতামত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সেঞ্চুনিথন্, মানিথো, বিরোসস্ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়েরা তদ্বিষয়ের কিছুই মীমাংসা করিতে পারেন নাই। পরিশেষে লুকেনস্—" বৃদ্ধ এই পর্য্যন্ত কহিয়া হঠাৎ কহিয়া উঠিলেন, "মহাশয়, ক্ষমা করুন; অন্যমনস্ক হইয়া এক কহিতে আর কহিয়া বসিয়াছি।" বস্তুতঃ আমি তাঁহাকে যে কথা কহিতেছিলাম, পৃথিবীর সৃষ্টিবিষয়ক প্রসঙ্গের সহিত তাহার সংস্রব কি? সে যাহাহউক, বৃদ্ধের ঐ সকল কথায় তাঁহাকে পণ্ডিত বিবেচনা হইল। পরন্তু প্রবীণ কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি নিমিত্ত হট্টে আসিয়াছিলেন?" আমি প্রত্যুত্তর দিলাম, "ঘোটক বিক্রয় জন্য।" তখন তিনি অশ্ব ক্রয় করিতে ব্যগ্র হইলে, আমি তাঁহাকে ঘোটক আনিয়া দেখাইলাম। তৎক্ষণাৎ উহার মূল্য তিনশত মুদ্রা নির্দ্ধারিত হইল। কিন্তু তৎকালে তাঁহার টাকার অসদ্ভাব প্রযুক্ত তিনশত মুদ্রার একখান নোট বাহির করিয়া স্বীয় ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিলেন, "এব্রাহাম, এই নোটখানি বাজার হইতে বিনিময় করিয়া

আন।" কিঙ্কর যাহা আজ্ঞা বলিয়া গমন করিল, সে কিয়ৎক্ষণ পরে প্রত্যাগত হইয়া বিজ্ঞাপন করিল, "প্রভো সমস্ত বাজার পরিক্রম করিলাম, কিন্তু কোথাও টাকা পাইলাম না।" তখন জেঙ্কিন্‌সন্ নামা ঐ প্রাচীন ব্যক্তি ক্ষণেক চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি ফ্লাম্বারাকে জানেন?" আমি কহিলাম, "তিনি আমার প্রতিবাসী ও তাঁহার সহিত বিলক্ষণ বন্ধুতা আছে।" ইহা শুনিয়া বৃদ্ধ কহিলেন, "মহাশয়, উত্তম যোগাযোগ হইয়াছে; আমি আপনাকে তিন শত মুদ্রার এক খানি হুণ্ডী দিতেছি, তাঁহাকে দেখাইবা মাত্রেই টাকা পাইবেন।" এই বলিয়া হুণ্ডীতে স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিয়া আমার হস্তে দিলেন, এবং অশ্ব লইয়া ভৃত্য সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন।

আমি হুণ্ডী লইয়া পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলাম, অপরিচিত ব্যক্তির হুণ্ডী লওয়া অকর্ত্তব্য হইয়াছে, কি জানি যদি প্রতারণা করিয়া থাকে। এই বিবেচনায় তাহার হুণ্ডী প্রতিদান করিয়া অশ্ব ফিরাইয়া আনিতে উৎসুক হইতে লাগিলাম; কিন্তু এখন আর তাহার দেখা পাইব কি না, এইরূপ তর্ক করিয়া অগত্যা গৃহাভিমুখে গমন করিতে হইল।

ফ্লাম্বারা স্বীয় দ্বারদেশে বসিয়া তাম্রকূট ধূমপান করিতেছিলেন; তাঁহার হস্তে হুণ্ডীখানি ন্যস্ত করিলাম। তিনি উপর্য্যুপরি দুইবার পাঠ করিয়া কহিলেন, "ভাই, সর্ব্বনাশ করিয়া বসিয়াছ? এই জেঙ্কিন্‌সনের তুল্য দ্বিতীয় গৃধ্নিভেদক ও প্রতারক নাই বলিলেই হয়। এই দুরাত্মা আমাদিগকে কৃত্রিম চর্ম্ম বিক্রয় করিয়াছিল।" আমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলাম, "ভাই তাহার আকার প্রকার কিরূপ বল দেখি?" ফ্লাম্বারা কহিলেন, "তাহার কান্তিপুষ্ট কলেবর, মস্তকে ধবল কেশ, বয়ঃক্রম ষষ্টিবর্ষ বোধ হয়॥ সে পৃথিবীর সৃষ্টি-বিষয়ক কয়েকটী প্রসঙ্গ শিখিয়া রাখিয়াছে, লোক বিশেষের সাক্ষাতে সেই কয়েকটীর আলোচনা মাত্র করিয়া থাকে।" ইহা শুনিয়া আমার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল; বৃদ্ধাবস্থায় প্রতারিত হইয়া কোন্ লজ্জায় পরিজনদিগের সম্মুখে যাইব, তাহারাই বা আমাকে কত ভর্ৎসনা করিবে, এই ভাবিয়া ব্যাকুল হইতে লাগিলাম।

এইরূপে মনে মনে নানা তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে ভয়াক্তচিত্তে গৃহদ্বারে উপনীত হইলাম। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখি; আমার স্ত্রী ও কন্যারা আলুলায়িত কেশে হাহাকার শব্দে ক্রন্দন করিতেছেন। শুনিলাম, পূর্ব্বোক্ত

যুবতীদ্বয় কোন দুষ্টলোকের প্রমুখাৎ আমাদের কুৎসা শুনিয়া অবজ্ঞা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। পরিজনগণের এতদূর মনস্তাপ হইয়াছিল, যে আমি যেরূপ প্রতারিত হইয়াছি, তৎসমুদয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেও কেহই কোন কথার উল্লেখ করিলেন না। অধুনা দুঃখের বিষয় এই আমাদের চিরসঙ্কল্পিত সুখ-সৌভাগ্য অকালে উন্মূলিত হইয়া গেল। কোন্ ব্যক্তি এরূপ দারুণ শত্রুতা প্রকাশ করিয়াছে, তাহার কিছুই সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

পঞ্চদশ অধ্যায়॥

বর্চেলের শত্রুতা প্রকাশ হইয়া পড়িল। অতি বুদ্ধির বিপরীত ফল।

শত্রুর অনুসন্ধানেই সমস্তদিন অতিবাহিত করা গেল; রজনীতে গুরুতর উদ্বেগ প্রযুক্ত পরিজনগণের নিদ্রা পর্য্যন্ত হইল না। পরদিবস একদা সকলে একত্র হইয়া শত্রুকে ধরিবার নানা উপায় কল্পনা করা যাইতেছে, ইত্যবসরে আমার কোন শিশুপুত্র একটী ক্ষুদ্র দপ্তর হস্তে করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল॥ ঐ দপ্তরটী বর্চেলের কক্ষে কতবার দেখা গিয়াছে, সুতরাং তাঁহার অনবধানতা প্রযুক্ত ইহা স্খলিত

হইয়া পড়িয়া গিয়া থাকিবেক, এইরূপ অনুভূত হইতে লাগিল। পরন্তু দপ্তর খুলিয়া দেখিলাম, তাহাতে নানাপ্রকার লিখিত কাগজপত্র রহিয়াছে; তন্মধ্যে একখানি পত্রবিশেষে দৃষ্টি-সংযোগ হওয়াতে সাতিশয় কৌতূহল জন্মিল। স্কেগ্ ও ব্লার্ণি নাম্নী যুবতীদিগের নামে উহার শিরোনামা লিখিত হইয়াছে। ইহা দেখিবা মাত্রেই প্রতিপন্ন করা গেল, দুরাত্মা বর্চেল আমাদের এই অনিষ্ট সাধন করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু সোফিয়া তাহা কোনক্রমেই বিশ্বাস করিলেন না; প্রত্যুত, তিনি যথাসাধ্য বর্চেলের পক্ষ-সমর্থন করিতে লাগিলেন; সুতরাং পত্রের উদ্দেশ্য যাবৎ না জানা যায়, তাবৎ এবিষয়ের মীমাংসা হইবেক না বলিয়া, পত্র খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলাম:—

"শ্রীমতীদ্বয়,

তোমাদিগকে কোন্ ব্যক্তি পত্র লিখিতেছেন, পত্রবাহক তৎসবিশেষ ব্যক্ত করিবেক। ধর্ম্মের রক্ষণাবেক্ষণ করা আমার প্রধান উদ্দেশ্য, এবং নির্দ্দোষি ব্যক্তি কুসঙ্গদোষে দূষিত না হয়, আমি নিয়তই এই চেষ্টায় থাকি; সম্প্রতি জনপরম্পরায় শ্রুত হইলাম, তোমরা এই পল্লী-গ্রামস্থ কোন রমণীদ্বয়কে নগরে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছ; তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই, যদি

আপনাদের কল্যাণ চাও, তাদৃশ দুষ্প্রবৃত্তির দমন কর। আমি এ কামিনীদের সহিত অনেক বার একত্রে বসবাস করিয়াছি; সুতরাং তাহাদের রীতিচরিত্রেরও বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা হইয়াছে; অতএব সতর্ক করিয়া দিতেছি, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও; লইয়া গেলে নিষ্কলঙ্ক কুল কুলুষিত হইবেক; এবং ধর্ম্মেরও মর্য্যাদা থাকিবেক না। অপর, যাহারা আজন্ম চাতুরি কি পদার্থ জানে না, বরং আপনাদের ন্যায় সকলকেই সরল বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে, তাহারা প্রতারিত হইয়া অধর্ম্মতাক্রান্ত হইলে আমার, দুঃখের পরিসীমা থাকিবেক না। পক্ষান্তরে ব্যভিচারিণীরা যাহা ইচ্ছা তাহাই করুক, শঙ্কটাপন্নই হউক, বা উৎসন্নই যাউক, তাহাদের মঙ্গলান্বেষণ করা আমার উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু সুকুমার মতি ও পবিত্র ভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের আসন্ন বিপদ নিবারণার্থে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে প্রস্তুত আছি। অতএব বন্ধুর ন্যায় সদুপদেশ দিতেছি, পূর্ব্বোক্ত যুবতীদ্বয়ের আশা পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান কর; ইহার অন্যথাচরণ করিলে পরিণামে তোমাদিগকে বিস্তর নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবেক॥ ইতি॥"

পত্রপাঠে আমাদের আর তিলার্দ্ধ সন্দেহ রহিল না; আমার স্ত্রী পত্রপাঠ শেষ না হইতেই বর্চেলের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন; তৎকালে তাহার ক্রোধ দেখিয়া আমার পর্য্যন্ত হৃৎকম্প হইতে লাগিল। সোফিয়া অবাঙ্‌মুখী হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন; আমি বর্চেলের এই দারুণ শত্রুতাচরণের অন্য কোন কারণ না দেখিতে পাইয়া স্থির করিলাম, দুরাত্মা আমার কনিষ্ঠা কন্যার প্রতি অতিশয় আসক্ত হইয়া এই সর্ব্বনাশ করিয়া বসিয়াছে; পরন্তু পরামর্শ দ্বারা অবধারিত হইল তাহার কৃতঘ্নতার প্রতিবিধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা এইরূপে বৈরনির্য্যাতন করিবার নানাপ্রকার সংকল্প করিতেছি, ইত্যবসরে অপর শিশু দৌড়িয়া আসিয়া বিজ্ঞাপন করিল, বর্চেল অবিদূরে আগমন করিতেছে। এই সংবাদ শুনিয়া আমোদের পরিসীমা রহিল না; শত্রুর আশু প্রতিবিধান করিব বলিয়া উল্লাসিত হইতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া সহাস্য আস্যে উপবেশন করিলেন; আমরাও মনোগত ভাব কিয়ৎক্ষণ গুপ্ত রাখিয়া তাঁহার সহিত নিয়মিত হাস্যালাপ করিতে লাগিলাম। বর্চেল আমাদের এই কাল্পনিক ভাব স্বভাবিক

জ্ঞানে নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে নানা প্রসঙ্গ করিতেছেন, এমন সময়ে আমি বর্চেলকে ঐ পত্রখানি দেখাইয়া কহিলাম, "ওহে বর্চেল, বড় কথা বার্ত্তায় মত্ত হইয়াছ; এই পত্রখানি কাহার বলিতে পার?" তিনি অকুতোভয়ে প্রত্যুক্তি করিলেন, "হাঁ মহাশয়, ঐ পত্রখানি আমিই লিখিয়াছিলাম; আপনি কুড়াইয়া পাইয়াছেন, পরম মঙ্গলের বিষয়।" আমি ইহা শুনিয়া কোপাশক্ত হইয়া কহিলাম, "কৃতঘ্ন! কোন্ দুঃসাহসে আমাদের এই অনিষ্ট সাধন করিয়াছিস্? এমন দুষ্কর্ম্ম করিতে তোর মনে কি কিছুই ভয় জন্মে নাই?" তিনিও অম্লানবদনে প্রত্যুক্তি করিলেন; "রে কুলাঙ্গার! তুই কোন্ দুঃসাহসে আমার এই গোপনীয় পত্র খুলিয়া দেখিয়াছিস্? জানিস্ না, এই গুরুতর অপরাধের জন্য তোদের সকলকেই ফাঁসি যাইতে হইবে!" আমি দুরাত্মার এই বাক্যপারুষ্যে ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলাম, "রে কৃতঘ্ন! রে নৃশংস! এই মুহূর্ত্তে বাটির বাহির হইয়া যা। তোর পাপময় শরীর স্পর্শে আমার এই পবিত্র আলয় অপবিত্র হইতেছে; দূর কুলাঙ্গার! নির্লজ্জ! নরাধম! দূর, দূর!" ইহা কহিয়া তাহার সেই দপ্তর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। বর্চেল সহাস্য আস্যে তাহা কুড়াইয়া

লইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন। শক্রকে অম্লান বদনে ও অবিকৃতচিত্তে প্রস্থান করিতে দেখিয়া আমার স্ত্রীর ক্ষোভের পরিসীমা রহিল না; তিনি বিষণ্ণ বদনে কহিলেন, "নাথ, এত পরুষবাক্যে দুর্ব্বৃত্ত বর্চেলের কিছুই করিতে পারিলাম না!" কহিলাম, "কান্তে, দুর্জ্জনদিগের লজ্জা নাই; লজ্জা থাকিলেই তাহারা দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক কেন? ইহার এক রূপক আখ্যায়িকা কহি শ্রবণ কর।"

"দুষ্কর্ম্ম ও লজ্জা এই দুই জনের মধ্যে প্রথমতঃ অতিশয় মিত্রতা জন্মে; এবং তাহারা নিয়তই একত্রে বসবাস করিয়া থাকে। ইত্যবসরে নানা কারণ বশতঃ উহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ উপস্থিত হইবার উপক্রম হইল। দুষ্কর্ম্ম লজ্জাকে সর্ব্বদা উত্বেজিত করিতে লাগিল, এবং লজ্জাও দুষ্কর্ম্মের দুষ্টাভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া দিতে লাগিল। অতএব উভয়ে একত্রে থাকিলে আর শ্রেয়ঃ নাই, এইবিবেচনায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। দুষ্কর্ম্ম সাহসী হইয়া যথেচ্ছচার করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু লজ্জা স্বভাবতঃ ভয়শীলা, সে দুষ্কর্ম্মের ভয়ে ধর্ম্মের শরণাগত হইয়া রহিল।"

ষোড়শ অধ্যায়।

পরিজনেরা ছলে কৌশলে ভূস্বামীর গূঢ়াভিপ্রায় জানিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু থরন্‌হিলের চতুরতাপূর্ণ কথাবার্ত্তার কিছুই মর্ম্ম বুঝিতে পারেন না।

অধুনা ভূস্বামী আমাদের গৃহে প্রতিদিন আগমন করিতে লাগিলেন। বর্চেলের অনাগমন নিবন্ধন আমাদের আমোদ প্রমোদের যে কিছু হ্রাসতা হইয়াছিল, থরন্‌হিল তাহা দ্বিগুণতর বৃদ্ধি করিয়া তুলিলেন। তিনি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া আমাদের গৃহে আসিতেন; ও আমরা পিতাপুত্রে ক্ষেত্রকার্য্যে গমন করিলে পরিজনদিগের মনোরঞ্জনার্থ নানাপ্রকার রহস্য কৌতুক করিয়া প্রায় সমস্ত দিন অতিবাহিত করিতেন। কন্যারা নগরে যাইতে না পাইয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছে দেখিয়া তাহাদিগের নিকট নগরের যত কিছু বিষয় আনুপূর্ব্বক বর্ণনা করিয়া তাহাদের এক প্রকার কৌতূহল ভঞ্জন ও মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া দিতেন; এবং তাহাদিগকে তাসঃ ক্রীড়াদি শিক্ষাইতেও ত্রুটি করিতেন না। বিশেষতঃ অ্‌লিবিয়া দিন দিন তাঁহার অধিক স্নেহের পাত্রী হইয়া উঠিলেন। এমন্ কি, ভূস্বামী

রোপ করে এবং তাহা তাথীনীয়দিগকে বলিয়া দেয়। তাহাদের এই কথা কত দূর সত্য তাহা বলাযায় না। যাহা.হউক থেমিষ্টোক্লিসের তত্রত্য শত্রুগণ এই সূত্র পাইয়া স্পার্টিয়দিগের সাহায্যে তাহার দোষ সপ্রমাণ করিলে তাহাকে ধরিবার অদেশ হয় প্রবাদ আছে থেমিসটোক্লিস পাসীনিয়াসের অভিসন্ধিতে সংসৃষ্ট ছিলেন। এই বলিয়া তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিয়া আথেন্সে বলিয়া পাঠাইল। তথায় থেমিষ্টোক্লিসের অনেক শত্রুছিল। তাহারা এই সূত্র পাইয়া পোষকতা দ্বারা তাঁহার সম্পূর্ণ দোষ সপ্রমাণ করিল এবং তাঁহাকে ধরিবার জন্য আর্গসে লোক রওনা করিল। এদিকে থেমিষ্টোক্লিস তাঁহাকে ধরিতে আসিতেছে এই সংবাদ পাইবামাত্র গ্রীসের পশ্চিমবর্ত্তী কর্সাইরা দ্বীপে পলায়ন করিলেন। কিন্তু দ্বীপবাসিরা, তিনি তথায় থাকিলে, তাঁহাকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না এই বিবেচনায় তাঁহাকে দ্বীপে না রাখিয়া ইপিরসের বিপরীত উপকূলে পাঠাইয়া দিল। থেমিষ্টোক্লিস এখন গত্যন্তর বিহীন হইয়া মলোসিয়ান্‌দিগের রাজা আড্‌মিটসকে শত্রু জানিয়াও তাঁহার শরণাগত, হইবার বাসনায় যখন আড্‌মিটসের ভবনে উপস্থিত হইলেন্ তখন আড্‌মিটস্ গৃহে ছিলেন না। কিন্তু রাজপত্নী বন্ধু ভাবে তাঁহার সমুচিত সন্মান করিলেন, এবং ক্ষণকাল পরে স্বামী আসিতেছেন দেখিয়া শিশুরাজ কুমারকে থেকিষ্টোক্লিসের ক্রোড়ে দিয়া তাঁহাকে চুল্লীর নিকটে বসিতে আদেশ করিলেন। এইরূপ করা তথাকার লোকদিগের ক্ষমা প্রার্থনাসূচক ছিল। [illegible] থেমিষ্টোক্লিস সেইরূপ করিয়া বসিয়া [illegible] সময় আড্‌মিটস আসিয়া উপস্থিত [illegible] এবং থেমিষ্টোক্লিসের প্রতি সদয় [illegible] তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন। [illegible] যখন আথেন্‌স এবং স্পার্টা হইতে [illegible] আসিয়া তাহার প্রত্যর্পণের প্রার্থনা করিল, তখন আড্‌মিটস্ বলে তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইবেন না, বিবেচনা করিয়া নানা কৌশলে তাহাকে তথা হইতে সরাইয়া দিলেন। তিনি ইপিরস্ হইতে নির্গত হইয়া অনেকানেক পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক মেসিডেনিয়ায় উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে সমুদ্রের উপকূল বর্ত্তী এক বন্দরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন একখানি জাহাজ আসিয়ায় যাইবার জন্য প্রস্তুত আছে। এক্ষণে তিনি, পারস্যের সম্রাট ব্যতিরেকে তাঁহাকে নির্দয় শত্রুদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে এমন কেহই নাই, মনে মনে এই বিবেচনা করিয়া সেই জাহাজে আরোহণ করিলেন, জাহাজ ছাড়িয়া গেল। পথে বাত্যা উত্থিত হইয়া জাহাজকে ন্যাক্সস দ্বীপে উপস্থিত করিল। এই সময় সীমন্ একদল রণতরী লইয়া তথায় অবস্থিতি করেতে ছিলেন। থেমিষ্টোক্লিস জাহাজের কাপ্তেনের নিকট আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন যদি তুমি আমাকে ধরাইয়া দাও তবে আমি বলিব যে আমি আসিয়ায় যাইবার জন্য এই জাহাজ ভাড়া করিয়াছি। এই কথা বলিলে তোমারও বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। আর যদি তাহা না করিয়া আসিয়ায় পেঁছিয়া দেয় তাহা হইলে তাঁহার যথেষ্ট পুরস্কার দিব। আর আমার [illegible] কৃত হও যে কোন ব্যক্তিকে [illegible] ছাড়িয়া যাইতে অনুমতি করিতে [illegible]। কাপ্তেন তাহাতে সম্মত [illegible] জাহাজ এক দিন এক রাত্রি ঐ [illegible] দূরে নোঙ্গর করিয়া রহিল। [illegible] ছাড়িয়া গিয়া ইফিসসে [illegible] থেমিষ্টোক্লিস তথায় অবতীর্ণ [illegible] কাপ্তেনকে সমুচিত পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন, এবং বন্ধুবান্ধবের নিকট নিরাপদে পৌঁছ সংবাদ প্রেরণ করিলেন। বন্ধুরা তাঁহার সম্পত্তি বজায় রাখিয়া যত টাকা সংগ্রহ করিতে পারিল তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিল।

জারেক্সিস্ যদিও তাঁহাকে প্রভূত পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি সূসার রাজভবনে যাইবার মানস করিলেন। কারণ এক্ষণে জারেক্সিস জীবিত নাই। এখন সূসায় যাইলে অনায়াসেই যুবরাজ আর্টজারেক্সিসের অনুগ্রহের পাত্র হইতে পারিবেন বলিয়া সাহস করিলেন। আর্টজারেক্সিস তখন অতি অল্প দিন মাত্র সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন। থেমিস্টোক্লিস্ চতুর্দ্দিকে অবরুদ্ধ একখানি শকটে আরোহণ করিয়া সূসা যাত্রা করিয়া শকটের নিয়ন্তাদিগকে এই বলিয়া দিলেন যে পারস্যের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একটী গ্রীক্‌যুবতী ক্রয় করিয়াছেন, তাহারা তাহাকে লইয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে পারস্যে সুন্দরী স্ত্রীলোক পাইলেই যেমন খরিদ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে, প্রাচীন কালেও সেই প্রথা প্রচলিত ছিল। থেমিষ্টোক্লিস্ সূসায় পেঁছিলে রাজা সমুচিত সম্মানপুরঃসর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। তিনি এক বৎসরের পর সম্রাটের অনেক সুবিধা করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, কিন্তু এক বৎসর ব্যাপিয়া পারস্য ভাষা না শিখিলে ঐ সকল বিষয় বুঝাইয়া দিতে পারিবেন না এজন্য এক বৎসর সময় প্রার্থনা করিলেন। আর্টজারেক্সিস্ তাহাই স্বীকার করিলেন। অনন্তর এক বৎসর অতীত হইলে থেমিষ্টোক্লিস্ উক্তভাষায় বিলক্ষণ কথা বার্ত্তা কহিতে শিখিলেন, এবং সহজে শীঘ্র শীঘ্র উক্ত ভাষায় বক্তৃতা করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি রাজার এত প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন যে এপর্য্যন্ত কোন গ্রীক তথায় তাঁহার সদৃশ উচ্চপদে অভিষিক্ত হয় নাই। থেমিষ্টোক্লিস সম্রাটের নিকট গ্রীশ জয় করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই লোভে আর্টজারেক্সিস থেমিষ্টোক্লিসের ভরণ পোষণের জন্য তিন নগরের রাজস্ব নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া কিছুদিন পরেই তাঁহাকে আয়োনিয়ায় যাইয়া বাস করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর বিষয়ে অনেকেই অনেক প্রকার কহেন। কেহ বলেন, তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া তথায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কেহ বলেন, তাহা নহে তিনি রাজাকে যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন তাহা সম্পাদন করিতে না পারিয়া আত্ম-হত্যা করিয়া বিনষ্ট হইয়াছিলেন।

থেমিষ্টোক্লিস যে এত বড় লোক ছিলেন, তাঁহার জীবনও এইরূপে পর্য্যবসিত হইল। তাঁহার প্রতিস্পর্দ্ধী আরিষ্টাইডিন্ বহুকাল সম্মানের সহিত কাল যাপন করিয়াছিলেন। থেমিষ্টোক্লিস্ এত দরিদ্র ছিলেন যে তিনি যখন মরেন, তখন চাঁদা করিয়া প্রাকৃত জনের ন্যায় তাঁহার সমাধিকার্য্য

তৎসমুদয় দণ্ডে দণ্ডে বিদিত হইয়া উত্ত্বেজিত হইয়া উঠিলাম। বস্তুতঃ তাহাদের এবিষয়ে হিংসা করিবার স্পষ্ট কারণ ছিল; থরন্‌হিল রাজাবিশেষ ব্যক্তি, আমরা তাঁহার সামান্য প্রজা মাত্র; অতত্রব আমাদের চিত্রপটে, বিশেষতঃ অলিবিয়ার চরণ তলে স্বীয় প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করাইয়া আমাদের যৎপরোনাস্তি গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন দেখিয়া লোকের সহজেই ঈর্ষ্যা জন্মিতে পারে।

পরন্তু, ভূস্বামী যাবৎ অলিবিয়ার পাণিগ্রহণ না করিবেন, তাবৎ শত্রুরা এইরূপে বিরক্ত করিতে থাকিবেক, ইহা বিবেচনা করিয়া থরন্‌হিলের গূঢ়াভিপ্রায় জানিবার পরামর্শ হইতে লাগিল। আমার স্ত্রী কহিলেন, প্রথমতঃ অলিবিয়ার বিবাহের কথা উত্থাপিত করিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত পাত্র বিশেষে ন্যস্ত করিবার প্রসঙ্গচ্ছলে ভূস্বামীর মনের কথা আকর্ষণ করা যাইবেক। যদি অলিবিয়ার প্রতি তাঁহার যথার্থ আশক্তি জন্মিয়া থাকে, তিনি তচ্ছ্রবণে অবশ্যই স্বয়ং বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইবেন; পাত্রান্তরের চেষ্টা করিতে দিবেন না। পক্ষান্তরে, যদি এবিষয়ে তাঁহার তাদৃশ অনুরাগ না দেখা যায়, কাজে কাজেই অন্য পাত্র অন্বেষণ করিতে হইবেক। সকলেই এই যুক্তির অনুমোদন করিলেন। একদা থরন্‌হিল গৃহে আগমন করিলে প্রণয়িনী সঙ্কল্পিত বিষয়টী কার্য্যে পরিণত করিবার কথা উত্থাপন করিলেন; কন্যারাও তৎকালে অন্য কুটীর মধ্যে গুপ্তভাবে থাকিয়া ইহাদের কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন। আমার স্ত্রী কথা প্রসঙ্গে ভূস্বামীকে সম্বোধিয়া কহিলেন, "হে মান্যবর, বিষয় বিভব না থাকিলে কন্যাদিগের বিবাহ হওয়া দুষ্কর; অন্ততঃ সৎপাত্রের সংঘটন হওয়া সুদূর পরাহত। লোক এমনই স্বার্থপর, যে, কন্যা সরস্বতীর ন্যায় গুণবতীই হউক, অথবা লক্ষ্মী সদৃশী ত্রিভুবন মোহিনীই হউক, ধন না থাকিলে কেহই বিবাহ করিতে চাহে না।" থরন্‌হিল কহিলেন, আর্য্যে আপনি যথার্থ কহিয়াছেন; ধন না থাকিলে কেহই কাহাকে গ্রাহ্য করে না। আমি যদি রাজ্যেশ্বর হইতাম, তবে নির্দ্ধন অবলাদিগের বিবাহের কিছুই ভাবনা থাকিত না; আমি স্বয়ং ধনদান করিয়া তাহাদের পরিণয়োৎসব সম্পন্ন করিয়া দিতাম। তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে অলিবিয়া ও সোফিয়ার উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া বিবাহ দিতাম সন্দেহ নাই। স্ত্রী কহিলেন, "ইহা মহাশয়ের মহত্ত্বের অনুরূপ বাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছে; অবশ্য স্বীকার করি। অপর, আমিও যদি রাজ্যেশ্বরী হইতাম, তাহা হইলে

অলিবিয়ার বিবাহের চিন্তা থাকিত না; কতশত সুরূপ ও সদ্‌গুণান্বিত রাজপুত্র দ্বারস্থ হইয়া তাহার পাণিগ্রহণের চেষ্টা করিতেন। সে যাহা হউক, কন্যা পূর্ণ-যৌবনা হইয়া উঠিয়াছে; রূপের অনুরূপ গুণও জাজ্বল্যমান্; অতএব, আপনি ভুস্বামী, বিবেচনা করিয়া তাহাকে সৎ-পাত্রে ন্যস্তা করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য।" থরন্‌হিল প্রত্যুক্তি করিলেন, ভদ্রে, আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে অপ্সরা বলিলেই হয়; রূপবান্ গুণবান্ যশস্বান্ ও ধনবান ব্যক্তি ব্যতিরেকে কেহই তাঁহার উপযুক্ত স্বামী হইতে পারে না। প্রণয়িনী কহিলেন, "মহাশয়, এমন্ কোন ব্যক্তিকে জানেন? "ভুস্বামী প্রত্যুত্তর দিলেন, "আর্য্যে, পৃথিবীতে এমন্ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ আছে কি না সন্দেহ; বস্তুতঃ অলিবিয়ার সদৃশ অমূল্য স্ত্রীরত্ন একাকী ভোগ করে, এমন্ উপযুক্ত পাত্র অতি দুষ্প্রাপ্য;—অলিবিয়া অতি মানবী;—কোন অপ্সরা শাপভ্রষ্টা হইয়া নরলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া প্রণয়িনী কহিলেন, "মহাভাগ, আমার দুহিতা এত প্রশংসাবাদের উপযুক্ত পাত্রী নহে; আপনি অত্যুক্তি করিয়া বলিতেছেন, সন্দেহ নাই। সে যাহাহউক, আমরা উইলেম্ নামা এক জন কৃষককে সুপাত্র বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছি;

সেও আপনার ভূমিতে বাস করিয়া থাকে। যদি আপনার মত হয়, তাঁহাকেই কন্যা সম্প্রদান করা যায়।" থরন্‌হিল কহিলেন, "এমন্ অযথা পরামর্শে কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অনুমোদন করিয়া থাকেন? বস্তুতঃ বানরের কণ্ঠে মুক্তাহার দিলে ঐ বহুমূল্য আভরণের যেরূপ অবমাননা করা হয়, অলিবিয়াও নিকৃষ্ট পাত্রে ন্যস্তা হইলে তাদৃশ অবমানিতা ও দুর্দ্দশাপন্না হইবেন।" এইরূপে কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিয়া ভূস্বামী বিদায় লইয়া গেলেন। আমরা থরন্‌হিলের কথা বার্ত্তার কিছুই মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না; সুতরাং তিনি অলিবিয়ার পাণিগ্রহণ করিতে যথার্থ ইচ্ছুক কি না, তাহাও অপ্রকাশিরহিল। সে যাহাহউক, তাঁহার কথার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমার বোধ হইতে লাগিল, বিবাহ করিতে তাঁহার তাদৃশ আগ্রহ নাই; অন্য কোন কারণ বশতঃ তিনি তৎপ্রতি এত আসক্ত হইয়া থাকিবেন। এই বিবেচনায়, উইলেম্‌কেই কন্যা সম্প্রদান করা বিহিত বোধ হইল।

(ক্রমশঃ)

স্বভাবের সকলই সুন্দর।

স্বভাবের যাহা কিছু করি বিলোকন,
সকলেই করে মোর চিত্ত বিনোদন

সামান্য ঐ শষ্পগুলি মৃত্তিকা শয্যায়,
কেমন সরল ভাবে জীবন কাটায়।
সবে মিলে একসনে মিলে জুলে রয়,
ভাবনা নাহিক মনে প্রফুল্ল হৃদয়।
ধরিত্রী ধাত্রির রূপে বক্ষে রক্ষে করে,
আহার যোগান তিনি আপনার করে।
সমীর শীতল বাস করিছে ব্যজন,
নিশির শিশির করে অঙ্গ প্রক্ষ্যালন।
রবিকর দেয় হার, অতি শোভাময়,
শিশির সংযোগে গাঁথি, প্রত্যুষ সময়।
কুটিরের এক ধারে ইহাদের বাস,
মানুষের মত নাই, কোনরূপ আস।
সহজে কাটায় দিন উল্লাসিত মনে!
বিশুদ্ধ বিমল সুখ, পায় অযতনে।

"মৃত্যুর অগ্রে প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য।"

যাহাদিগের অর্থোপার্জ্জনই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, এবং যাহারা অর্থের জন্যই আপনাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রতি দৃকপাত না করিয়া কেবল অধর্ম্মাচরণ দ্বারা এই পরম মনুষ্য জীবন অবাধে নষ্ট করে, তাহাদিগকে মৃত্যুকালে অশেষ যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইতে হয়। সে যন্ত্রণা যে কিরূপ অসহনীয় তাহা লেখনী দ্বারা

ব্যক্ত করা সহজ নহে। দুই বলিষ্ঠ ব্যক্তি আপনাদের মধ্যস্থলে এক জন জীর্ণ শীর্ণ ব্যক্তিকে স্থাপনানন্তর তাহার বাহুদ্বয় দুইদিক হইতে দুই জনে বল পূর্ব্বক টানিলে তাহাতে তাহাকে যেরূপ দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, মৃত্যু কালীন ঐ পার্থিব বিষয়াসক্ত ব্যক্তির সেইরূপ গতি হইয়া থাকে। এক দিকে ভয়ানক মৃত্যু আসিয়া বল সহকারে তাহাকে টানিতে থাকে, অপর দিকে তাহার চির জীবনের সঞ্চিত ধন। এক্ষণে এ ব্যক্তির কি দুর্গতি! যে পর্য্যন্ত না মৃত্যু তাহাকে আপনার আলয়ে লইয়া যায়, সে পর্য্যন্ত তাহার ক্লেশের আর পরিসীমা থাকে না। তখন তাহাকে এইরূপ খেদ অবশ্য প্রকাশ করিতে হয়।—হায়! আমি কি নরাধম, আমি মনুষ্য জীবন ধারণ করিয়া, জ্ঞান সোপানে আরোহণ করিয়াও যদি বুঝিলাম না, তবে আমার এরূপ দুর্গতি হইবে না তো আর কাহার হইবে। আমি কত লোককে শঠতা বঞ্চণা দ্বারা তাহাদের সমস্ত ধন হইতে বঞ্চিত করিয়াছি। হাঃ, কত লোক আমার নিকট ক্রন্দন করিয়াছে, ও কৃতাঞ্জলিপুটে তাহাদের শোকার্ত্ত নাদ প্রকাশ করিয়া আমার পদানত হইয়াছে, তত্রাচ কিছুতেই আমার মন আর্দ্র হয় নাই। আমি অম্লান

বদনে তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছি। কত বুদ্ধি, কত কৌশল, কত সময়, এই অস্থায়ী অর্থের জন্য ব্যয় করিয়াছি এবং ধর্ম্মকে একেবারে বিসর্জ্জন দিয়াছি। সে সকল আমার কোথায় রহিল!

পতির অত্যাচার।

ক্রমে এই হয়ে এল প্রভাত সময়
চন্দ্র অস্তমিত প্রায়, অরুণ উদয়;
ক্রমে ক্রমে লুকাইল তারকা সকল,
ক্রমে ক্রমে ব্যেপিতেছে লোক কোলাহল,
এ হেন প্রত্যুষে ওই ছাতের উপর
কে এ বালা বেড়াইছে হইয়ে কাতর?
চেয়ে দেখে পূর্ব্বদিকে এক এক বার,
পশ্চিম দিকেতে ফিরে চায় আর বার;
নব অরুণের যেন অনুরাগ ঘটা,
রগ রগ চারিদিকে আরক্তিম ছটা;
কখন বা দেখে তাহা ডুবায়ে নয়ন,
বিষাদে হাসিয়ে হয় বিমর্ষবদন;
থেকে থেকে যেন বকে নিন্দিয়ে কাহারে,
থেকে থেকে যেন জ্বোলে ওঠে একেবারে;
মলিন চন্দ্রের প্রতি কখন বা চায়,
অবিরল অশ্রুজলে চক্ষু ভেসে যায়;

চারিদিকে ফুটে আছে কুসুমের কলি,
কাছে কাছে গান গেয়ে ফিরিতেছে অলি,
প্রসন্ন হইয়ে হাসে দিগঙ্গণাগণ;
নব রাগে সুরঞ্জিত প্রফুল্ল বদন,
যত দেখে প্রকৃতির আনন্দের ভাব,
তত আরো হয় বালা বিষাদে বিভাব;
কখন বা বসে, কভু উঠিয়ে দাঁড়ায়,
কভু বিস্মিতের প্রায় চারিদ্রিকে চায়;
কভু শ্বাস ত্যজে হেন গাঢ় দীর্ঘ ভাবে,
বেগ ভরে যেন দেহ ফেটে প্রাণ যাবে;
ইনিই কি সেই বালা, যাঁর গুণ মালা,
প্রতি পড়সীর কণ্ঠ করে আছে আলা?
রূপে লক্ষ্মী, শীলে সীতা, জ্ঞানে সরস্বতী,
গৌরব মাহত্ম্যে যেন স্বাক্ষাৎ পার্ব্বতী;
নয়নেতে সরলতা, বচনে মাধুরী,
কপোলেতে প্রফুল্লতা, থাকে বাস করি;
রূপ দেখে মনে সসম্ভ্রম ভক্তি হয়,
কথা শুনে শোকার্ত্তের জুড়ায় হৃদয়;
গৃহে যিনি গৃহলক্ষ্মী যেন বিরাজিত,
সহবাসে পরিজন সবে পুলকিত;
যদিও ত্রিকুল আছে আপনি উজ্জ্বল,
যাঁরে পেয়ে আরো প্রভা হয়েছে প্রবল;
ইনিই কি সেই বালা, যাঁহার মহিমা,
যুবতী কুলের এক প্রধান গরীমা?

যদিও ইহাঁর পতি যোগ্য লোক নয়,
এঁর গুণে লোকমাজে ভাল হয়ে রয়;
প্রভাহীন শশি পেয়ে তরণি-কিরণ
আলোময় কোরে রয় সমস্ত ভুবন;
পতিরে বাসেন ভাল প্রাণের সমান,
অন্তরে বাহিরে সদা চাহেন কল্যাণ;
বড়ই বাসনা মনে করেন মানিনী,
পতির গরবে লোকে কবে গরবিনী।

আগেতে দেখেছি, এই অরুণ যেমন,
গৌরবের রাগে এঁরে প্রফুল্ল কেমন!
আজি কেন ওই অস্তোন্মুখ চন্দ্র প্রায়,
নিতান্ত নিষ্প্রভ ভাব! চেনা নাহি যায়;
মানিনীর মনে ছিল পতিগর্ব্ব আশা,
নিদয় করেছে বুঝি সে আশে নিরাশা?
কেমনে গো সাধ্বী সবে হেন অপমান,
পতির বিরাগে সতী রাখে কিগো প্রাণ?
সূর্য্য যদি শুষে লয় সরোবর বারি,
ধরিতে কি পারে প্রাণ কাতরা সফরী?
হায় যে কুসুম ছিল ধরা আলো করে,
কে হানিল উগ্র বজ তাহার উপরে?

শিশু বিনয়ন

আমাদিগের গৃহের বর্ত্তমান অবস্থা স্মরণ করিলে নিতান্তই মনঃপীড়া জন্মে। পরিবারের প্রত্যেক ভাগই অতি দূষিত এবং নিকৃষ্ট ভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছে। পিতা সন্তানকে শিক্ষাদানে অপটু, মাতা সন্তান পালনে অক্ষম, স্বামী ভার্য্যাকে মর্য্যাদা করিতে জানেন না, ভার্য্যা স্বামিকে প্রীতি এবং ভক্তি করিতে অনভিজ্ঞ, সন্তান পিতামাতার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশে অসমর্থ; এইরূপ পরস্পর পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে অক্ষম বলিয়া আমাদিগের গৃহ বিজাতীয় দুঃখ ও ক্লেশের আগার হইয়া রহিয়াছে। আমাদিগের গৃহের সম্পূর্ণ সংস্কার আবশ্যক। কিরূপে আমরা বাল্যকাল হইতেই শিক্ষা লাভ করত বয়োবৃদ্ধি সহকারে মনুষ্যত্ব সঞ্চয় করিয়া আমাদের জীবন যাত্রা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারি, ইহা শিক্ষা করা আমাদিগের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এক্ষণে বালকেরা পিতা মাতার নিকট ধনোপার্জ্জন প্রবৃত্তিই বিশেষরূপে শিক্ষা করে, গৃহের কর্ত্তাগণ নানা প্রকার কুসংস্কার শিক্ষা দেয়, তাহাদের কোমল চিত্তকে সঙ্ক-

চিত ও জড়িত করিয়া ফেলে, তাহারা কোন দিকেই সত্য এবং ন্যায় ব্যবহারের শিক্ষা পায় না, সুতরাং বয়সাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ রূপে কুটিলতা শিক্ষা করে, ও বিষম স্বার্থপর হইয়া উঁড়ায়। কন্যাগণের ত কথাই নাই, তাহারা নীতিশিক্ষা না বিদ্যাশিক্ষা, পিতা মাতার নিকট হইতে উভয় হইতেই বঞ্চিত হয়। বালক যখন বয়প্রাপ্ত হইয়া স্বার্থপর ও ধর্ম্মশূন্য হইয়া উঁড়াইল, কন্যা যখন কেবল শরীরের শোভা সম্পাদান ও স্বার্থসাধনই শিক্ষা করিল, যখন তাহারা পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হইয়া পরিণামে নূতন পরিবারের সৃষ্টি করিবে, সে পরিবার যে কেবল দুঃখ ও বিপদের নিলয় হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অতএব শিশুকে নীতি শিক্ষা দিতে যত্ন করা সকলেরই নিতান্ত আবশ্যক, তাহা হইলে যে আমরা পরিবারের মূল সংস্কার করিতে পারিলাম তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এ সমস্ত বিবেচনা করিয়াই আমরা শিশু বিনয়ন বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

শিশুকে যথারূপে শিক্ষিত করিতে ইচ্ছা করিলে পিতা মাতার চরিত্র ও স্বভাব সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হওয়া উচিত। কারণ শিশুগণের কোমল হৃদয় কিছুমাত্র ভাল মন্দ বিবেচনা

করিতে না পারিয়া যাহা দর্শন বা শ্রবণ করে, তাহাই অনুকরণ করিয়া বসে। বিশেষতঃ পিতামাতার শারীরিক কি মানসিক কোন প্রকার স্বভাব দূষণীয় হইলে সন্তান সন্ততির অমঙ্গলের আর ইয়ত্তা থাকে না। সাধু এবং অসাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা তাঁহারা বংশগত ব্যামোহ বা সুস্থতার ন্যায় আপনাদের পাপ ও পুণ্য উভয়ই সন্তানসন্ততি পরম্পরায় একপ্রকার অখণ্ডরূপে বিন্যস্ত করিতে পারেন। অনেকেই দেখিয়াছেন, এক এক বংশে বা জাতিতে এক এক প্রকার স্বভাব প্রবল থাকে; সেই স্বভাব দেখিয়াই এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে উনি অমুক বংশ বা জাতি সম্ভূত। অতএব পৃথিবীতে যত প্রকার কর্ত্তব্য ভার আছে, তন্মধ্যে পিতামাতার কর্ত্তব্য ভার অতি গুরুতর। তাঁহাদিগের হস্তে এক একটী বংশের সম্পূর্ণ উন্নতি ও অবনতি সমধিক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। এজন্য প্রতি পরিবারের পিতা মাতাকেই আমরা প্রকৃত দেশ-সংস্কর্ত্তা বলিলেও বলিতে পারি। সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিতে গেলে, দেশসংস্কার প্রথম পিতা মাতা দ্বারা আরম্ভ হয়, শিক্ষকেরা তাহা বর্দ্ধিত করেন, এবং প্রতিব্যক্তি তাহাকে পরিণত করিয়া জগতে বিস্তার করিয়া দেন।

এক্ষণে যে প্রণালীতে শিশুশিক্ষা প্রদান করিলে তাহা বিশেষফলোপধায়ক হইতে পারে তদ্বিষয়ে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল।

প্রথমতঃ—সংশোধন অপেক্ষা নিবারণ, এবং বলপূর্ব্বক কর্ত্তব্যসাধন করান অপেক্ষা অনুচিত কার্য্যের বিষম ফল প্রদর্শন করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত রাখা উত্তম কল্প। বিবেচনা করুন, আমরা আমাদের সন্তানদিগকে সাহসী করিতে ইচ্ছা করি। এস্থলে তাহাদিগকে কোন সাহসিক কার্য্যে বল বা উৎসাহ দিয়া নিযুক্ত করান অপেক্ষা তাহাদিগকে দুর্ব্বলতা এবং ভীরুতা হইতে এককালীন নিবৃত্ত রাখাই সমধিক কার্য্যকর।

দ্বিতীয়তঃ—উপদেশ ও শিক্ষা অপেক্ষ দৃষ্টান্ত সমধিক ফলদায়ক।

স্থানীয় বায়ু যেমন শিশুসন্তানগণের শরীরের উপর অলক্ষিতরূপে কার্য্য করে, তেমনি সহবাসের দোষ গুণ তাহারা অলক্ষিত ভাবে গ্রহণ করে।

তৃতীয়তঃ—কতকগুলি মহান্ সত্য উপদেশ দ্বারা শিখান অপেক্ষা সামান্য ও সহজ বিষয় সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা শিশুহৃদয়ে মুদ্রিত করা অধিক কার্য্যকর।

শিশুগণকে কি করা কর্ত্তব্য বলিলে হইবে না, কিরূপে করিতে হয় দেখাইয়া দিতে হইবে, এবং সেই কার্য্য সম্পন্ন হইল কি না তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নিয়ম কার্য্যে ও কার্য্য অভ্যাসে পরিণত না হইলে সে নিয়মে কোন ফল নাই। শিক্ষাকার্য্যে এইটি প্রধান, অথচ ইহাতে যত অমনোযোগ এমন আর কিছুতে দেখা যায় না। এ কার্য্য কর, এতাদৃশ আদেশ অতি সহজ কিন্তু সেই আদেশানুযায়ী কার্য্য করান এবং তাহা জীবনে পরিণত করান সহজ ব্যাপার নহে। বেকন কহিয়াছেন "অভ্যাস দ্বিতীয় প্রকৃতি", সুতরাং আমাদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে যে এই অভ্যাস যেন প্রকৃতিকে বিকৃত করিয়া না ফেলে। প্রকৃতিকে প্রকৃতিস্থ রাখিতে শিক্ষা দেওয়াই প্রকৃত শিক্ষা। ব্যক্তি বিশেষের সঙ্কুচিত ভাব দ্বারা কোমল হৃদয়কে তদবস্থাপন্ন করা প্রকৃত শিক্ষা দানের ফল নহে।

চতুর্থ—কেবল বর্ত্তমান কালের উপর দৃষ্টি না রাখিয়া শিশুদিগের ভাবী জীবনকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগের স্ব স্ব আচরণকে বিশুদ্ধ করিতে হইবে তাহাদের পরিণত বয়সে কোন দোষ না জন্মিতে পারে।

অকাল পরিণত জ্ঞান, অকাল পরিণত মান-

সিক তেজ, অকাল পরিণত বোধ বা অনুভাব, এমন কি অকাল পরিণত উচিত আচরণও স্বভাবের প্রকৃত দৃঢ়তার পরিচয় দেয় না। এতাদৃশ ভাব ভাবীজীবনে অনুরূপ ফল উৎপাদন করিবে ইহা অতি অল্প সম্ভাবনা।

পঞ্চমতঃ—অনুদার ভাব হইতে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

কি ইংলণ্ডে কি এতদ্দেশে শিশুগণকে বাল্য কাল হইতেই এক স্থলে স্পষ্টতরূপে অন্যত্র গূঢ়রূপে অনুদার ভাব শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহারা চতুর্দ্দিক্‌স্থ বস্তু, প্রতিবেশী এবং ঈশ্বর সকলকেই অনুদার ভাবে দর্শন করিতে শিক্ষা পায়। বাল্যকালহইতে ঈশ্বর বিষয়কজ্ঞান শিশুর কোমলান্তঃকরণে সতর্কতা ও বিজ্ঞতা সহকারে নিহিতকরিয়া দিলে উন্নত বয়সে তাহাদের চিত্ত উদার হইয়া দাঁড়াইবে। আমাদিগের একথা মনে করা উচিত যে একজনের অন্তঃকরণে ঈশ্বর বিষয়ক প্রকৃত ভাব বহু দিনে বিশুদ্ধভাব প্রাপ্ত হয়। অতএব শিশুর অন্তঃকরণে যে ধর্ম্ম বীজ নিহিত রহিয়াছে তাহার ক্রমোন্নতি সাধনে যথাকালে যত্ন না করিলে তাহাহইতে সতেজ ধর্ম্মতরু উদ্ভূত না হইয়া বরং সেই বীজ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ক্রমিক উন্নত ভাব ধারণ করিলে সেই উন্নতি যেমন অপরিবর্ত্তনীয় ও স্থায়ী হয় এমন আর কিছুই নহে।

অবোধ-বন্ধু।

মাসিক পত্র।

১ খণ্ড] আষাঢ়, ১২৭৪ সাল। [৫ সংখ্যা

বর্ষা-স্তোত্র।

বিশ্বনাথ! ইতস্ততঃ বিদ্যমান তুমি,
বিদ্যমান তুমি, নাথ, সকল ঋতুতে।
বর্ষাকালে মেঘজালে কি অপূর্ব্ব শোভা,
যাহার আড়ালে মরি চক চক চকে
মানস মোহিয়া খেলা করে বিদ্যুল্লতা;
নিরখি ভাবুক জন আনন্দে মগণ!
সাজিয়াছে থরে থরে জলধর মালা
গগণ ব্যাপিয়া, নীল চন্দ্রাতপে যেন
সুকৌশলে কিবে কারিগরি করা! কোন্
শিল্পী পারে,—কোন্ শিল্পী, এমন সুন্দর
কাজে পটু? দেখিয়াছি বিবিধ বরণ

বস্ত্রে বিনির্ম্মিত চন্দ্রাতপ, সুশোভিত
প্রবাল মুকুতা হীরা খচিত বালরে;
কিন্তু তুলনায় তাহা সমতুল নহে
এর কাছে। সম্ভবে কি কভু—তুমি শিল্পী-
রাজ, রচিয়াছ যাহা—সম্ভবে কি কভু,
উপমেয় তার সঙ্গে নর-কারিগরি?
কি ওটী?—কলাপী, কাদম্বিনী সন্দর্শনে
নাচিছে সুরঙ্গে, হর্ষে বিস্তারি কলাপ।
কিবা কারিগরি ওতে! এমন সুন্দর
চিত্র কোথা কে দেখেছে? কে পারে চিত্রিতে
এমন সুন্দর, মরি, শোভায় অতুল?
হে ভুবন-চিত্রকর, জগত-মোহন!
স্পর্শ করিয়াছে যাহা তোমার তুলিকা,
নয়ন রঞ্জন তাহা শোভার আকর!
অসীম শকতি তব ঘোর গরজনে,
ঘোষিছে বারিদ বজ্র-নিনাদের ছলে;
কাঁপিছে গগণ মহী ওঘোর নির্ঘোষে।
কাঁপিছে সভয়ে পাপী ওভীষণ রবে,
রুদ্র মূর্ত্তী তব, দেব, ভাবি ভয়ঙ্কর।
কিন্তু কি ভয় তোমার নিকটে?—জননী
সম স্নেহময় তুমি, অতুল করুণা
প্রেম তব,—মাতৃস্তনে দিলে দুগ্ধ-সুধা,
সুকুমার স্নেহ দিলে মাতার অন্তরে;
পরম যতনে তাই পালিলা জননী,

ছিলাম অক্ষম যবে আপনা রক্ষণে।
এমন অপার স্নেহ তব, তবে কিসে
ভয়? পাপকর্ম্ম হেতু করিবে বিধান
দণ্ড, দণ্ড নহে তাহা কভু;—মঙ্গলের
জন্য যে দণ্ড বিধান, কেমনে বলিব
তাহা শিবকর নহে? তব দণ্ডবিধি,
নহে দণ্ড-বিধি, সুধু শেখাও মানবে
যাইতে মঙ্গল পথে ছাড়িয়া কুপথ।
করিবে যে দণ্ড তুমি সহিব অম্লান
মুখে, পর পুষ্পাঘাত হ'তে মনে করি
প্রিয়; প্রিয়জন দত্ত যাহা, তাহা হ'তে
আর কিবা আছে তত প্রিয়; এসংসারে
একমাত্র তুমি, প্রিয়, মম প্রিয়তম।
গ্রীষ্ম-তপ্ত ছিল জীবকুল, তাই বৃষ্টি
আইল, শীতল বায়ু সঙ্গেতে লইয়া;—
জুড়াইল ধরা; জীবগণ শীতলিল;
চাতক হইল তৃপ্ত; ভাসিল আহ্লাদে
ভেকগণ, দলে দলে বিল আলবালে
আরম্ভিল গান, মরি মক মক রবে,
শ্রবণ হইল তৃপ্ত ওমধুর গানে।
অপার করুণা তব—প্রেম অসদৃশ,
আবশ্যক যা যখন, সেই দণ্ডে তাহা,
কর বিতরণ; হায়রে, কত যে স্নেহ
তব জীবগণ প্রতি না যায় বর্ণন।

তব প্রেম রাজ্যে নাই কিছুর অভাব,
প্রেমময়, তব প্রেম বর্ণন অতীত।
থামিল বর্ষণ; বৃক্ষ, লতা, গুল্ম স্নানি
ও পবিত্র জলে হ'ল নিরমল গাত্র;
উজ্জ্বল হরিৎবর্ণে শোভিল প্রান্তর।
মৌতকলেবরা দেখি প্রকৃতি প্রতিমা,
আহ্লাদে হাসিলা সূর্য্য পশ্চিম আকাশে।
সকলেরে দেখি আনন্দিত, পরিধিলা,
গগণ সুন্দরী হর্ষে পাঁচ রঙা শাটী,
শোভিল তাহার পাড়ী পূর্ব্বাকাশে, আহ
শক্রধনু ছলে, মরি, মানস মোহন!
কার সাধ্য এ ছবির করে অনুচিত্র?
ধন্য ধন্য ধন্য দেব, তোমার তুলিকা!
অবনী প্লাবিল ঘন বরিষণ জলে;
পূর্ণিল তটিনীগর্ভ—কহিতে বারীশে
তোমার অতুল প্রেম, শ্রবণ মধুর
মরি কল কল রবে গাইয়া দুকুলে
তব সুমঙ্গল গীত, বহিছে প্রবাহ,
সাগর উদ্দেশে খর স্রোত বেগে, তৃণ
শত শত চলিয়াছে একসঙ্গে ভাসি,
পুনঃ ছাড়াছাড়ি সবে; যেন তারা বলে
আমাদেরে,—"এসংসারে তব প্রিয়জন
যত, রে মানব, ভাই বন্ধু দারা সুত,
সম্পর্ক এদের সাথে অতি অল্প দিন,

নিশ্চয় যাইতে হবে ছাড়ি কিছুদিন
পরে; সিন্ধু—যথা আমাদের চিরাশ্রয়,
তোমাদের চিরাশ্রয় সেই শেষগতি।"
এ বাক্যে হে চিরাশ্রয়, কত যে আহ্লাদ
মনে কি আর বলিব, এমন সৌভাগ্য
হবে মম, পাব প্রভু তোমা হেন ধনে—
মিশিব তোমার সঙ্গে ভুঞ্জিব আনন্দ!
ইহা হ'তে প্রার্থনীয় কিবা এ জগতে?
যেখানে হইত পূর্ব্বে শ্রবণ-বধির
রব, সেই গোষ্ঠ আজি প্রশান্ত নিলয়;
না বিচরে তথা আর গ্রাম্য পশুগণ।
ভাসিয়াছে জলে চারি দিক।—সমতল
এবে পথ ঘাট মাঠ রজত থালার
ন্যায়; কি ছার ইহার কাছে, হে রাজেন্দ্র,
তব প্রাসাদের তল—আভাময় শ্বেত
প্রস্তর নির্ম্মিত—কিম্বা স্ফটিক গঠিত?
শোভিয়াছে মাঠগর্ভ চারু ধান্যবৃক্ষে,
চক্ষু তৃপ্তি শোভিয়াছে, কোন কোন স্থান
প্রফুল্লিত প্রমুদিত কুমুদ কমলে।
ভক্তিভাবে গদ গদ প্রকৃতি সুন্দরী,
ও রজত থাল, ধান্য ধান্য—পত্র দুর্ব্বা,
প্রফুল্লিত শ্বেত রক্ত কুমুদ কমল
পুষ্প, সিন্দুরের কৌটা কমল-কলিকা,
কুমুদ-কলিকা সংখ, এ উপকরণে

সাজা'য়ে বরণডালা বরিছে তোমারে,
কাঁপাইয়া মৃদু মৃদু সুমন্দ পবনে।
ছিল ভয় এত দিন গাইতে সঙ্গীত
উচ্চস্বরে, পাছে শুনি সে সুযোগে
আক্রমণ করে শত্রু (একে হিংসে আরে,
এ জগতে এই রীতি,) এই ভয়ে ছিল
ভীত, এবে তত নাই ভয়, তাই আজি
বসিয়া নির্জ্জনে ধান্যক্ষেত্রে, উচ্চস্বরে
মহিমা কীর্ত্তিছে তব ডাহুক দম্পতী।
হে সুন্দর, ভক্ত-জন-আনন্দ-কারণ!
তোমার মোহন রূপ নিরখি হৃদয়-
আকাশে, কত যে হনু পুলকে প্রফুল্ল,
হায়, কি আর বলিব?—যথা কাদম্বিনী
দরশনে পুলকিত হয় শিখিবর।
হ'ও না অন্তর, থাক প্রভু এইরূপে
মানস আকাশে সদা; হইয়াছি তৃপ্ত
আজি,—এজগতে তুমি সকলের এক
মাত্র চির-আকাঙ্ক্ষীয়—যাহা আকাঙ্ক্ষীয়
হ'লে প্রাপ্ত তাহা, কে না হয় তৃপ্ত?—আমি
তবাকাঙ্ক্ষী শিখী, তুমি জলধর মালা;
তুমি মেঘজল প্রভু আমি হে চাতক।

শিশু বিনয়ন।

(সত্য এবং সরলতা)

সর্ব্বদোষ শূন্য সচ্চরিত্র জীবন সকল সুখের আকর, কিন্তু তাহা এ জগতে নিতান্ত দুর্ল্লভ। কিরূপে আমরা সেই সুখের যথার্থ অধিকারী হইতে পারি, তদ্বিষয়ে যত্নশীল হইতে হইলে আমাদের জীবনের প্রত্যেক কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোন প্রকার অসত্যাচার যেন জীবনের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া আমাদের মনকে বিচলিত এবং আচরণকে কলুষিত করিয়া না ফেলে। অনেকেই জানেন যে সত্যভ্রষ্ট হওয়া নিন্দনীয় ও ঘৃণার্হ, সুতরাং জ্ঞাতসারে মিথ্যারোপ করিতে বাস্তবিক তাঁহাদের ইচ্ছা নাই, কিন্তু তাঁহারা ভ্রম বশতঃ কোন কোন স্থলে কখন কখন এরূপ মিথ্যা কথায় জড়িত হইয়া পড়েন যে তাহা তাঁহাদের মিথ্যা বলিয়াই উপলব্ধি হয় না। যখন তাঁহারা কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন তাহা এরূপ বাক্ বিতণ্ডার সহিত বাড়াইয়া বসেন যে সেই ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তাঁহাদের বাক্যের সম্পূর্ণ বৈপরীত্য প্রকাশ পাইত। এতদ্ব্যতীত অনেকানেক সত্যপ্রিয়, ব্যক্তিও

আত্মকৃত কার্য্যের বর্ণন কালে আপনাদের দোষ গুণ সতর্কতা সহকারে উল্লেখ করিয়া থাকেন। যে অংশে আপনাদের দোষ, প্রায় সেই অংশটী পরিত্যাগ করিয়া যে অংশে গুণ, সেই অংশটী উত্থাপন করিয়া তাহা সমর্থন করেন। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, যথার্থ সত্যনিষ্ঠ হইতে হইলে আমাদের জীবনের কোন কার্য্যে যেন মিথ্যা স্পর্শ না হয়। স্পষ্টরূপে মিথ্যা কথা কহিলাম না বলিয়াই সত্যনিষ্ঠা রক্ষা হইল তাহা কখনই নহে; অন্তরে মিথ্যা, বাহিরে সত্য, ইহা অত্যন্ত ভয়ানক। অতএব এরূপ ব্যক্তির চরিত্র মিথ্যাবাদী অপেক্ষা অনেকাংশে দূষ্য। ইহাতে কেবল তাঁহার শঠতার পরিচয় প্রদান করা হয় এমত নহে, এইরূপ চরিত্র শিশু-বিনয়নের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে শিশুগণ যাহা দেখে বা শুনে তাহা আশু অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে। অতএব এ স্থলে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য. যাঁহার উপর শিশুবিনয়নের সমস্ত ভার অর্পিত হয় তাঁহার কত দূর সত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পদক্ষেপ করা উচিত। শিশুগণের নিকট কেবল সত্য কথা কহিলে চলিবে না। তাহাদের প্রতি ও তাহাদের সমক্ষে অপরের প্রতি যে আচার ব্যবহার করা যায়, তাহা

সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ করিতে হইবে। ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক যে আপনাদের কার্য্য-সৌকার্য্যার্থে কোন প্রকার শঠতা ও প্রবঞ্চণা দ্বারা শিশুদিগকে শান্তনা করিবার চেষ্টা করা অতিশয় গর্হিত কার্য্য। এরূপ অনেক স্থলে দেখাগিয়াছে, পিতা মাতা অথবা ধাত্রী শিশুদিগের ক্রন্দন নিবারণার্থে নানা প্রকার ভাণ ও মিথ্যা উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। যে দ্রব্য পাওয়া কখনই সম্ভবপর নহে, কিম্বা যে দ্রব্য প্রদান করা সুকঠিন, সেই দ্রব্য দিব বলিয়া তাহাদিগকে শান্তনা করেন। কেহ কেহ শিশুদিগকে তিক্ত ঔষধ সেবন কালীন মিষ্ট বলিয়া খাওয়াইতে সচেষ্টিত হন। এই রূপ নানা লোকে নানা প্রকার অসঙ্গত কার্য্য করিয়া থাকেন। অতএব এই সমস্ত অভিনিবেশ পূর্ব্বক অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, ইহাতে কত দূর অনিষ্টোৎপাদন হইতে পারে। প্রথমতঃ যে কোনরূপ প্রবঞ্চণা বাক্যে শিশুদিগকে শান্তনা করা যায় তাহা মিথ্যা কথা বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, এবং সেই মিথ্যা কথন যে পাপ কর্ম্ম তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, কোনরূপ মিথ্যা উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্যোদ্ধার করিলে শিশুরা তাহা শিক্ষা পাইয়া নিজ

নিজ কার্য্য সাধনকালে তদনুরূপ করিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? কথায় বলে "একবারকার রোগী ও আরবারকার ওঝা।" অতএব শিশুগণও যে ধাত্রির ন্যায় শঠতা ও প্রতারণা বিষয়ক ওঝা হইয়া উঠিবে তাহা কে না স্বীকার করিবে? তৃতীয়তঃ, যখন তাহারা পিতা মাতা অথবা ধাত্রির ঐরূপ প্রবঞ্চণা বাক্য বুঝিতে পারে, তখন আর তাঁহাদের বাক্যে কিছুমাত্র বিশ্বাস করে না, সুতরাং শিশুকে শান্তনা করা কঠিন হইয়া উঠে। যাঁহারা সর্ব্বদা শিশু সন্তানগণকে লালন পালন করিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন উহারা কত সহজে সত্য ও প্রতারণা প্রভেদ করিয়া বুঝিতে পারে।

শিশুদিগের নিকট যাহা অঙ্গীকার করা যায় তাহা সর্ব্বোতভাবে পালন করা কর্ত্তব্য। কোন দোষ করিতে দেখিলে তন্নিবারণার্থে যথোচিত দণ্ড বিধান করা উচিত। দোষের জন্য দণ্ড বিধান এবং অঙ্গীকারের স্থলে অঙ্গীকার প্রতিপালন না করিয়া একের দ্বারা অপর কার্য্য সিদ্ধি করা অতিশয় অন্যায় কার্য্য। যথা কোন শিশুকে কহিলাম "তুমি এইপাঠটী কণ্ঠস্থ কর, আমি তোমাকে একটী উৎকৃষ্ট লাঠিম দিব।" সে লাঠিম পাইবার প্রত্যাশয় যৎপরোনাস্তি যত্ন সহকারে পাঠাভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত

হইল। পাঠাভ্যাস পরিসমাপ্তি কালে আমি তাহাকে পুনরায় কহিলাম, "তোমার ওমুক বিষয়ে অত্যন্ত দোষ প্রকাশিত হইয়াছে, অতএব তোমাকে কোন ক্রমে এই লাঠিমটী দেওয়া যাইতে পারে না।" বিবেচনা কর এরূপ ব্যবহারে শিশুর কোমল হৃদয় কত দূর ভগ্ন হইয়া পড়ে। তাহাদের নিকট যেরূপ অঙ্গীকার করা হইয়াছে, সেরূপ কিছুই করা হইতেছে না। যদি কোন বিষয়ে শিশুগণের অপরাধ থাকে, তজ্জন্য দণ্ডবিধান না করিয়া পুরস্কারের স্থলে তাহা হইতে বঞ্চিত করা কোনরূপে শ্রেয় নহে। তাহাদের নিকট যেরূপ বাক্য ব্যক্ত করা হয়, তদনুরূপ কার্য্য করা অত্যন্ত আবশ্যক, নচেৎ তাহারা আর কোন কথায় বিশ্বাস যাইবে না।

যাহাতে কুটিলতা ও অসত্যপরায়ণতা প্রভৃতি ধর্ম্মনীতি বহির্ভূত নীচ প্রবৃত্তি সকল শিশুগণের অন্তঃকরণে কোনরূপে প্রবেশ করিতে না পারে তদ্বিষয়ে একান্ত যত্নশীল থাকা কর্ত্তব্য। সত্যের জয় ও মিথ্যার পরাজয়, সরলতায় পরম সুখ ও কুটিলতায় ভয়ানক অসুখ, ইত্যাকার প্রভেদ তাহাদের মনে এরূপ ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিতে হইবে যে, শিশুদিগের সকল কার্য্যে তাহা জাজ্বল্যমান্ জাগরূক থাকে। বিশেষতঃ সত্য

ও সরল ভাবে কাল যাপন করা যে কতদূর সন্তোষ ও কতদূর গৌরবের কার্য্য ইহা যেন শিশুরা সর্ব্বদা শিক্ষা লাভ করে। কি আপনাদের বিষয়, কি অপরের বিষয় যে কোন বিষয় হউক না কেন, তাহারা তাহা বর্ণন কালীন যেন সত্য ও সরল ভাবে প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত না হয়। যদি কোন অংশে আপনাদের দোষ থাকে তাহা যাহাতে শিশুরা গোপন না রাখিয়া সহজে স্বীকার করে সেইরূপ শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। আত্ম-দোষ স্বীকার না করা যে কত দূর অন্যায় ও পাপ কার্য্য তাহা তাহাদের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া উচিত। অনেক শিশু নানা প্রকার অলীক ক্রীড়া কৌতুকে মত্ত হইয়া দিন যাপন করে। সত্যকে মিথ্যাচ্ছন্ন করিয়া অন্যের মনতুষ্টি করিয়া থাকে। অতএব এই সমস্ত দোষ জীবনের প্রাক্‌কালে নিরাকরণ না করিলে পরিণামে অশেষ অমঙ্গলের আকর স্বরূপ হইতে পারে তাহার আর সন্দেহ নাই।

শিশুদিগকে সত্য ও সরল পথে লইয়া যাওয়া অতি সহজ। তাহাদের প্রত্যেক কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই হইবে। যখন তাহারা কোন বস্তু দর্শন করিয়া বর্ণন করে, তাহা ঠিক্ বলিতেছে কি না তৎপ্রতি কর্ণপাত করা

উচিত। যে স্থলে ভুল বর্ণনা করে তাহা তৎক্ষণাৎ ধরিয়া দিলে তাহাদের ভুলের দিকে দৃষ্টি থাকে। নচেৎ তাহারা সত্যকে মিথ্যায় জড়িত করিয়া একরূপ বলিবে যাহাতে সত্য মিথ্যায় কিছুই প্রভেদ থাকিবে না।

অনেক প্রতিপালিকা, শিশুদিগকে মিথ্যা কহিতে শুনিয়াও তৎপ্রতি অবহেলা করেন ইহা অত্যন্ত অন্যায়। একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন যে সামান্য সামান্য বিষয়ে সত্য ভ্রষ্ট হইলে পরিণামে যে কোন্ সূত্রে কুপথগামী হইবে যদিও তাহার স্থিরতা নাই, কিন্তু অবশ্যই কোন না কোন অমঙ্গল ঘটিবে তাহার সন্দেহ কি? অতএব প্রথম হইতে সতর্ক হওয়া সৎপরামর্শ। বৃক্ষকে প্রথমাবস্থায় যেরূপে হেলান যায়, সে সেইরূপই থাকে।

রত্নসার।

বালক বালিকাগণের নিমিত্ত বিরচিত।

প্রথম খণ্ড।

চতুর্থ সংস্করণ—ওরিএন্টেল প্রেসে মুদ্রিত।

এই পুস্তকখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মনীতি সংক্রান্ত কয়েকটী প্রস্তাব এবং কয়েকটী পদ্য ও স্তোত্র আছে। লেখা সহজ ও সুবোধ্য। প্রস্তাব গুলির অধিকাংশ বিবিধ পুস্তক হইতে সংগৃহিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু লেখক কৌশল পূর্ব্বক এমনি সরল রীতি অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন যে, পাঠ করিতে করিতে তাহা তাঁহার মানস রচনা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তিনি প্রায় প্রতিপ্রস্তাবে স্বদেশের কুরীতি ও কুসংস্কার নিরাকরণার্থে চেষ্টা পাইয়াছেন, এবং সর্ব্বস্রষ্টা বিশ্বেশ্বরের গুণ সংকীর্ত্তন করিয়াছেন। এই উপাদেয় গ্রন্থ বালক বালিকাগণের পাঠোপযোগী হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য; তথাপি আমরা কি জন্য গবর্ণমেন্ট পাঠশালা সমূহে রত্নসার প্রচলিত দেখিতে পাই না? বোধ

করি, শিক্ষাসংক্রান্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের কাহারো সহিত গ্রন্থকারের কোনরূপ সুবাদ সম্পর্ক্ক নাই।

রত্নসারের সহিত পাঠকগণের কিঞ্চিৎ পরিচয় করিয়া দিবার নিমিত্ত আমরা এস্থলে তাহার একটী প্রস্তাব উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

বিদ্যুৎ ও বজ্র।

যাবতীয় পদার্থে তাড়িত নামে এক অতি সূক্ষ্মপদার্থ বর্ত্তমান আছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে সচরাচর তাহার সত্ত্বা বুঝিবার কোন সহজ উপায় নাই; কারণ তাহাকে চক্ষেও দেখা যায়না এবং স্পর্শ দ্বারাও অনুভব করা যায়না; কেবল মধ্যে মধ্যে কোন কোন ঘটনা দ্বারা আমরা তাহার স্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই। এখানে তাড়িতকে পদার্থ বলা গেল বটে, কিন্তু তাড়িত পদার্থ কি না, এ বিষয়ে আজ বড় বড় পণ্ডিতদিগের মনে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। কেহ কেহ বলেন, যে উহা এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম তরল পদার্থ; কেহ বা বলেন, যে উহা কোন প্রকার বস্তু নহে. তবে যে সকল ঘটনাকে আমরা তাড়িতের ঘটনা বলিয়া মনে করি, তাহা কেবল জড়বস্তু সমূহের অবস্থা-পরিবর্ত্তনকালীন ঘটনা বিশেষ

মাত্র। কিন্তু যিনি যা বলুন, প্রকৃত কথা এই, কেহই এপর্য্যন্ত তাড়িতের স্বরূপ স্পষ্ট বুঝিতে পারেন নাই; তবে মানুষের স্বভাব এই, তাঁহারা বুঝুন আর না বুঝুন, জগতের সকল ঘটনারি এক একটী কারণ স্থির করেন, এবং তাহার এক একটী নামও দিয়া থাকেন, সেই হেতু পণ্ডিতেরা জগতের কতকগুলি ঘটনার কারণকে তাড়িত বলিয়া উক্ত করেন।

তাড়িত স্বাভাবিক অবস্থায় এত স্থির ও শান্তভাবে থাকে, যে কোন মতেই তাহার সত্ত্বা বুঝা যায় না; কিন্তু একবার কোন প্রকারে তাহার সেই অবস্থার ব্যাঘাত করিতে পারিলেই, আমরা তাহার স্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই। যদি কোন কাচপাত্রে শুষ্ক রেশম কিয়ৎকাল সজোরে ঘর্ষণ করা যায়, তবে তাহার তাড়িত ছিন্ন হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এক ভাগ রেশমে যায়, অপর ভাগ কাচ পাত্রেই বর্ত্তমান থাকে; কিন্তু এই দুইভাগ বিচ্ছিন্ন হইয়া অবধি পুনর্ব্বার পরস্পর মিলিত হইবার জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করিতে থাকে। বস্তুতঃ তাড়িত যে পদার্থে থাকুক না কেন, তাহার স্বাভাবিক গুণ এই, যে একবার কোন কারণ বশতঃ বিভক্ত হইলেই, তাহার অংশদ্বয় পুনর্ব্বার পরস্পর মিলিত হইবার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করে।

তাড়িতের এই যে মিলনের চেষ্টা, ইহাতেই কেবল আমাদিগের নিকট তাহার সত্ত্বা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়; কারণ কাচপাত্রের তাড়িতাংশ যখন তাহার অপরভাগের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করে, তখন তাহার আকর্ষণ-শক্তি এরূপ বৃদ্ধি হয়, যে কাগজাদি কোন লঘু বস্তু তাহার নিকট ধরিলে তৎক্ষণাৎ তাহাতে গিয়া সংলগ্ন হয় (কারণ তন্মধ্যস্থ বিভক্ত তাড়িত সেই সকল লঘু বস্তুর তাড়িতকে আকর্ষণ করিতে থাকে)। আবার যখন তাহার তাড়িতাংশ রেশমস্থ তাড়িতের সহিত মিলিত হয়, তখন আর তাহাতে সেরূপ আকর্ষণ শক্তি থাকে না। এরূপ মিলনের উপায়ও আছে। তাড়িত যদিও সকল সময় ও সকল অবস্থাতে অন্য বস্তুর উপর দিয়া গমন করিতে পারে না, কিন্তু ধাতুর উপর দিয়া অনায়াসে যাইতে পারে। অতএব যদি সেই সময় একটী পিত্তল বা তাম্র-নির্ম্মিত তার কাচপাত্র হইতে রেশম পর্য্যন্ত সংলগ্ন করা যায়, তবে অনায়াসে প্রথমোক্ত তাড়িত গিয়া শেষোক্তের সহিত মিলিত হয়; সুতরাং তখন আর কাচপাত্রের পূর্ব্বমত আকর্ষণ-সক্তি থাকে না।

তাড়িতাংশের মিলনের চেষ্টাই যে তাহার সত্ত্বা বুঝিবার উপায়, তাহা পরের লেখাতে

আর স্পষ্ট প্রকাশ পাইবেক; কারণ যখন কোন বস্তুর বিভক্ত তাড়িত তাহার অপরাংশের সহিত মিলিত হইবার জন্য বায়ুর মধ্য দিয়া গমন করে, তখন তাহা, আকাশে জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের মত প্রকাশিত হয়, এবং বায়ুর প্রতিঘাতে তাহা হইতে এক প্রকার কর্কশ শব্দও নির্গত হইয়া থাকে।

যেমত কাচ রেশম প্রভৃতি জগতের সমুদায় বস্তুতে তাড়িত আছে, তদ্রূপ বায়ুতেও আছে; এবং কাচপাত্রকে যেমত রেশম দ্বারা ঘর্ষণ করা যায়, তদ্রূপ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছায় বায়ুও বায়ু দ্বারা ঘর্ষিত হইতে পারে, ফলতঃ যখন বিপরীত দিক হইতে দুইটী বায়ু-প্রবাহ পরস্পর পরস্পরের উপর বাহিত হয়, তখন পূর্ব্বোক্তরূপ ঘর্ষণক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই প্রকার ঘর্ষণকালে কাচপাত্রস্থ তাড়িতের মত বায়ুমধ্যস্থ তাড়িতও দুইভাগে বিভক্ত হয়। তাহার একভাগ পৃথিবীতে গমন করে, অপর ভাগ আকাশে উঠিয়া মেঘ মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু যদিও এই দুই ভাগ বিচ্ছিন্ন হইয়া অবধি পরস্পর মিলিত হইবার জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করিতে থাকে, তথাপি বহুদূর প্রসারিত বায়ুরাশিকে ভেদ করিয়া কোন মতেই যাইতে পারে না। কারণ পূর্ব্বেই উক্ত

হইয়াছে, তাড়িত যেমত ধাতুর উপর দিয়া সকল সময় ও সকল অবস্থাতেই অনায়াসে গমন করিতে পারে, অন্য কোন বস্তুর উপর দিয়া তদ্রূপ পারে না। এজন্য যখন দুইটী ক্ষুদ্র তাড়িতাংশ পরস্পর মিলিত হইবার চেষ্টা করে, তখন তাহাদের মধ্যে বিস্তীর্ণ বায়ুরাশি বা অন্য কোন বস্তু ব্যবধানস্বরূপ থাকিলে, তাহারা কোন মতেই তাহা ভেদ করিয়া যাইতে পারে না; কিন্তু দুই ভাগেই যখন রাশি রাশি তাড়িত সঞ্চিত হয়, তখন আর তাহারা কোন ব্যবধানই মানেনা। বস্তুতঃ এরূপ ঘটনা হইলে তাড়িতের বল এত বৃদ্ধি হয়, যে তখন তাহা, বৃক্ষ, অট্টালিকা, মন্দিরাদি সকলি চূর্ণ করিয়া গমন করিতে থাকে। যখন উপরি উপরি অনেক বায়ু-প্রবাহ, পরস্পরের বিরুদ্ধে বহমান হয়, সুতরাং ক্রমাগত বায়ুতে বায়ুতে বর্ষণ হইতে থাকে, তখন পৃথিবী ও মেঘে এইরূপ ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়, অর্থাৎ এই দুই স্থানেই অপরিমিত তাড়িতাংশ আসিয়া সঞ্চিত হয়, সুতরাং তখন তাহারা মহাতেজে সুবিস্তীর্ণ বায়ু রাশিকে ভেদ করিয়া পরস্পর পরস্পরের নিকট গমন করিতে থাকে। এইরূপ গমনকালে তাহারা আকাশমণ্ডলে নয়নের অসহ্য অতি তীক্ষ্ণ আভাস্বরূপে প্রকাশিত হয়; ইহা-

কেই বিদ্যুৎ বলে; এবং এই সময়ে তাড়িত রাশির তীব্রবেগে বায়ুর উপর যে প্রচণ্ড আঘাত লাগে, তাহাতেই এক একটী ভয়ঙ্কর শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে; ইহাকেই বজ্র বলে।

অন্যান্য বস্তু দিয়া যাইবার সময় তাড়িত যেরূপ ভয়ঙ্করমূর্ত্তি ধারণ করে, ধাতুর উপর গমনকালে সেরূপ কিছুই করে না: তখন আর তাহার শব্দ শুনা যায় না, আভাও প্রকাশ পায় না। বস্তুতঃ ধাতুর সহিত তাড়িতের এরূপ আশ্চর্য্য সম্বন্ধ, যে তাহার উপর যাইবার সময় একটী পালকেরও কোন অনিষ্ট করে না। ধাতুর সহিত তাহার এইরূপ আশ্চর্য্য সম্বন্ধ দেখিয়াই লোকে বজ্র হইতে গৃহাদি রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহার সহিত এক একটী লৌহ-শিক আবদ্ধ করিয়া রাখে; এই শিক বাটীর মূল হইতে আরম্ভ হইয়া সর্ব্বোচ্চ ছাদ হইতেও কিঞ্চিৎ উর্দ্ধ পর্য্যন্ত থাকাতে তাড়িত তাহাতেই আসিয়া অগ্রে পতিত হয়, এবং স্থির-ভাবে তাহার উপর দিয়া গমন করিতে করিতে ধরাতলে প্রবেশ করে; সুতরাং বাটীর আর কোন অনিষ্ট হয় না। কিন্তু এই ধাতুদণ্ড, তাম্র-নির্ম্মিত হইলে, এবং গৃহের পত্তন ভূমি হইতে কিঞ্চিৎ নিম্ন পর্য্যন্ত থাকিলে অধিক কার্য্যকর হয়। অধিকন্তু ইহার অগ্রভাগ সরু

হওয়াও নিতান্ত আবশ্যক। বজ্রপাতকালে উচ্চ বৃক্ষাদির তলে আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য নহে; কারণ তাহাতে বজ্র পড়িবার সম্ভাবনা হইলে অগ্রে মনুষ্যের মস্তকেই আসিয়া পড়ে, কারণ তাড়িত বৃক্ষের কাণ্ড অপেক্ষা মনুষ্য দেহের মধ্য দিয়া সহজে গমন করিতে পারে।

অপূর্ব্ব পতন।

"নামৃতং ন বিষং কিঞ্চিৎ একাং মুক্তা নিতম্বিনীং।
সৈবামৃতলতা রক্তা বিরক্তা বিষবল্লরী॥"

আর সেই প্রণয়ী দম্পতী সুখে নাই,
যাঁহাদের প্রণয়ের গুণ গান গাই।
কাটালেন এত কাল যাঁরা পরস্পরে,
আনন্দ-উদ্বেল স্নিগ্ধ প্রফুল্ল অন্তরে।
দেখিলে যাঁদের প্রেম, প্রেমে ভক্তি হয়,
জগতে যে আছে প্রেম, জনমে প্রত্যয়।
আহা কি নির্ম্মল ভাব, উদার আশয়,
আহা কি হৃদয়, ঢল ঢল সুধাময়!
চারি দিকে কেমন খেলিছে শিশুগুলি,
প্রেমতরু-ফল সব, ননীর পুতলী;
কি মধুর তাহাদের অস্ফুট বচন,
কি অমৃতময় আধ আধ সম্বোধন;
তাহাদের পানে চেয়ে, কি এক উল্লাস,
কি এক উভয়ে মিলে সুখময় হাস;

কি এক প্রসন্ন ভাবে পরস্পরে চাওয়া,
কি এক মগন হয়ে সুখকথা কওয়া!
তাঁহাদের প্রেম, ক্ষীরসমুদ্র সমান,
অগাধ, গম্ভীর, কিন্তু ছিলনা তুফান।
জল ছিল সুধাময়, তল রত্নময়,
পবিত্র পরশে তৃপ্ত হইত হৃদয়;
কি এক প্রলয় বায়ু উঠেছে সহসা,
একেবারে বিপর্য্যস্ত, ভয়ানক দশা;
বিক্ষিপ্ত পর্ব্বত সম উৎক্ষিপ্ত তুফান,
প্রচণ্ড আঘাতে তট করে খান্ খান্।
কোথায় অমৃত? জল লুণ দিয়ে গোলা,
কোথায় রতন? তল পাঁকে ঘোর ঘোলা।
সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ করি মনে,
যাইলাম এক দিন তাঁদের ভবনে।
আর সে ভবন যেন সে ভবন নাই,
বিরাগ বিষাদময় যে দিকেতে চাই।
আর সেই গৃহপতি প্রফুল্ল বদনে,
পরিবৃত হয়ে প্রফুল্লিত শিশুগণে।
করিতে করিতে সুখে সুবায়ু সেবন,
সম্মুখ উদ্যানে নাহি করেন ভ্রমণ।
আর সেই সব মালী সোৎসাহ অন্তরে,
ফুলগাছ সকলের পাট নাহি করে।
সেই সব ফুল ফুটে নাচিয়ে বাতাসে,
আর নাহি অন্তরের আহ্লাদ প্রকাশে।

আর সেই শিখী কোরে কলাপ বিস্তার,
না দেয় প্রভুর কাছে নৃত্য উপহার।
আর গৃহিনীর দাসী হাসি হাসি মুখে,
আসে না সংবাদ নিয়ে প্রভুর সম্মুখে!
আর নাহি দাসদের কর্ম্মে তাড়াতাড়ি,
লোক জন আসা যাওয়া, আসা যাওয়া গাড়ি।
যে ভবন ছিল যেন উৎসব ভবন,
সে ভবন এবে যেন বিজন কানন।
হয়েছে সৌভাগ্য সূর্য্য যেন অস্তমিত,
কিম্বা যেন গৃহপতি নাহিক জীবিত।
হায়রে সাধের সুখ, তোমার সদ্ভাবে,
সব হয় আলো, কাল তোমার অভাবে।
প্রথমে প্রবেশ করি প্রথম মহলে,
কাহাকেও দেখিতে পেনুনা কোন স্থলে।
দ্বিতীয়ে পশিয়ে, যাই সোপানে উঠিতে,
হেরিলাম গৃহিণীকে নামিয়ে আসিতে।
হর্ম্মের দুর্দ্দশা হেরে তত কিছু নয়,
এঁর ভঙ্গি দেখে যত জন্মিল বিস্ময়।
একেবারে পরিবর্ত্ত বসন ভূষণ,
শ্রী ছাঁদ রীতি নীতি চলন বলন।
আগে পরিতেন ইনি সুন্দর গরদ,
অথবা সাটিন সাটী সাদা বা জরদ।
এখন গোলাপী বাস জলের মতন,
জমিময় নানা বর্ণ ফুল সুশোভন।

আগে সুদু করে বালা, মতিমালা গলে,
এবে চন্দ্রহার সুদ্ধ কটিতটে দোলে।
সোণার চিরুনি ফুল শোভিছে মাথায়,
হীরাকাটা মল সুদ্ধ পরেছেন পায়।
আগে চুল বাঁধিতেন যেমন তেমন,
এখন বিনুনে খোঁপা আতার মতন।
যেন মধুকর মালা আরক্ত কমলে,
কুঞ্চিত অলক দুই দুলিছে কপোলে।
অধরে অলক্তরস, নয়নে অঞ্জন,
কপোলে কুম্‌কুম্‌চূর্ণ, ললাটে চন্দন।
সর্ব্বাঙ্গে ফুলোল মাখা কাপেতে আতর,
বসনে গোলাপ ঢালা গন্ধে ভর ভর।
হাতে গোলাপের তোড়া ঘোরে অনিবার।
তুলে ধোরে শুঁকিছেন এক এক বার।
নয়নে ভ্রমর যেন ঘুরিয়ে বেড়ায়,
সহসা চকিত হয়ে লুকাইতে চায়।
চঞ্চল চরণ পড়ে থমকে থমকে,
লাট্‌ খেয়ে ঘুঁড়ি যেন থামিছে দমকে।
রূপের ছটার তরে এত যে চটক,
রূপ যেন হয়ে আছে বিকট নরক।
যে রূপ লাবণ্য যেন নব অংশুমালী,
কে যেন দিয়েছে তাহে ঢেলে ঘন কালি।
যাঁহারে দেখিলে হ'ত ভক্তির উদয়,
আজি কেন তাঁরে হেরে ঘোর ঘৃণা হয়?

পুণ্যের নির্ম্মল জ্যোতি যে নয়নে জ্বলে,
অরুণ কিরণ যেন প্রফুল্ল কমলে।
বিনয় সারল্য যাহে করিত নিবাস,
সভয় সঙ্কোচ কেন তাহে করে বাস?
যে নয়ন সগৌরবে ছিল এত দিন,
সে নয়ন কেন গো নিতান্ত লজ্জাহীন?
সদা যিনি সযতন সাজাইতে মনে,
মহত্ত্ব বশীত্ব বিদ্যা ধর্ম্মের ভূষণে।
মনেরি গৌরব, যিনি জানেন গৌরব,
গুণেরি সৌরভ যিনি ভাবেন সৌরভ।
আজি কেন এত ব্যস্ত রূপের যতনে,
কেনই বা কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই মনে?
যাঁহার তেমন উঁচু দরাজ নজর,
চাপল্য মাত্রেতে যাঁর সদা অনাদর।
চাহিলে চপল বেশ কন্যা পুত্রগণ,
কভু নাহি রাখিতেন তাদের বচন।
অন্যেরো তাদৃশ বেশে পাইতেন লাজ,
বাসকসজ্জার মত কেন তাঁরি সাজ?
যিনি চোলে গেলে ধরা আলো হয়ে রয়,
যাঁর হাস্যে চারিদিক্‌ হাসিমুখী হয়।
আজি কেন যেন ধরা যায় রসাতলে,
কেন গো ক্রোধেতে যেন দিক্‌ সব জ্বলে?
তবে কি তাহাই হবে যার কল্পনায়,
মম মন ক্রোধে খেদে জ্বোলে ফেটে যায়;

এমন কি হবে, এক মহা মনস্বিণী,
হোয়ে দাঁড়াইবে এক জঘন্য স্বৈরিণী ?
কেমনে আমরা তবে করিগো প্রত্যয়,
কেমনে সন্দেহ শূন্য হবে গো প্রণয় ?
কোন্ দোষে দোষী গৃহপতি মহাশয়,
এঁর্ প্রতি সদা তিনি সমান সদয়।
প্রাণপণে পেলেছেন বিবাহের ব্রত,
অবিরত সেধেছেন সব অভিমত।
করেছেন সমর্পণ সমস্ত ভাণ্ডার,
প্রাণ, মন, আত্মা, যাহা কিছু আপনার ;
পুত্র কন্যা সুশোভিত সোণার সংসার,
কেন গো পিশাচী করে সব ছার খার ?
এখন কোথায় সেই পতি প্রতি মতি,
পতিধ্যান, পতিপ্রাণ, পতি মাত্র গতি ;
হায়রে কোথায় সেই পতি ভালবাসা,
সাধিতে পতির প্রিয় অতৃপ্ত লালসা ?
কেবল কি সে সকল বচন চাতুরী,
মধু মধু মধুমাখা মিচিরির ছুরী ?
দেখেছিনু যে প্রণয়, সে কি সত্য নয় ?
হায় তবে আজো কেন দিন রাত হয় !
কিম্বা সে প্রণয় ছিল বয়স অধীন,
বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে বিলীন ?
অথবা সে প্রেম ছিল সম্ভোগের কোলে,
সম্ভোগ শৈথিল্যে বুঝি এবে গেছে চোলে ?

এক বস্তু ভাল নাহি লাগে চিরদিন,
নবরসে নোলা তাই বোঁকে দিন দিন ?
যৌবনে, সম্ভোগে জন্মে, বিগমেতে ক্ষয়,
প্রেম কিরে এই বই আর কিছু নয় ?
মনের সম্পর্ক তাহে কিছু মাত্র নাই,
তার সুখআশা কিরে সুদু আশাবাই ?
অথবা মনের ভাব সম চিরকাল,
থাকেনা, জনমে তাই প্রণয়ে জঞ্জাল ?
প্রেম মরে বোলে কিরে মন সুদ্ধ মরে,
ধর্ম্ম কি নরক দেখে ভয়ে না শিহরে ?
আবার কি মরা আশা মঞ্জরিত হয়,
মনোমত তরু এঁচে করে রে আশ্রয় ?
ওগো লজ্জা ধর্ম্ম ! যদি তোমা বিদ্যমানে,
এক জন বিজ্ঞ পুরন্ধ্রীরে বিঁধে বাণে,
দুর্ব্বার আগুন জ্বেলে দিয়ে একেবারে,
দুষ্ট রিপু হাড় সুদ্ধ গলাইতে পারে ;
কি জন্যে তোমরা তবে আছ ধরাতলে,
যৌবনউন্মত দলে শ্বাস বা কি বোলে ?
ছেড়ে দাও তাহাদের শৃঙ্খল খুলিয়া,
উন্মাদ হাতির মত ব্যাড়াক্ দাঁপিয়া।
অবাধে করুক, মনে যা আছে বাঞ্ছিত,
একেবারে ধ্বংশ-দশা, হোক্ উপস্থিত।
কিছু দূর হতে মোরে দেখিতে পাইয়ে,
চকিত হইয়ে, যেন সহর্ষ হইয়ে,

কাছে এসে সুধালেন মিত্র সম্বোধনে,
"কি ভাবিছ, কি বকিচ দাঁড়ায়ে নির্জ্জনে।"
আমি বলিলেম, না, এমন কিছু নয়,
কোথায় আছেন বিজ্ঞ মিত্র মহাশয়?
কহিলেন তিনি "আর সে বিজ্ঞতা নাই,
উপরে আছেন, যাও দেখ গিয়ে ভাই।"
মনে হ'ল, দুই এক কথা এঁরে বলি।
সম্বরি সে ভাব, গেনু উপরেতে চলি।
ঘরে ঢুকে দেখি পার্শ্ববর্ত্তী ছোট ঘরে,
এক কোণে স্তব্ধ হয়ে কেদারা উপরে,
বসিয়ে আছেন যেন বুদ্ধি হারাইয়া,
ঘাড় অল্প তুলে, উর্দ্ধে স্থির দৃষ্টি দিয়া।
গাল, ভাল লাল; ঘোর বিকৃত বদন,
দুই চক্ষে জ্বলে যেন দীপ্ত হুতাশন!
জ্বোলে জ্বোলে উঠিছেন এক এক বার,
ছাড়িছেন থেকে থেকে বিষম ফুৎকার।
কখন বা দন্তপাটি কড় মড় করিয়া,
হাত পা আছাড়েন উঠে দাঁড়াইয়া।
বসিয়া পড়েন পুন হয়ে স্তব্ধ প্রায়,
বিন্ বিন্ ঘর্ম্ম বয়, অঙ্গ ভেসে যায়।
হায় যে পশ্চিম সিন্ধু তাদৃশ গম্ভীর,
কিছুতেই কখন যে হয় না অস্থির।
আজি তারে কে করেছে এ হেন ক্ষোভিত,
কি এক মহান্ আত্মা দেখি বিচলিত!

সহসা আইল এক শিশু অপরূপ,
ঠিক্ যেন তাঁহারি কিশোর-প্রতিরূপ।
"বাবা বাবা" কোরে গেল কোলেতে ঝাঁপিয়ে,
তুলে তারে ধরিলেন হৃদয়ে চাপিয়ে।
তপ্ত হিয়া যেন কিছু হইল শীতল,
চক্ষু যেন হয়ে এল জলে ছল ছল।
হটাৎ আবার যেন কি হ'ল উদয়,
সে ভাব অভাব, পূর্ব্ববৎ বিপর্য্যয়।
নিতান্ত বিরক্ত হয়ে শিশুরে ফেলিয়ে,
আইলেন তাড়াতাড়ি এ ঘরে চলিয়ে।
অগ্রে গিয়ে করিলাম আমি নমস্কার,
মোরে দেখে শুধরিয়া আকার-বিকার,
প্রতিনমস্কার করি কুশল জিজ্ঞাসি,
হাত ধরে গৃহান্তরে বসিলেন আসি।
কথা ছলে জিজ্ঞাসিনু কেন মহাশয়,
আপনারে দেখি যেন বিষণ্ণহৃদয়।
বহু দিন হ'ল, আর দেখা হয় নাই,
কি কারণে আপনার পত্র নাহি পাই?
তিনি কহিলেন "ভাই জগতের প্রতি,
আমার অন্তর চোটে গিয়েছে সম্প্রতি।
ভাল নাহি লাগে আর কিছুই এখন,
হাঁপো হাঁপো করে প্রাণ উড়ু উড়ু মন।
মনে হয় চোলে যাই তেজিয়ে সকলে,
বসে থাকি গিয়ে কোন জনহীন স্থলে।

আর না দেখিতে হয় সংসারের মুখ,
আর না ভুগিতে হয় ডেকেআনা দুখ।
গহণের প্রাণিদের গভীর গর্জ্জন,
নীরদ-নিনাদ মত জুড়াবে শ্রবণ;
শুনিতে চাহিনে আর মধুমাখা কথা,
পরিতে পারিনে আর গলে বিষলতা।
দংশনেতে অন্তরাত্মা সদা জর জর,
বিষের জালায় দেহ জ্বলে নিরন্তর।
চারি দিকে চেয়ে দেখি সব শূন্যময়,
না জানি এবার ভাগ্যে কখন কি হয়।
এজগতে যাহা কিছু ছিল বিনোদন,
এ জগতে যাহা কিছু জুড়াত নয়ন।
সকলি এখন মূর্ত্তি ধরেছে ভয়াল,
কিছুই আমার আর নাহি লাগে ভাল।
এমন যে রত্নময়ী শোভাময়ী ধরা,
তরু লতা গিরি সিন্ধু নানা ভূষা পরা।
এমন যে শীরোপরে লম্বমান ব্যোম,
খচিত নক্ষত্র গ্রহ সূর্য্য তারা সোম।
এমন যে নীলবর্ণ বিশ্বব্যাপ্ত বায়ু,
যাহার প্রসাদে আছে সকলের আয়ু।
এমন যে পূর্ণিমার হাস্যময় শোভা,
এমন যে অরুণের রাগরক্ত আভা।
সকলি আমায় যেন ঘোর অন্ধকার,
যে দিকে ফিরিয়ে চাই সবছার্‌খার্‌।

হেন যে মনুষ্যসৃষ্টি চরাচর-শোভা,
দেবতার মত যার মুখশ্রীর প্রভা।
যাহার প্রকাণ্ড জ্ঞান পরিমেয় নয়,
তুলনে সমস্ত বিশ্ব বিন্দু বোধ হয়;
যাহার কৌশলাবলী মহা অপরূপ,
যেই সৃষ্টি জীবসৃষ্টি আদর্শ স্বরূপ;
সে মানুষ আর ভাল লাগেনা আমারে;
ফুরায়েছে সুখের নির্ঝর একেবারে।
ভিক্ষা চাই কৌতূহল করহে দমন,
জানিতে চেওনা ভাই ইহার কারণ।
জগতে সকলি ফাঁকি, সব অনিশ্চয়,
প্রেম বল, সুখ বল, কিছু কিছু নয়।

ধর্ম্মাচার্য্য।

সপ্তদশ অধ্যায়।

বহুকাল একাদিক্রমে লোভ দেখাইয়া সাধ্বী স্ত্রীকেও আয়ত্ত করা যাইতে পারে।

উইলেম অতি সুবুদ্ধি, পরিশ্রমী ও অকপট-হৃদয় ছিলেন; আমরা যে অবধি এই পল্লীতে আসিয়া বসবাস করিতেছি, তিনি সেই অবধি অলিবিয়ার পাণিগ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়া রাখিয়া ছিলেন; এ পর্য্যন্ত অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করেন নাই। অতএব তাঁহাকেই জামাতা করা যাইবেক এই কথা প্রচার করিয়া দিলে তিনি

অনুরাগী হইয়া আমাদের গৃহে অহরহঃ যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এক দিন তিনি আসিয়া বসিয়াছেন, এমন্ সময়ে খরন্‌হিলও উপনীত হইলেন। ভূস্বামী কৃষকের প্রতি বারম্বার কোপদৃষ্টে চাহিতে লাগিলেন; কিন্তু নির্দ্দোষী উইলেম নিয়মিত কর প্রদানে তাচ্ছল্য করিতেন না, সুতরাং ভূস্বামীর অন্যায় ক্রোধে তাঁহার শঙ্কিত হইবার বিষয় কি? তিনি অকুতোভয়ে আমাদের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। অলিবিয়াও তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে ত্রুটি করিলেন না। নিকৃষ্ট জনে তাঁহার এইরূপ অনুরাগ দেখিয়া খরন্‌হিল বিষণ্ণ বদনে চলিয়া গেলেন। কন্যাও সেই দিন অবধি ম্রিয়মাণা হইয়া নির্জ্জনে বসিয়া যখন তখন খেদ করিতেন; আমাদের সহিত আর সহাস্য বদনে কথাবার্ত্তা কহিতেন না। একদা তাঁহাকে ঐরূপে খেদ করিতে দেখিয়া কহিলাম, "হে প্রিয়তমে, তুমি খরন্‌হিলের আর আশা করিও না; দেখ, তাঁহার যদি বিবাহ করিতে মন থাকিত, শুভকর্ম্মে এত কালবিলম্ব করিতেন না। আরো দেখ, উইলেমকে অহরহঃ আমাদের গৃহে আসিতে দেখিতেছেন; তাঁহার অভিপ্রায়ও বুঝিতে পারিয়াছেন, তথাপি কোন আপত্তি করিতে-

ছেন না; অতএব তুমি ভূস্বামীর প্রত্যাশা পরিহার করিয়া কৃষকের প্রতিই অনুরক্ত হও। তিনি অকপটহৃদয়, অবশ্যই তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন।" দুহিতা কহিলেন "পিতঃ খরন্‌হিলও কপট প্রেমিক নহেন; তিনি যতদূর প্রণয়ী ও সরল-হৃদয়, তাহা আমিই জানিতে পারিয়াছি। তিনি বিবাহ করিতে কালবিলম্ব করিতেছেন, তাহার অবশ্য কোন গুপ্ত কারণ আছে; অল্পদিনের মধ্যে তাহা সপ্রমাণ হইবেক।" আমি কহিলাম, "কন্যে, ভূস্বামীর মনোগত অভিপ্রায় জানিবার জন্য অনেক কৌশল করা হইয়াছিল, কিছুতেই তাঁহার মনের কথা ব্যক্ত করাইতে পারা যায় নাই। সে যাহা হউক, আমি আর তাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়া থাকিতে পারি না; উইলেম্‌কেই জামাতা করা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইতেছে। কিন্তু তোমার অমতে তৎকার্য্য সম্পাদন করিলে যদি কোন বিঘটন ঘটে, পরিণামে আমাকেই দোষের ভাগী হইতে হইবেক; অতএব এই বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনার নিমিত্ত তোমাকে আরো কিছু দিন সময় দেওয়া গেল। তুমি আর কত দিন ভূস্বামীর বৃথা আশার অধীন হইয়া থাকিতে চাও, নিরূপণ করিয়া বল; নিরূপিত সময়ের মধ্যে যদি তিনি বিবাহ করেন, মঙ্গলের বিষয়; নতুবা

তদবসানে তোমাকে উইলেমের গৃহিণী হইতে হইবেক। তখন আর আমাকে দোষী করিতে পারিবে না। কন্যা কহিলেন, "তাত, আপনার বাক্য শিরোধার্য্য।" পুরন্ত, থরন্‌হিল একদা আগমন করিলে দুহিতা তাঁহার সাক্ষাতে সময় নিরূপণ করিলেন।

ভূস্বামী এই সমস্ত দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় প্রায় প্রতীত হইতে লাগিলেন। প্রথম সপ্তাহ অতীত হইল; তথাপি তিনি পরিণয়ের কোন কথাই উল্লেখ করিলেন না। দ্বিতীয় সপ্তাহও ঐ রূপে গেল। তৃতীয় সপ্তাহে তিনি আমাদের গৃহে যাতায়াত পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। তখন অলিবিয়া তাঁহার আশা ভরসা পরিহার পূর্ব্বক উইলেমের প্রতি অনুরক্তা হইলেন; বিবাহেরও দিন স্থির হইল। পরিণয়োৎসবের চারিদিবস পূর্ব্বে আমরা একদা আসন্ন উৎসবোপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলাম; ও আমার ভাবী জামতা উইলেমের সংগীত শ্রবণ করিয়া তাঁহার গীতশক্তির প্রসংশা করিতেছিলাম; এমন সময়ে মোজেস্ কহিল, "পিতঃ উইলেম আমাদের ডিক্‌কে কতকগুলি গান শিখাইয়া দিয়াছেন; বিল্‌ও তত না জানুক দুই একটীও জানে। আমি কহিলাম, "পুত্র, ডিক্ গান শিখিয়াছে শুনিয়া আমার পরমানন্দ

জন্মিল; আহা! শিশুদের মধুর ধ্বনি কি পর্য্যন্ত শ্রুতি-সুখকর, বলিতে পারিনা। সে যাহা হউক ডিক্‌কে আসিয়া গান করিতে বল।" বিল্ কহিল, "তাত, ডিক্, জ্যেষ্ঠা ভগিণী অলিবিয়ার সহিত কোথায় গিয়াছেন বলিতে পারি না; অতএব তিনি যতক্ষণ না আইসেন, অনুমতি পাইলে আমি দুইএকটা শ্রবণ করাইতে পারি। বিল্ মধুর স্বরে গান করিতে লাগিল; শুনিয়া কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইলাম, বলিয়া প্রকাশ করা যায় না। ফলতঃ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। অনন্তর হর্ষগদ্‌গদ্ বচনে স্ত্রীকে সম্বোধিয়া কহিলাম, প্রিয়ে, অদ্য আমাদের সুখের কথা কি কহিব! দেখ, চারিদিকে প্রিয়তম সন্তানগুলি বেষ্টন করিয়া বসিয়াছে; ইহাদের সহাস্য বদন দেখিয়া মন বিকসিত হইয়া উঠিতেছে; ও মধুর বচন শুনিয়া কর্ণবিবর তৃপ্ত হইতেছে। অহো! রাজা রাজ্য ভোগ করিয়াও আমাদের এই অনির্ব্বচনীয় সুখের স্বাদগ্রহ করিতে পারেন না। আমি এই কথা কহিবা মাত্রই ডিক্ বিষণ্ণ বদনে একাকী দৌড়িয়া আইল। পুত্রের মলিন বদন, বিশেষতঃ তাহার সহিত অলিবিয়া নাই, দেখিয়া অতিশয় উন্মনা হইয়া উঠিলাম। তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বৎস, কি

জন্য এত বিষণ্ণ হইয়াছ? আমার প্রাণাধিকা অলিবিয়া কোথায়? শিশু রোরুদ্যমান্ হইয়া কহিল, "হে পিতঃ, ভগ্নীকে দুই ব্যক্তি হরণ করিয়া শকটারোহণে পলায়ন করিয়াছে; তাঁহাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইবার আর সম্ভাবনা নাই। যখন তাহারা ভগ্নির হস্ত ধরিয়া শকটে তুলিয়া লইবার উপক্রম করে, তিনি তাহাদিগকে বারম্বার নিষেধ করিয়াছিলেন; ও তাহাদের হস্তপরিমুক্তা হইবার জন্য ক্রন্দন করিতে করিতে বিস্তর অনুনয় করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই দুর্জ্জনেরা কিছুই গ্রাহ্য করিল না; অশেষ প্রলোভন বাক্যে ভগ্নীকে বশীভূত করিয়া পবনবেগে চলিয়া গেল।" পুত্রের এই কথায় আমার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল; শরীর নিস্পন্দ হইল; এবং ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলাম। কিয়ৎ ক্ষণ পরে আমার যুগপৎ বিষাদ ও ক্রোধের উদয় হইতে লাগিল; তখন বৈরনির্য্যাতনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বন্দুক পর্য্যন্ত আনয়ন করিলাম। আহা! শত্রুরা অলিবিয়াকে হরণ করিয়া আমার জীবন হরণ করিয়াছে বলিলেই হয়; আমার বৃদ্ধাবস্থায় যাহারা এই গুরুতর মনস্তাপ দিয়াছে, তাহাদের শিরশ্ছেদন করিলেও দুঃখ যায় না। এই বলিয়া বন্দুক লইয়া গৃহবহির্গত হইবার উপক্রম করিতেছি, ইত্যবসরে প্রণয়িনী হস্ত ধারণ করিলেন।—"অয়ি নাথ, তোমার এ কি মতিভ্রম দেখিতেছি! বৃদ্ধ দশায় এত ক্রোধ? বিবেচনা করিয়া দেখ, সাধুব্যক্তির ক্ষমাই প্রধান শস্ত্র। অপিচ, যাহার নিমিত্ত এত কাতর হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছ, সে তোমার নিমিত্ত কিছুই চিন্তা করিতেছে না; প্রত্যুত ব্যভিচারিণী হইয়া নিষ্কলঙ্ক কুল কলুষিত করিয়া বসিয়াছে। অতএব কুলটার নিমিত্ত আত্মশরীর শোষণ করা কর্ত্তব্য নহে। অপর, যে মুখে সর্ব্বদা ঈশ্বরসংগীত ও আশীর্ব্বচন বিনির্গত হইয়া থাকে, আবার সেই মুখেই অভিসম্পাত বাক্য প্রয়োগ করা কতদূর অন্যায়, বিবেচনা করিয়া দেখ। জগতের কল্যাণ কামনা করা তোমার ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য; তাহা না করিয়া অদ্য শত্রুর প্রাণ সংহার করিবার মানস করিয়াছ, কি আশ্চর্য্য!" প্রণয়িনীর বাক্যে আমার দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল; তখন জিঘীংসা প্রবৃত্তির দমন করিয়া কায়মনোবাক্যে শত্রুদিগকে ক্ষমা করিলাম; ও তাহাদিগকে অভিশাপ দিয়া যে অপরাধ করিয়াছিলাম, ঈশ্বরের নিকট তজ্জন্য ক্ষমা চাহিলাম।

আমার স্ত্রী অলিবিয়ার প্রতি অতিশয় কোপাসক্তা হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া

কটূক্তি করিতে লাগিলেন। কহিলেন, "ব্যভিচারিণীর পাষাণময় হৃদয়ে দয়ার লেশ মাত্র নাই; বৃদ্ধ জনক জননীকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে শোকানলে দগ্ধ করিতেছে। হায়, হায়! এত দিনের পর আমাদের নির্ম্মল কুল কলঙ্কিত হইল। কুলটা তুচ্ছ প্রলোভন বাক্যে ভুলিয়া পাপ পথের পথিক হইল। দূর ব্যভিচারিণি! যেন আর তোর মুখাবলোকন করিতে না হয়।" এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আমি কহিলাম, প্রণয়িনি, যদি মাতা পিতা সন্তানের অপরাধ গ্রহণ করেন, তবে তাহার সহায়তা কে করিবেক? বিশেষতঃ তুমি অলিবিয়াকে যত কটূক্তি ও লাঞ্ছনা করিলে, বিবেচনা করিয়া দেখিলে তত বলা উচিত হয় নাই। কন্যা অতি সরল-স্বভাবা; কোন ধূর্ত্তের চাতুরিজালে বদ্ধ হইয়া থাকিবে। অতএব ইহাতে তাহাকে দোষভাগিনী করা যাইতে পারে না; যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সেই যথার্থ অপরাধী। সে যাহা হউক, নন্দিনীর চন্দ্রানন না দেখিতে পাইয়া আমার অন্তঃকরণ কাঁদিয়া উঠিতেছে; যাবৎ কুমারীকে অন্বেষণ করিয়া গৃহে আনিতে না পারি, তাবৎ সুখের প্রত্যাশা নাই।

রজনীতে নানা দুর্ভাবনা প্রযুক্ত আমাদের

নিদ্রা হইল না। কোন্ স্থানে কন্যার অন্বেষণ করিয়া দেখা পাইব, কোন্ ব্যক্তিই বা দয়া করিয়া সন্ধান বলিয়া দিবেক, এইরূপ চিন্তা ক্ষণে ক্ষণে উদয় হইতে লাগিল। বিভাবরী প্রভাত হইল; আমি পুত্রকে ডাকিয়া কহিলাম বৎস, শীঘ্র ধর্ম্মপুস্তক ও লগুড় আনিয়া দাও; আমি আশ্রম-ভূষণস্বরূপা অলিবিয়ার অন্বেষণে যাই। এক্ষণে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই, যেন তাহাকে অচিরাৎ গৃহে আনিয়া পুনর্ব্বার ধর্ম্মপথের পথিক করিতে পারি।" পুত্র আমার নিয়োগানুসারে শীঘ্র লগুড়াদি আনিয়া দিল; আমিও স্ত্রী পুত্রাদির নিকট বিদায় লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

কন্যার অন্বেষণে জনকের বহির্গমন।

যে ব্যক্তি অলিবিয়ার হস্ত ধরিয়া শকটে তুলিয়া লইয়াছিল, ডিক্ তাহার আকার প্রকার বিশেষ বর্ণনা করিতে পারিল না। কিন্তু আমি থরন্‌হিলের দুশ্চরিত্রের অনেক প্রমাণ পাইয়াছিলাম, সুতরাং এই কার্য্য তাহারই অভিমতে হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা হইতে লাগিল। তখন তাহারই ভবনে গিয়া কন্যার অনুসন্ধান করা

বিহিত বোধ করিলাম। এইরূপ কৃতসঙ্কল্প হইয়া গমন করিতেছি, পথিমধ্যে কোন প্রতিবেশীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সে সম্বোধিয়া কহিল, "ও মহাশয়, বর্চেলের সদৃশ এক ব্যক্তি আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে লইয়া শকটারোহণে দ্রুতবেগে যাইতেছে।" এই কথায় আমার সম্যক্ প্রত্যয় জন্মিল না; পূর্ব্বাপর ধরন্‌হিলের প্রতিই সমান সন্দেহ রহিল। অতএব তাঁহার গৃহে গিয়া তাঁহাকে সবিশেষ বিজ্ঞাপন করিলাম. তিনি বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, "মহাশয়, আপনি আমাকে এই দুষ্কর্ম্মের কর্ম্মী জ্ঞান করিয়া এখানে উপনীত হইয়াছেন, ইহা অতি আশ্চর্য্য! আমি ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া কহিতেছি, এ বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানি না। তখন মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলাম, দুরাত্মা বর্চেলই এই সর্ব্বনাশ করিয়া থাকিবেক। ইহা ভাবিয়া ভূস্বামীর গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কিছু দূর গমন করিয়াছি, পথিমধ্যে আর এক জন সম্মুখীন্ হইয়া কহিল, "বর্চেল আপনার জ্যেষ্ঠা তনয়াকে লইয়া শকটারোহণে ওয়েল্‌স গ্রামাভিমুখে গমন করিতেছেন; তথায় যাইতে পারিলে তাহাদের দেখা পাইতে পারেন।"

(ক্রমশঃ)

অবোধবন্ধু।

মাসিক পত্র।

১ খণ্ড] শ্রাবণ, ১২৭৪ সাল। [৬ সংখ্যা

ধর্ম্মাচার্য্য।

(পঞ্চম সংখ্যার ২০০ পৃষ্ঠার পর)।

সেই কথায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল। বস্তুতঃ কন্যার নিমিত্ত এতদূর কাতর ও উন্মনা হইয়াছিলাম, যে তৎকালে আমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা ছিল না বলিলেই হয়; সুতরাং যে যাহা বলে, তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইতে লাগিল। অতএব ওয়েল্‌স গ্রাম এখান হইতে পঞ্চদশ ক্রোশ অন্তর হইলেও তথায় যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। পথে দিবাবসান হইলে কোন পান্থশালায় রজনী বঞ্চন করিয়া পরদিন অপরাহ্ণ চারিঘণ্টার সময় নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলাম। তথায় উপনীত হইয়া দেখি, অনেক ভদ্রলোক সমবেত হইয়া ঘোড়দৌড় প্রসঙ্গে

আমোদ প্রমোদ করিতেছেন। তাঁহাদের মহার্হ বেশভূষা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। আমি একদৃষ্টে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছি, হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, যেন বর্চেল অবিদূরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ভাবিলাম অলিবিয়াও সেই স্থানে আছে, শীঘ্র গিয়া অন্বেষণ করিয়া লই, এবং দুরাত্মা বর্চেলকেও দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দেই। কিন্তু যাইতে যাইতে সে আমাকে দেখিতে পাইয়া জনতার মধ্যে কোথায় যে লুক্কায়িত হইল, দেখিতে পাইলাম না। তখন কপালে করাঘাত করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলাম, হায় হায়! কার্য্যসিদ্ধির উপক্রম হইয়াও হইল না? সকলই পণ্ডশ্রম হইল! গৃহ হইতে দুই তিন দিনের পথ পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছি; এখন আর বৃথা চেষ্টায় কাল বিলম্ব করা উচিত নয়। গৃহে গিয়া পরিজনদিগকে প্রবোধ দেওয়া ও কায়পরিশ্রমে প্রতিপালন করা এক্ষণে কর্ত্তব্য হইতেছে; আমি ব্যতীত তাহাদের আর দ্বিতীয় প্রতিপালক নাই। এই ভাবিয়া কন্যার আশা পরিত্যাগ করিয়া বিষণ্ণ মনে ফিরিয়া চলিলাম; কত শত উৎকট চিন্তার উদয় হইতে লাগিল, বলা যায় না। কিছুদূর গিয়া জ্বররোগে আক্রান্ত হইলাম; শরীর এমনি অবসন্ন হইয়া আসিল, যে, আর চলিতে না

পারিয়া এক পান্থমন্দিরে আশ্রয় লইলাম। এই স্থানে তিন সপ্তাহ কাল রোগ ভোগ করি; সঙ্গে যে কিছু সম্বল ছিল, পীড়ার চিকিৎসায় সকলই গেল; সুস্থ হইয়া এবং পথ্য করিয়া যে সবল হই, এমন আর কিছুই রহিল না। এমন সময়ে আমার পূর্ব্বপরিচিত কোন মুদ্রাযন্ত্রাধ্যক্ষ পান্থমন্দিরে প্রবেশ করিলেন; দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ নিবারণ বিষয়ক আমি যে কয়েক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করি, তাহা ইহাঁরই আনুকূল্যে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হয়। ইনি আমাকে চিনিতে পারিয়া ও তাৎকালিক দুরবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া দয়ার্দ্র চিত্তে কতিপয় মুদ্রা ঋণস্বরূপ প্রদান করিলেন। তদ্দ্বারা আমার পথ্যের সংস্থান হইল।

দুই চারি দিনের মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া অল্পে অল্পে গৃহে যাইতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে দেখি, অতি দূরে একখানি দ্রব্য-পূরিত শকট মন্দ মন্দ চলিতেছে। ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম, নাট্যাভিনয়ের যাবতীয় দ্রব্য সম্ভার তাহাতে পরিপূরিত রহিয়াছে; নাট্য-সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ তাহা নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাইতে ছিলেন। দলের অবশিষ্ট ব্যক্তিগণের পরদিন আসিবার কথা ছিল। ঐ অধিকারীর সহিত নাটক ত্রোটকাদির সমালোচন প্রসঙ্গে

নির্দ্দিষ্ট গ্রামে উপনীত হইলাম। গ্রামিকেরা উৎসুক হইয়া দেখিতে আসিতে লাগিল; এবং আমাকেও নাট্যকারদের একজন বিবেচনায় বারম্বার কটাক্ষ করিতে লাগিল। আমি তৎক্ষণাৎ অপসৃত হইয়া অতি নিকটবর্ত্তী এক পান্থনিকেতনে বিশ্রামার্থে প্রবেশ করিলাম; অধিকারীও বেশবিন্যাসের দ্রব্য সম্ভার যথা নির্দ্দিষ্ট স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া আমার অনুসরণ করিলেন। পান্থশালায় কোন ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল, তিনি আমাদের সহিত অনেকক্ষণ রাজ্যশাসন-প্রণালী বিষয়ক নানা কথোপকথন করিয়া পরিশেষে নিমন্ত্রিয়া গৃহে লইয়া গেলেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

রাজকীয় শাসনের অধীন হইয়া চলিলে প্রজাদের স্বাধীনতার লোপাপত্তির সম্ভবনা, এই আশঙ্কা করিয়া এক ব্যক্তি রাজার প্রতিকূলে বাকযুদ্ধ করেন।

প্রদোষ সময়ে আমরা ঐ ভদ্রলোকের গৃহে উপনীত হইলাম। গৃহ অতি শোভাশালী, ও চতুঃশালবদ্ধ; রাজপ্রাসাদ বলিলেও বলা যায়। গৃহস্বামী পরিচারকদিগকে ভোজনের আয়োজন করিতে কহিয়া দুই তিন জন সুন্দরী

স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে আমাদের নিকট উপনীত হইলেন। পরিচারকেরা ভোজ্যদ্রব্যাদি যথাস্থানে আনিয়া দিলে আমরা পরমানন্দে ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন করিলাম। ভোজনান্তে আমাদের নানা কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল; গৃহপতি কথা প্রসঙ্গে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়ের কোন্ কোন্ সংবাদ পত্র পাঠ করা হইয়া থাকে? আমি প্রত্যুক্তি করিলাম, মহানুভব, সংবাদপত্রাদি কোথায় পাইব? ইহা শুনিয়া তিনি কহিলেন "মহাশয়, সংবাদপত্রাদি পাঠে কত উপকার দর্শে, তাহা বলা বাহুল্য; আপনি এমন্ গুরুতর লাভে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছেন, ইহা অতি দুঃখের বিষয়। আমি যে কিছু সংবাদপত্র সমস্তই পাঠ করিয়া থাকি। মহাশয়, ইংরাজ জাতির স্বাধীনতার সদৃশ আর অমূল্য ধন কি আছে? যাঁহারা এই স্বাধীনতার অনুকূল, তাঁহারা ধন্য; তাঁহারাই যথার্থ দেশহিতৈষী।" আমি কহিলাম, আপনি যথার্থ কহিতেছেন; যে ব্যক্তি দেশের স্বাধীনতার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে কে না ধন্যবাদ দেয়? অতএব রাজাকে সকৃতজ্ঞ চিত্তে ধন্যবাদ ও সাধুবাদ করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে; যে হেতুক, সাধারণের স্বাধীনতা রক্ষা করা তাঁহার

প্রধান উদ্দেশ্য। গৃহস্বামী কহিলেন, "যদি রাজা প্রজাদের অভিমতানুযায়ী নিয়ম প্রণালী সংস্থাপন পূর্ব্বক রাজ্য শাসন করেন, এবং সাধারণের পরামর্শ লইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে স্বাধীনতার অনুকূল বলা যাইতে পারে। কিন্তু তিনি প্রজাদের পরামর্শ নিরপেক্ষ হইয়া যথেচ্ছাচার করিতেছেন; তাঁহার একাধিপত্যে কেহই সুখী নহে। প্রত্যুত, প্রজাদের স্বাধীনতার লোপাপত্তি হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে।" আমি প্রত্যুক্তি করিলাম, যে দেশের প্রজারা রাজকৃত ব্যবস্থাদির বিদ্বেষী হইয়া রাজাকে আপনাদের পরামর্শানুযায়ি কার্য্য করাইতে চাহে, তাহারা অতি কৃতঘ্ন; তাহাদিগকে কারাবদ্ধ করা উচিত। পক্ষান্তরে, প্রভুবৎসল প্রজাদের কর্ত্তব্য এই, তাহারা রাজার প্রতিকূলে কোন উচ্চবাচ্য না করে; তাঁহার আজ্ঞা প্রতি পালনেও পরাঙ্মুখ না হয়। তাহা না করিয়া যাহারা কেবল স্বাধীনতা! স্বাধীনতা! করিয়া রাজ প্রতিকূলে দ্বন্দ্ব করিতে থাকে, তাহাদের মুখাবলোকন করিতে নাই।" এই কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকদিগের অন্যতম এক জন ক্রুদ্ধা হইয়া কহিলেন, "আপনার কথা শুনিয়া সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিতেছে। কি! নিষ্করুণ প্রজাপীড়ক

ভূপতির পক্ষ সমর্থন করিয়া স্বাধীনতার অবমাননা করিতেছেন; ইংরাজ জাতির চিরপ্রসিদ্ধ স্বাধীন নাম কলুষিত করিতেছেন; ধিক্ ধিক্, আপনার মনুষ্যোচিত গৌরবেচ্ছা কিছুই নাই।" গৃহস্বামী কহিলেন, "মহাশয়, ইংরাজ হইয়া যে ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতিকূলে বাক্ যুদ্ধ করে, সে কতদূর নরাধম, বিবেচনা করিয়া দেখুন।"

আমি কহিলাম, আপনি আমার প্রতি দ্বেষ করিয়া কথা কহিতেছেন কেন? আমি কি স্বাধীনতার নিন্দা করিতেছি বিবেচনা করেন? কি ভ্রম! কি ভ্রম! আমার নিতান্ত ইচ্ছা দেশের সকল লোকেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া নির্ব্বিঘ্নে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করুক, কাহাকেও রাজার অধীন হইয়া যেন না থাকিতে হয়; যে হেতুক মূল ধরিয়া বিবেচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হইতে থাকে, কি ধনী, কি দরিদ্র; কি কুলীন, কি অন্ত্যজ; ইহাদের পরস্পারের কিছুই প্রভেদ নাই। সুতরাং রাজত্ব সম্ভোগে সকলেরই সমান অধিকার আছে, এ বিষয়ে কেহ কোন আপত্তি করিতে পারেন না। কিন্তু কথায় বলিলে কি হইবেক, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় নাই। যে হেতুক, সকল মনুষ্য এক প্রকার নহে; কেহ বলবান্, কেহ দুর্ব্বল; কেহ নির্ব্বোধ, কেহ বুদ্ধিজীবী,

ইত্যাদি। বলিষ্ঠ ব্যক্তি দুর্ব্বলকে দেখিয়া স্বভাবতঃ অবজ্ঞা করিয়া থাকে; বুদ্ধিমান ব্যক্তিও নির্ব্বোধকে উপহাস করে। যেমন আপনার অশ্বপাল স্বীয় বুদ্ধি কৌশলে ঘোটক দিগকে আয়ত্ত করিয়া তাহাদের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বসে, তেমনি বলবান্ দুর্ব্বলের ও মেধাবী নির্ব্বোধের উপর সহজেই কতৃত্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা স্বাধীনতা দূরে থাকুক, লোকের যন্ত্রণার পরিসীমা থাকে না। এই যন্ত্রণা নিবারণার্থে এক জন রাজার অত্যাবশ্যক; ইনি, কি বলিষ্ট, কি দুর্ব্বল, কি বুদ্ধিমান্, কি নির্ব্বোধ, কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলেরই মঙ্গল চেষ্টা করেন; ইহাঁর শাসন ভয়ে কেহ কাহারো প্রতি দৌরাত্ম্য করিতে পারে না। সুতরাং রাজ্যমধ্যে যাহারা বিষয়াপন্ন ও ক্ষমতাশালী, তাহারা দরিদ্র লোকদিগের উপর প্রভুত্ব করিতে না পাইয়া সহজেই ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, এবং যদ্দ্বারা রাজশক্তির হ্রাস হইয়া তাহাদের পূর্ব্ব ক্ষমতা পুনঃ প্রাপ্তির সুযোগ হয়, নিরন্তর সেই চেষ্টা করিতে থাকে। ধনের সহায়তা পাইলেই পরিণামে তাহাদের কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ যে দেশে অর্থাগমের অনেক উপায়, সে দেশে ধনবান্ দিগেরই ধনের উপচয় হইতে থাকে; নির্দ্ধন

ব্যক্তির তাদৃশ লাভের সম্ভাবনা নাই। যে হেতুক, বাণিজ্য দ্বারা ধনোপার্জ্জন করা কেবল ধনীরই সম্ভবে; এবং কৃষি, শিল্প প্রভৃতি দ্বারা যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহাতেও ধনীদিগেরই অনেক লাভ। এইরূপে তাহারা প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলে, রাজার প্রতাপ সহজেই হ্রাস হইয়া আইসে। তখন দরিদ্রদিগকে নানা কারণ বশতঃ ধনীদের অধীন হইয়া চলিতে হয়, ও তাহাদের অত্যাচারও সহ্য করিয়া থাকিতে হয়। কেবল মধ্যবিৎ প্রজারা একমাত্র রাজাকে অবলম্বন করিয়া চলে। ইহারা দীনদিগের পীড়ক নহে; ধনীদেরও অধীন নহে। ধনীরা ইহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক, কিন্তু রাজার ভয়ে কিছুই করিতে পারে না। কেবল দরিদ্রেরাই অগত্যা তাহাদের দৌরাত্ম্যের ভার বহন করিতেছে। আহা! নির্দ্দয় জমীদারেরা দীন দুঃখী প্রজাদিগকে কত যে উৎকট উৎকট শাস্তি দেয়, এবং অকারণে উদ্বেজিত ও অবমানিত করে, দেখিলে নয়নজলে ভাসিয়া যাইতে হয়। এই শঙ্কটে রাজার একাধিপত্য ব্যতিরিক্ত উদ্ধার পাইবার উপায়ান্তর নাই। অতএব যাহারা এমন রাজকীয় শাসন বিলোপ করিতে বাসনা করে, এবং "স্বাধীনতা! স্বাধীনতা!" শব্দে অন-

র্থক দ্বন্দ্ব করিতে থাকে, তাহারা আপনারাই নির্দ্দয়, কৃতঘ্ন ও অদূরদর্শী; তাহাদের মুখাবলোকন করিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।"

ইহা শুনিয়া গৃহস্বামী ক্রোধান্ধ হইয়া আমাকে দূর করিয়া দিতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন; এমন্ সময়ে কেহ যেন দ্বারে করাঘাত করিতেছে, শুনা যাইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ আমাদের প্রভু আসিয়াছেন, এই কথা বলিয়া এক জন স্ত্রীলোক দ্বার খুলিয়া দিল। তখন যথার্থ গৃহস্বামী স্বীয় বনিতার সহিত গৃহ প্রবেশ করিলেন। আমি এতক্ষণ যাহাকে গৃহপতি বলিয়া ভাবিতেছিলাম, সে বস্তুতঃ সেই গৃহের সর্দ্দার খানসামা মাত্র। সে যাহা হউক, আর্ণল্ড নামা প্রকৃত গৃহস্বামী ও তাঁহার স্ত্রী আমাদিগকে অতিথি বিবেচনা করিয়া বিস্তর সমাদর ও অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহাদের সহিত শিষ্টাচার চলিতেছে, সহসা আমার পরম স্নেহপাত্রী উইল্‌মট্ নাম্নী রমণী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বে ইহাঁর সহিত আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হয়; কিন্তু কোন ব্যাঘাত বশতঃ তাহা সম্পন্ন হইয়া উঠে নাই। বহুকালের পর অদ্য ইহাঁর মুখাবলোকন করিয়া আমার যৎপরোনাস্তি আনন্দ জন্মিল; উইল্‌মট্‌ও আনন্দ

বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে আমার ক্রোড়ে আসিয়া পতিত হইলেন; এবং কহিলেন, "তাত, আপনার সহিত এখানে যে অদ্য সাক্ষাৎ হইবেক, ইহা স্বপ্নের অগোচর; দৈব অনুকূল না হইলে এরূপ ঘটনা কখনই সম্ভবে না। অহো! আমার মাতুল মাতুলানীর কি সৌভাগ্য! মহাত্মা প্রিম্‌রোজ অদ্য তাঁহাদের গৃহে অতিথি।" "প্রিমরোজ" নাম শুনিয়া ঐ সুশীল দম্পতী তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া আমাকে আলিঙ্গন দিলেন; ও বিনীত ভাবে কহিলেন, "হে মহানুভব, আপনার অধিষ্ঠানে অদ্য আমার গৃহ পবিত্র হইল; আমরা এতক্ষণ আপনাকে না চিনিতে পারিয়া সামান্য অতিথির ন্যায় জ্ঞান করিতেছিলাম; সুতরাং আপনার মর্য্যাদার অনেক অবমাননা করা হইয়াছে সন্দেহ নাই।" ইহা কহিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পরন্তু, কথা প্রসঙ্গে ঐ প্রাধন পরিচারকের স্পর্দ্ধার কথা উল্লেখিত হওয়াতে গৃহস্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে দূরীকৃত করিতে উন্মুখ হইলেন, কিন্তু আমার আনুকূল্যে সে পরিত্রাণ পাইল।

আর্ণল্ড ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী আমাকে কিয়দ্দিন তাঁহাদের গৃহে বাস করিতে অনুরোধ করিলেন; উইলমট্‌ও তজ্জন্য অনেক সাধ

সাধনা করিতে লাগিলেন। সুতরাং আমাকে তাহাই স্বীকার করিতে হইল। রজনী পরম-সুখে অতিবাহিত করিলাম। প্রভাতে উইল্‌মট্ আমাকে উপবনে বেড়াইতে লইয়া গেলেন; তথায় দেখিলাম, নানা জাতীয় কুসুম বিকসিত ও তরুগণ নবীন পল্লবে বিভূষিত হইয়া রহিয়াছে। উইল্‌মট্ ইতস্ততঃ পাদ সঞ্চারণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্রের সংবাদ কি? আমি উত্তর করিলাম, "বৎসে, জর্জ্জের সমাচার তিন বৎসর পাওয়া যায় নাই; পুত্র এখন কোথায়, কি অবস্থায় কাল যাপন করিতেছে, কিছুই জানি না। আহা! অধুনা আমাদের যেরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা শুনিলে তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকিবেক। এখন দীনাবস্থায় পড়িয়া অন্ন বস্ত্রের কষ্ট পাইতে হইতেছে; পূর্ব্ববৎ মান সম্ভ্রম আর কিছুই নাই। পরিজনেরাও ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছেন, দেখ প্রিয়তম জ্যেষ্ঠপুত্র কোথায় আছেন, তাহার কিছুই নির্ণয় নাই; আমিও ন্যূনাধিক গৃহ হইতে দুই তিন দিনের পথে আসিয়া পড়িয়াছি। বাছা, স্মরণ করিয়া দেখ, আমরা পূর্ব্বে কত সুখ সম্ভোগ করিয়াছি; তোমাদিগের সহিত কতই বা আমোদ আহ্লাদ করা গিয়াছে! হায় হায়, সে সকল সুখের দিন আর পাইবার সম্ভাবনা নাই। আমি এই কথা বলিতে বলিতে উইল্‌মটের দুই চক্ষে দরদরিত অশ্রুধারা গলিত হইতে লাগিল; সুতরাং আমাদের বর্ত্তমান দুর্ভাগ্যের সবিশেষ শ্রবণ করিলে তিনি মূর্চ্ছাপন্না হইবেন, এই আশঙ্কায় তাহা কাজে কাজেই গোপন করিয়া রাখিলাম। বস্তুতঃ তিনি আমাদিগকে এতদূর ভাল বাসিতেন ও জর্জ্জের প্রতি এতদূর অনুরক্তা ছিলেন, যে এপর্য্যন্ত অন্য কাহারও পাণি গ্রহণ করেন নাই। পরন্তু উপবনে উইল্‌মটের সহিত কথোপকথন প্রসঙ্গে বেলা অধিক হইয়া উঠিল; তখন সাঙ্কেতিক ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাইয়া আমরা উভয়ে মধ্যাহ্ন ভোজনে গমন করিলাম। অদ্য "অনুতাপিনী নবকামিনীর নাট্যাভিনয় হইবেক বলিয়া সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ দর্শনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগকে টিকিট্ বিক্রয় করিতেছিলেন; আমরা তাঁহার প্রমুখাৎ শুনিলাম, এক অসাধারণ গুণসম্পন্ন যুবাপুরুষ হোরেসিও সাজিয়া আশ্চর্য্য অভিনয় প্রদর্শন করিবেক। ইহা শুনিয়া আমরা সাতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া নিশাগমে নির্দ্দিষ্ট নাট্যমন্দিরে উপনীত হইলাম। অভিনয়ের সূত্রপাত হইল; তখন হোরেসিও রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া তৎকালোচিত কার্য্য করিতে যান, এমন সময়ে

আমাকে ও উইল্‌মটকে হঠাৎ দেখিতে পাইয়া জড়বৎ দণ্ডায়মান্ রহিলেন। আহা! ইনিই আমার প্রাণাধিক পুত্র জর্জ; আমি ইহাঁর ভাল মন্দ সমাচার এত কাল না পাইয়া জীবন্মৃত হইয়া রহিয়া ছিলাম। সন্তান কি পর্য্যন্ত স্নেহের পাত্র, যাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন, জর্জকে বহুকালের পর নয়ন গোচর করিয়া আমি কিরূপ সুখানুভব করিলাম।

নাট্যকারেরা ভাবিল, হোরেসিও লজ্জা পাইয়া অভিনয় দেখাইতে পারিতেছেন না; অতএব তাহারা অনেক উৎসাহ দিতে লাগিল। আহা! আমার পুত্রের তাৎকালিক মনের ভাব তাহারা কিছুই জানিতে পারে নাই; সুতরাং তাহাদের উৎসাহ দেওয়াই সার হইল; কুমার সজল নয়নে রঙ্গভূমির বাহির হইয়া আমাদের নিকট উপনীত হইলেন। নাট্যকারেরা অগত্যা অন্য ব্যক্তিকে হোরেসিও সাজাইয়া দিল। পরন্তু আমরা জর্জকে লইয়া আর্ণল্ডের গৃহে উপনীত হইলাম; তথায় তাঁহাকে স্নেহালিঙ্গন দিয়া তৎকালোচিত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলাম। উইল্‌মট্‌ও আনন্দে বিহ্বলা হইয়া উন্মাদিনী প্রায় হইয়া উঠিলেন, ক্ষণে ক্ষণে মুকুরে মুখদর্শন করিতে করিতে নানা প্রকার

অসম্বদ্ধ কথা বার্ত্তা কহিয়া বৃথা হাস্যে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করিলেন।

ক্রমশঃ

ধ্রুবের বৈরাগ্য।

স্বায়ম্ভুব মনু পুত্র ধার্ম্মিক প্রবর,
ছিলেন উত্তানপাদ নামে নরপতি।
প্রজার কল্যাণে যিনি ব্যস্ত নিরন্তর,
যাঁর পুণ্যে ধনধান্যে পূর্ণ বসুমতী।

সুরুচি সুনীতি রাজ মহিষী দুজন,
তন্মধ্যে রাজার প্রিয়া সুরুচি সুন্দরী।
সুনীতি নহেন তাঁর প্রেমের ভাজন,
সতিনী তাড়না করে দিবা বিভাবরী॥

সুরুচির বাক্যে রাজা সুনীতি সতীরে,
নিবিড় অরণ্যে করিলেন বিসর্জ্জন।
নিরাশ্রয়া রাজবালা করে হানি শীরে,
ভূমে পড়ি হাহাকারে করেন রোদন॥

অদূরে বসতি করিতেন মুনিগণ,
বামার করুণ স্বর সহসা শুনিয়া।
তথা গিয়া দেখিলেন নারী একজন,
কাঁদিতেছে হাহুতাস কতই করিয়া॥

অনুপম রূপের মাধুরী হেরি তাঁর,
ঋষিরা বিস্মিত প্রায় হলেন তখন।
জিজ্ঞাসিয়া জানিলেন সমস্ত ব্যাপার,
সমাদরে সঙ্গে লয়ে করিলা গমন॥

সান্ত্বনায় নিবায়ে তাঁহার মনানল
পালেন কন্যার মত তুষিয়া যতনে।
রাজার মহিষী দুখ ভুলিয়া সকল
কৌতুকে থাকেন মুনি-পত্নীদের সনে॥

এখানে উত্তানপাদ সুনীতির তরে,
দিবা নিশি চিন্তাকুল রাজ্যে নাহি মন।
নিয়ত থাকেন শুয়ে অন্দর ভিতরে,
অরাজকে অবিচারে মরে প্রজাগণ॥

করিবারে ভূপতির চিত্ত বিনোদন,
মন্ত্রীগণ চিন্তা করে কতই উপায়।
সাজাইয়ে ঘোড়া হাতি সেনা অগণন,
নৃপতিরে সঙ্গে লয়ে গেল মৃগয়ায়॥

ক্রমে ক্রমে রাজধানী ছাড়ায়ে পড়িল,
প্রবেশ করিল এক বনের ভিতর।
হেন কালে জলধর গগণ বেড়িল,
প্রচণ্ড ঝটিকা এক উঠিল সত্বর॥

ধূলা উড়ে দশদিক অন্ধকারময়,
গভীর গর্জ্জনে শিলা বৃষ্টি আরম্ভিল।
কে যে কোথা গেল তার নাহিক নির্ণয়,
ভূপতির প্রাণ বাঁচা কঠিন হইল॥

ভিজে ভিজে ঝড়ে উড়ে হুঁছুঁটে হুঁছুঁটে,
যে টুকু দেখিতে পান তড়িৎ প্রভায়।
কভু ধরাশায়ী হন পায়ে কাঁটা ফুটে,
কভু বা ছোটেন বেগে জীবনের দায়॥

এরূপে ঝটিকা সঙ্গে যুঝিয়া যুঝিয়া,
প্রবেশ করেন এক দুর্গম গহনে।
হেন কালে মেঘ সঙ্ঘ গগণ ত্যেজিয়া
প্রকাশিল অর্দ্ধঅস্ত লোহিত তপনে॥

কিছু পরে পুনরায় হইল আঁধার,
শ্যামল অম্বরে তারাগণ শোভা পায়।
মন্দ বহে সুশীতল সমীর সন্ধ্যার,
জোনাকী রতন জলে তরুর পাতায়॥

শ্রান্ত হয়ে রাজা এক বট বৃক্ষতলে,
বসিলেন জীবিতাশা নিরাশ হইয়া।
এখনি পড়িব ক্রুর জন্তুর কবলে,
সকলি জন্মের মত যাবে ফুরাইয়া॥

সুনীতিকে ভাবি রাজা করেন রোদন,
"হাহা প্রিয়ে সুনীতি রে রোহিলে কোথায়?
যে অবধি করেছি তোমারে বিসর্জ্জন,
সে অবধি ক্ষুধা নিদ্রা ত্যেজেছে আমায়॥

তোমারি সঙ্গেতে মন গেছে বনবাসে
দেহ মাত্র পড়ে আছে জড়ের মতন।
হা দুঃখিনি! পড়িয়াছ শার্দ্দূলের গ্রাসে
কি পাষণ্ড আমি! বেঁচে রয়েছি এখনো॥

ক্ষমাকর প্রিয়ে এই দুর্ব্বিনীত জনে,
উদ্দেশে অন্তিম এই নয়নের জলে।
তোমার তর্পণ ক্রিয়া করিয়া যতনে,
দেহ ত্যজি তব পাশে যাব বুতূহলে॥"

এত কহি অচেতন হইলেন রায়,
শরীর নিস্পন্দ হ'ল, মুদিল নয়ন।
তপ্তহেমকান্তি আবরিল কালিমায়,
শ্যামল জলদ যেন ঢাকিল তপন॥

সহসা প্রবুদ্ধ হয়ে দেখেন ভূপতি,
সমুখে রমণী এক লক্ষ্মীর আকার।
করিছেন শুশ্রুষা হইয়ে ভক্তিমতী,
নয়ন যুগলে বহে অশ্রু জল ধার॥

সুরুচির বাক্যে যারে কোরে অনাথিনী,
করিয়াছিলেন রাজা বনে বিসর্জ্জন।
ইনি সেই পতিব্রতা সুনীতি দুঃখিনী,
মূর্চ্ছিত পতির পাশে করেন রোদন॥

উল্লাসে উল্লম্ফ দিয়া উঠিলেন রায়,
"হাহা প্রিয়ে সুনীতিরে"—অর্দ্ধ মাত্র কয়ে।
বাঁধিলেন ভুজলতা প্রিয়ার গলায়,
বার বার আনন্দাশ্রু বারে গণ্ডবোয়ে॥

মুনিকন্যাগণ সহ সুনীতি সুন্দরী,
পতি লয়ে আশ্রমেতে করিলা প্রস্থান।
রঞ্জিলেন ক্ষিতিপতি তথায় শর্ব্বরী,
প্রভাতে উঠিয়া রাজ্যে করিলা প্রয়াণ॥

ক্রমে ক্রমে সুনীতির গর্ভের লক্ষণ,
হেরিয়া সবার আনন্দের সীমা নাই।
যতনে দোহদ দেন মুনিপত্নীগণ,
কিছুরি অভাব নাই মুনিদের ঠাঁই॥

ক্রমশ দশম মাস উপনীত হয়,
আসন্নপ্রসবা এবে সুনীতি সুন্দরী।
ঋষিরা নির্ম্মিয়া দেন সুতিকা আলয়,
সকলে সতর্ক রন দিবা বিভাবরী॥

ষষ্ঠা কালে রাজ্ঞী প্রসবিলা সুকুমার,
মোহন মূরতি, রূপে আলো করে ঘর।
করে রাজচক্রবর্ত্তী লক্ষণ তাহার,
আজানুলম্বিত ভুজ, গজস্কন্ধধর॥

মুনিগণ ধ্রুব নাম রাখিলেন তার,
সম্পাদন করিলেন জাতকর্ম্ম যত,
দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়ে ধ্রুব সুকুমার,
মুনিশিশুদের সনে খেলে অবিরত॥

মার মুখে পেয়ে জনকের পরিচয়,
অন্তরে জন্মিল বাঞ্ছা রাজ দরশনে।
অবিলম্বে উত্তরিয়া ধ্রুব রাজালয়,
হেরিলেন জনকেরে রাজ সিংহাসনে॥

ধ্রুবে হেরি স্নেহ রসে সিক্ত হৈলা রায়,
বাহু প্রসারিয়া কোলে করিলা নন্দনে।
বুলাতে লাগিলা হাত সুকোমল কায়,
চুম্বিতে লাগিলা চারু সুরভি বদনে॥

প্রত্যক্ষে হেরিয়া তাহা সুরুচি সুন্দরী,
ক্রোধে কম্পমান্ হয়ে কহেন বচন।
"ওহে নাথ কার পুত্রে আছ কোলে করি?
বিপরীত একি হেরি তব আচরণ॥

যে কোলে উত্তম মাত্র যোগ্য বসিবার,
যে দুর্লভ সিংহাসন আছে তারি তরে॥
সুনীতির পুত্র তাহে একি অত্যাচার,
বামন ধরিতে কভু পারে সুধাকরে?

অরণ্যচারিণী যার দুখিনী জননী,
তার পুত্র রাজাসনে একি প্রাণে সয়?
কিঞ্চুলুক শীরে কি হে শোভে মহা মণি,
পল্লল শম্বুক কি হে রত্নাকরে রয়?

ওরে বাছা ধ্রুব তুমি দুখিনী নন্দন,
কি পুণ্য করেছ এত, উঠ রাজাসনে।
যে আসন মস্তকে ধরেন রাজগণ,
তাহে কি বসিতে পারে স্বল্পপুণ্য জনে?

কীর্ত্তি রূপে লক্ষ্মী যাঁর বিরাজেন কায়,
সসাগরা ধরা যিনি করেন শাসন।
বন্দিগণ দিবানিশি যাঁর গুণ গায়,
তিনি কি তোমার মত হতভাগ্য জন?

সত্য বটে মহারাজ জনক তোমার,
কিন্তু আমি ধরি নাই তোমারে উদরে।
যেমন সাধনা, ফল ফলিয়াছে তার,
জন্মেছ দুখিনী গর্ভে বনের ভিতরে।

যাও যাও দূরাকাঙ্ক্ষা কর পরিহার,
বন ফল মূলে কর জীবন ধারণ।
ভূপতির কোলে উঠ কি সাধ্য তোমার,
আমার উত্তম পাবে রাজ সিংহাসন॥

রাজা হইবার যদি সাধথাকে মনে,
কঠোর তাপস-ব্রত করগে আশ্রয়।
অনিবার ভাব পদ্মপলাশ লোচনে,
দেহ ত্যজে মম গর্ভে হইও উদয়॥"

বিমাতার মর্ম্মভেদি বচন শুনিয়া,
ধ্রুবের নয়নজলে ভাসিল বয়ান।
আশীর্ব্বাদ কর বলি বিদায় লইয়া,
নিজ জননীর কাছে করিলা প্রস্থান॥

ওখানে সুনীতি সতী পুত্র অদর্শনে,
পাগলিনী প্রায় হয়ে করেন রোদন।
এলো থেলো কেশপাশ, পড়ি ধরাসনে,
অবিরত স্তন-দুগ্ধ হতেছে ক্ষরণ॥

হেন কালে ধ্রুব আসি দিলা দরশন,
অমনি উঠিয়া সতী কোলে করি লয়।
কহে বাছা কোথা গিয়াছিলে এতক্ষণ,
তোমারে না হেরে ফাটে আমার হৃদয়

জননীরে ধ্রুব শুনাইয়া সবিশেষ,
কহিলেন মা আমায় দাওগো বিদায়।
সংসারের প্রতি মম হয়েছে বিদ্বেষ,
যাইব তু চক্ষু মম যাইবে যথায়॥

নিবিড় অরণ্যে আমি করিব গমন,
অন্বেষিব সেই পদ্মপলাশ লোচনে;
বৃক্ষের গলিত পত্র করিয়া ভক্ষণ,
বেড়াইব বনচর জন্তুদের সনে॥

জন্ম জরা মৃত্যু ক্ষয় হয় যাঁর নামে,
সেই পদ্মপলাশলোচনে ধ্যানে ধরি।
অবহেলে যাইব আনন্দময় ধামে,
কি ছার পিতার রাজ্য গ্রাহ্য নাহি করি।

জনকের রাজ্য মাত্র দুদিনের তরে,
কালক্রমে কিছু তার চিহ্ন নাহি রবে।
মম রাজ্যে কাল নাহি করস্পর্শ করে,
কালান্তেও তার কীর্ত্তি লুপ্ত নাহি হবে॥

পঞ্চম বর্ষীয় ধ্রুব এতেক কহিয়া,
সুনীতির প্রতিষেধ না করি শ্রবণ।
মায়াময় সংসারেতে বিরাগী হইয়া,
নিবিড় অরণ্যমাঝে করিলা গমন॥

"কবিতালহরী।

বহরমপুর নিবাসী।

শ্রী রামদাস সেন প্রণীত।

কলিকাতা।—ষ্টান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে মুদ্রিত"

এই পদ্যময় গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে তিরিষটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্দর্ভ আছে। রামদাস বাবু এই সকল সন্দর্ভে সংক্ষেপে আপনার মনের ভাব সকল পরিপাটিরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। আমাদের এই কথার প্রমাণার্থে তাঁহার একটী সন্দর্ভ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

কোন নৃপের সাংসারিক সুখে বিরাগ প্রকাশ।

নাহি চাই রাজ-পদ নাহি চাই ধন।
সুরম্য প্রসাদে মোর নাহি প্রয়োজন॥
কিনখাব মখমলের পরিচ্ছদ যত।
বিঁধে মোর অঙ্গে লৌহ শলাকার মত॥
গলকণ্ঠার হীরকের বহুমূল্য হার।
নয়নে এখন বোধ হয় অতি ছার॥

বন্দীদের স্তুতিবাদ শুনিয়া শ্রবণে।
আহ্লাদ প্রকাশ আর নাহি করি মনে॥
ঘৃণিত পশুর মত খোসামুদে গণ।
তুষিতে আমারে করে বিস্তর যতন॥
কিন্তু তাহাদের কথা হেয় জ্ঞান করি।
শত্রু উপদেশ বোধে কর্ণে নাহি ধরি॥
রাজ কবি মোর যশ বর্ণন কারণ।
রচেছে অসংখ্য কাব্য কর্ণ বিনোদন॥
পাঠ করি সেই সব কবিতা নিচয়।
কিছু মাত্র নাহি হয় আনন্দ উদয়॥
এসংসারে নাহি সুখ দুখের সদন।
পর হিংসা মিথ্যা বাক্যে রত লোকগণ॥
খল জুয়াচোর শঠ যাহারা এখানে।
তাহারাই বড় লোক দশ জনে মানে॥
কিসে হবে বড় পদ কিসে হবে ধন।
সাংসারির এ চেষ্টায় ব্যস্ত সদা মন॥
অধার্ম্মিক বিশ্বাসঘাতক দেখি সবে।
এ সব লোকের বল কোথা সুখ হবে॥
অসীম ঐশ্বর্য্য আর প্রিয় পরিবার।
রেখে চলে যাই বনে তেয়াগি সংসার॥
পাতার কুটীর সুখে বাঁধিয়া তথায়।
ভাবিব পরম ব্রহ্মে দীন দয়াময়॥

ঊষাকালে বৈতালিক সম দ্বিজগণ।
মধুর স্বরেতে ডেকে করিবে চেতন॥
সুমন্দ অনিলে আনি প্রসূনের বাস।
আমার হৃদয়ে দিবে অসীম উল্লাস॥
নিসর্গের মনোহর শোভা নিরখিয়া।
তুষিব এখানে মোর সন্তাপিত হিয়া॥
পদ্ম কোলে সুমধুর মধুকর গান।
শুনিয়া প্রভাতে তৃপ্ত করিব পরাণ॥
পূর্ণিমা নিশিতে আমি অতি ধীরে ধীরে।
যাইব আনন্দ চিতে স্রোতস্বতী তীরে॥
হেরিব তথায় শশী তারকার হার।—
পরিবেক নদী; (আহা শোভা চমৎকার)
গোধূলিতে সুচিত্রিত হেরিয়া আকাশ।
উপজিবে হৃদয়েতে অতীব উল্লাস॥
এখানে এসব সুখে কাটাইব কাল।
দূরে যাবে সংসারের যত চিন্তা জাল॥
ত্রিসন্ধ্যায় ভক্তি ভাবে করি বিভুগান।
পবিত্র করিব আমি এ পাপ পরাণ॥

পৃথিবীর গতি।

ড্রেক সাহেবের সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে প্রায় তিন বৎসর লাগিয়াছিল। তাহার কারণ এই, পৃথিবী প্রদক্ষিণের ঠিক্ সরল পথ নাই। যদিও নাবিকেরা বরাবর এক মুখেই গমন করেন, তথাপি মধ্যে২ অনেক দ্বিপ, প্রায়-দ্বিপ, অন্তরিপ প্রভৃতি ভূমি খণ্ড তাঁহাদের সম্মুখে পড়িয়া সরল গতির ব্যাঘাৎ উপস্থিত করে; সুতরাং সময়ে সময়ে তাহাদিগকে অনেক ঘুরিয়া এবং দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়াও যাইতে হয়। কিন্তু পৃথিবী প্রদক্ষিণের যদি ঠিক্ সোজা পথ থাকিত, তাহা হইলেও তাঁহা-দের অল্প দিন লাগিত না; কারণ পৃথিবীর আকার অতিশয় প্রকাণ্ড। যদি একজন মানুষ ঠিক সোজা পথ পাইয়া দিবা নিশি অবিশ্রামে সবেগে চলিতে থাকে, তবে তাহারও সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে প্রায় আট মাস লাগে; কেবল কলেরগাড়ি মনুষ্য অপেক্ষা সচরাচর আট গুণ দ্রুতবেগে যায় বলিয়া সে ঐরূপ সোজা পথ পাইলে ৩০ দিনের মধ্যে সমস্ত ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতে পারে। ফলতঃ আমাদের নিবাসভূমি এই পৃথিবী অতিশয় প্রকাণ্ড। এমন প্রকাণ্ড যে ১২ ইঞ্চি পুরু একটী গোলক ২০ হস্ত অন্তরে রাখিলে যত বড় দেখায়,

এই প্রকাণ্ড ভূমণ্ডল ৪৪০০০০ চারি লক্ষ চল্লিশ হাজার ক্রোশ দূরে থাকিলেও তদ্রূপ দেখায়। পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৩৫২০ ক্রোশ, এবং পরিধি প্রায় ১১০০০ হাজার ক্রোশ।

পৃথিবী যেমন প্রকাণ্ড, তেমনি ভারী। যদি সমস্ত ভূমণ্ডল স্বাভাবিক অবস্থাপন্ন খানিজ লৌহে নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে যে প্রকার ভারী হওয়া সম্ভব, এখন সেই প্রকার ভারী, সুতরাং পৃথিবীর ভার ভাবিতে গেলে আমাদের এই ক্ষুদ্র মন একেবারে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হয়। মনে কর, যখন অর্দ্ধহস্ত পরিমিত একটী লৌহ পিণ্ডও এত ভারী, যে একজন বলবান পুরুষেরও তাহা তুলিতে কষ্ট বোধ হয়, তখন যে পিণ্ডের ব্যাস প্রায় ৩৫২০ ক্রোশ তাহা যে কিরূপ ভারী, তাহা আমরা কি প্রকারে অনুভব করিব? ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য শক্তি! এই যে অপরিমিত ভারবিশিষ্ট পৃথিবী, ইহাও শূন্যে রহিয়াছে। যাঁহারা সমস্ত ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন, যে কোন বস্তুই পৃথিবীকে ধরিয়া নাই। তাহার চারিদিকেই আকাশ ও নক্ষত্রগণ বিরাজ করিতেছে।

আবার পৃথিবী কেবল যে শূন্যে আছে এমত নহে। দিবা নিশি শূন্যমার্গে মহাবেগে

ঘুরিতে ঘুরিতে প্রতি ঘন্টায় প্রায় ২৯৯০০ ক্রোশ ভ্রমণ করিতেছে। পৃথিবীর বেগ এমত প্রবল, অথচ আমরা তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারি না, তাহার কারণ এই বেগ চিরকালই সমান, কখন কিছুমাত্র ন্যূনাতিরেক হয় না। কলের গাড়ির বেগ ন্যূন্যাতিরেক হইলে অথবা কোন কারণে একেবারে বন্ধ হইলে, আরোহীদের নিকট তাহা অনুভূত হয়, এজন্য আমরা শকটাদির বেগ অনায়াসে অনুভব করিতে পারি। কিন্তু শকটাদি যখন সমভাবে চলে, তখন তাহার বেগ আমাদের নিকট অনুভূত হয় না। তখন আমাদের বোধ হয় তাহার বাহিরের বস্তু সকলি চলিতেছে, তদ্রূপ পৃথিবীর মধ্যে থাকিয়াও আমরা বোধ করি, সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদয় হইয়া বরাবর আকাশ মার্গে গমন করিতে করিতে পশ্চিমদিকে গেল। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা সূর্য্যের গতি নহে। পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করে বলিয়াই সূর্য্য আমাদের দৃষ্টি পথে পতিত হয়।

যখন শকটচক্র ঘুরিতে থাকে, তখন তাহার দুই প্রকার গতি দেখা যায়। এক সে ঘন ঘন আপনার সমুদায় শরীর আবর্ত্তন করে; আর ঐরূপ আবর্ত্তন করিতে করিতে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে থাকে। পৃথিবীর

গতিও ঠিক সেইরূপ। পৃথিবীও আপনার সমুদায় শরীর আবর্ত্তন করিতে করিতে আকাশ পথে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে থাকে। তাহার প্রথম গতি অর্থাৎ একবার আপনার সমুদায় শরীর আবর্ত্তন, ষাটি দণ্ডে সম্পন্ন হয়, এবং তাহাতেই এক অহোরাত্র হয়; এজন্য এই গতিকে আহ্নিক গতি বলে। আহ্নিক গতিতে পৃথিবীর যে অংশ যখন সূর্য্যের সম্মুখে পতিত হয়, তখন তাহাতে দিবা ও তাহার বিপরিত দিকে রাত্রি হয়। যদি পৃথিবীর আহ্নিক গতি না থাকিত, তাহা হইলে তাহার এক দিক চিরকালি আলোক-পূর্ণ ও অপর দিক অন্ধকারাবৃত থাকিত; সুতরাং এক্ষণকার মত নিয়মিতরূপে দিবারাত্রি প্রকাশ না হওয়াতে তাহার কোন অংশই জীব জন্তু বাসের উপযোগী হইত না।

দ্বিতীয় গতিতে পৃথিবী ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ডে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, অর্থাৎ সে যে স্থান হইতে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে, সূর্য্যের চতুর্দ্দিকস্থ এক মণ্ডলাকার পথ ভ্রমণ করিয়া পুনর্ব্বার সেই স্থানে উপস্থিত হইতে তাহার ৩৬৫ দিন, ১৫ দণ্ড লাগে, ইহাতেই একটী বৎসর হয়। এজন্য এই গতিকে বার্ষিক গতি বলে। বার্ষিক গতিতে পৃথিবী যে মণ্ডলাকার পথে সূর্য্যকে

প্রদক্ষিণ করে, তাহার নাম কক্ষ। এই কক্ষের ব্যাস পরিমাণ প্রায় ৮৩৬০০০০ তিরাশি লক্ষ ষাটি হাজার ক্রোশ।

পৃথিবীকে স্থিরা, অচলা প্রভৃতি শব্দে উক্ত করাতে এমত বোধ হইতে পারে, যে পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে তাহার গতির বিষয় কেহই অবগত ছিলেন না, কিন্তু তাহা নিতান্ত অমূলক। কারণ অতি প্রাচীন কালে মহা পুরুষ আর্য্যভট্ট পৃথিবীর আহ্নিক গতি স্বীকার করিতেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এ দেশের অন্যান্য মাহাত্মার জীবন চরিতের ন্যায় তাঁহার জীবন বৃত্তান্তও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং তাঁহার বিষয় আমরা আর কিছুই বলিতে পারিলাম না। সে যাহা হউক ইতিহাসে তাঁহার পূর্ব্বে পৃথিবীর গতি আবিষ্কারের বিষয়ে আর কাহারো নামের উল্লেখ নাই। এজন্য বোধ হয় তিনিই এ বিষয় সর্ব্ব প্রথম অবগত হইয়া ছিলেন, কিন্তু কি পরিতাপ, বরাহ, মিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি তাঁহার পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ এই মত স্বীকার করেন নাই, এজন্য পূর্ব্বকালে এদেশে এ মত সাধারণরূপে গ্রাহ্য হয় নাই।

আর্য্যভট্টের বহুকাল পরে ইউরোপ খণ্ডের গ্রীস দেশে পিথাগোরস্ নামক একজন মহা পণ্ডিত উক্ত মত মান্য করেন। কিন্তু তাঁহার

মৃত্যুর পর সেখানে দুই সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত কেহ ঐ মত প্রকৃতরূপে বিশ্বাস করে নাই। তৎপরে অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন কোপার্ণিকস্ জন্ম গ্রহণ করেন। এই মাহাপুরুষ পৃথিবীর গতি ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আকাশস্থ তারাগণকে গতি বিশিষ্ট বলিয়া স্থির করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ইউরোপ খণ্ডে বিদ্যার সমধিক চর্চ্চা থাকিলেও কোপার্ণিকসের পরেও বহুকাল পর্য্যন্ত কেহই পৃথিবীর গতি প্রকৃতরূপে স্বীকার করে নাই। পরন্তু এ বিষয় নিতান্ত অদ্ভুতও নহে। কারণ যে অবনিকে আপাততঃ এত দৃঢ় ও স্থির বোধ হয়, এবং যাহার গতি আমরা কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই অনুভব করিতে পারিনা, তাহা যে আবার প্রতি ঘন্টায় ২৯৯০০ ক্রোশ ভ্রমণ করিতেছে, ইহা লোকে কিরূপেইবা বুঝিতে পারিবে, কিন্তু এখন আর সে কাল নাই। এখন ইউরোপ খণ্ড বিদ্যার আলোকে বিভাসিত হইয়াছে, এবং এ দেশেও সে আলোক নিতান্ত অপ্রকাশিত নাই, সুতরাং এখন ইউরোপ ও আসিয়া এই দুই খণ্ডেরই অনেক শিক্ষিত লোক এইমত সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেছেন। বস্তুতঃ এক্ষণকার পণ্ডিতেরা বিদ্যাবলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দুই একটী প্রমাণ দ্বারা পৃথিবীর গতিকে

সম্পূর্ণরূপে নিশংসয় করিয়া তুলিয়াছেন। পশ্চাৎ তাহার একটী প্রকাশ করা যাইতেছে।

মনে কর, যদি একটী সমুচ্চ অথচ সরল বুরুজের উপর হইতে পূর্ব্বাভিমুখে একটী বৃহৎ ধাতুপিণ্ড নিক্ষেপ করা যায় তবে তাহা ঠিক নীচে না পড়িয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে পতিত হয়। পৃথিবীর গতিই ইহার এক মাত্র কারণ, নতুবা এরূপ উচ্চ স্থান হইতে ভারী বস্তু নিক্ষেপ করিলে তাহা স্বাভাবিক নিয়মানুসারে উক্ত স্থানের ঠিক নীচেই পতিত হইত। এ বিষয়টী স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত নিম্নে একটী চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকাশ করা গেল।

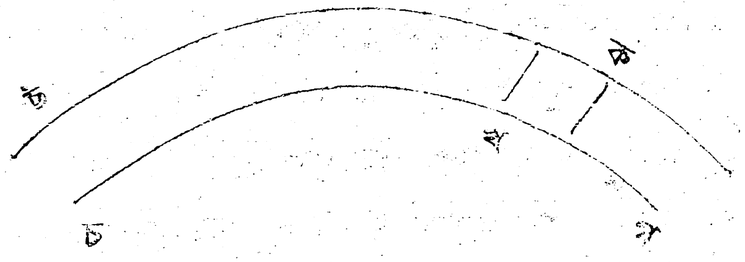

এই চিত্রের গ চ চিহ্নিত রেখাটি পৃথিবীর উপরিভাগের কিয়দ্দংশ। ক একটী সমুচ্চ বুরুজ।

যখন খ চিহ্নিত স্থান অর্থাৎ বুরুজের নিম্নভাগ পৃথিবীর আহ্নিক গতির প্রভাবে চ চিহ্নিত স্থানে উপস্থিত হয়, তখন ক চিহ্নিত স্থান অর্থাৎ বুরুজের উপরিভাগ ছ চিহ্নিত স্থানে উপস্থিত হয়। গ চ রেখা অর্থাৎ পৃথিবী যে গোলাকার পথে ভ্রমণ করিতেছে, চ খ তাহার যতটুকু অংশ স্তম্ভের মস্তক যে গোলাকার পথে ভ্রমণ করিতেছে, ছ ক রেখাও তাহার ঠিক ততটুক্ অংশ। কিন্তু খ হইতে চ যত অন্তর, ক হইতে ছ তদপেক্ষা অধিক অন্তর। অতএব খ ও ক যখন এক সময়ের মধ্যে চ ও ছ স্থানে উপস্থিত হইতেছে, তখন ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, যে বুরুজের উপরিভাগ তাহার নিম্নভাগ অপেক্ষা অধিক বেগে ঘুরিতেছে। তাহার কারণ এই বুরুজের নিম্নভাগকে যে সময়ের মধ্যে যতটুকু পথ ভ্রমণ করিতে হয়, তাহার উপরিভাগকে সেই সময়ের মধ্যে তদপেক্ষা অধিক পথ ভ্রমণ করিতে হয়। সে যাহা হউক বুরুজের উপরিভাগ যখন এইরূপে সমধিক বেগে ঘুরিতে থাকে, তখন যদি তাহার উপর হইতে কোন ভারী বস্তু নিক্ষেপ করা যায়, তবে তাহা সেই বেগের প্রভাবে খ চিহ্নিত স্থানে না পড়িয়া তাহার কিঞ্চিৎ অন্তরে গ স্থানে গিয়া পতিত হয়। কারণ কোন বেগবান পদার্থ হইতে কোন বস্তু নিক্ষিপ্ত হইলে,

তাহার বেগও পদার্থের সঙ্গে সঙ্গে গমন করে এজন্য ঠিক সরল ভাবে পড়িতে পারেনা।

প্রিয় সখা।

"গাত্রেষু চন্দনরসো দৃশি শারদেন্দু র্বানন্দ এব হৃদয়ে"

প্রিয়তম সখা সহৃদয়!
প্রভাতের অরুণ উদয়,
হেরিলে তোমার পানে,
তৃপ্তি দীপ্তি আসে প্রাণে,
দুঃখের তিমির দূর হয়।

আহা কিবে প্রসন্ন বদন
তারা যেন জ্বলে দু নয়ন,
উদার হৃদয়াকাশে,
বুদ্ধি দিবাকর ভাসে,
স্পষ্ট যেন করি দরশন।

অমায়িক তোমার অন্তর,
সুগম্ভীর সুধার সাগর,
নির্ম্মল লহরীমালে,
প্রেমের প্রতিমা খেলে,
জলে যেন দোলে সুধাকর।

সুধাময় প্রণয় তোমার,
জুড়াবার স্থানহে আমার,
তব স্নিগ্ধ কলেবরে,
আলিঙ্গন দিলে পরে,
উলে যায় হৃদয়ের ভার।

যখন তোমার কাছে যাই,
যেন ভাই স্বর্গ হাতে পাই ;
অতুল আনন্দ ভরে
মুখে কত কথা সরে,
আমি যেন সেই আর নাই।

নূতন রসেতে রসে মন,
দেখি ফের নূতন স্বপন,
ধরিয়ে নূতন বেশ,
চরাচর সাজে বেশ,
সব হেরি মনের মতন।

ফিরে আসে সেই ছেলাবেলা,
হেসে খুসে করি খেলাদেলা,
আহ্লাদের সীমা নাই,
কাড়াকাড়ি কোরে খাই,
ব্রজে যেন রাখালের মেলা।

নিরিবিলে থাকিলে দুজন,
কেমন খুলিয়া যায় মন,
ভোর্ হয়ে বোসে রই,
অন্তরের কথা কই,
কত রসে হই নিমগণ।

আ ! আমার তুমি না থাকিলে,
হৃদয় জুড়ায়ে না রাখিলে,
বন্ধুক বান্ধব ভাল,
নিবাতো প্রাণের আলো,
ফুরাত সকল এ অখিলে !

তুমি ধাও আপনার ঝোঁকে,
সুদূর "দর্শন" সূর্য্যলোকে ;
যার দীপ্ত প্রতিভায়
তিমির মিলায়ে যায়,
ভূত ভাগে যেমন আলোকে।

পোড়ে যার প্রখর ঝলায়,
কত লোক ঝলসিয়া যায়,
তুমি তায় মন সুখে,
বেড়াও প্রফুল্ল মুখে,
দেবলোকে দেবতার প্রায়।

আমি ভ্রমি কমল কাননে,
যথা বসি কমল আসনে,
সরস্বতী বীণা করে,
গানে মন প্রাণ হরে,
রূপে আলোকরে ত্রিভুবনে।

পরস্পর উল্টতর কাজে,
পরস্পরে বাধা নাহি বাজে,
চোকে যত দূরে আছি,
মনে তত কাছাকাছি,
ঈর্ষার আড়াল নাই মাজে।

বুদ্ধি আর হৃদয়ে মিলন,
বড় সুশোভন, সুঘটন,
বুদ্ধি বিদ্যুতের ছটা,
হৃদয় নীরদ ঘটা,
শোভা পায়, জুড়ায় দুজন।

হেরি নাই কখন তোমার,
পদের অসার অহঙ্কার ;
নিস্তেজ নচ্ছার যত,
পদ গর্ব্বে জ্ঞানহত,
ঠ্যাকারেতে হাসায় দু'ধার।

খোষামোদ করিতে পারনা,
খোষামোদ ভালও বাসনা,
নিজে তুমি তেজীয়ান্,
বোঝ তেজীয়ান-মান ;
সাধে মন করে কি মাননা ?

দাঁড়াইলে হিমালয় পরে,
চতুর্দ্দিকে জাগে একতরে,
উদার পদার্থ সব,
শোভা মহা অভিনব,
জনমায় বিস্ময় অন্তরে;

প্রবেশিলে তোমার অন্তর,
মাণিকের খনির ভিতর,
চারিদিকে নানা স্থলে,
নানাবিধ মণি জ্বলে,
কি মহান্ শোভা মনোহর

শুনিলে তোমার গুণগান,
আনন্দে পূরিয়ে ওঠে প্রাণ,
অঙ্গ পুলকিত হয়,
দুনয়নে ধারা বয়,
ভাসে তায় প্রফুল্ল বয়ান।

ওহে সখা সরল সুজন!
করি আমি এই নিবেদন,
যে কদিন প্রাণ আছে,
থেকো তুমি মোর কাছে,
ফাঁকি দিয়ে করনা গমন।

ISSUE(S) MISSING